সন ১৩০৮ সাল। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ। গৌরাব্দ ৪১৬।

শ্রীশ্রী

গৌরচন্দ্রোদয়।

প্রকাশক ও প্রণেতা

শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ।

গোবরহাটী
শ্রীগৌড়ভূমি কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

মুর্শিদাবাদ,—রাধারমণ প্রেসে
শ্রীরাধাবল্লভ নন্দী প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রাপ্তিস্থান।
গোবরহাটী, গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ
প্রকাশকের নিকট।

১৩০৮

পূর্ণ মূল্য ১।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মূল্য ১৲ টাকা।

নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটিচন্দ্রাননত্বিষে।
প্রেমানন্দাব্ধিচন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশুহাসিনে॥

শ্রীশ্রীরামরাজরাজেশ্বর দেবায় নমঃ।

উপক্রমণিকা।

বন্দে গুরুং গৌরচন্দ্রং রাধাকৃষ্ণং গণান্বিতং।
শ্রীবৈষ্ণবান্ গৌরভক্তান্ ধাম্নঃ নিত্যান্ হরেঃ প্রিয়ান্ ॥১॥
শিক্ষাগুরুমহং বন্দে নাম্না বিদ্যা বিশারদং।
শ্রীদোকরী ঠক্কুরাখ্যং ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শকং ॥ ২ ॥
শ্রীমদ্বিদ্যাগুরুং বন্দে নরেন্দ্রং নীতিসেবিনং।
পণ্ডিতাখ্যং পণ্ডিতাগ্রগণ্যং পাণ্ডিত্যভূষিতং ॥ ৩ ॥
বন্দেঽহং পিতরৌ গদাধর পরৌ
বৈকুণ্ঠ সংসেবিনৌ।
নাম্না লক্ষ্মী গদাধরৌ গুণধরৌ
সদ্ধর্ম্ম সংরক্ষকৌ ॥
শান্তৌ সজ্জনসেবিনৌ নিজপরে-
সদ্ভাব সাম্যাস্পদৌ।
ভূদেবে কুলদৈবতে হরি হরে-
সদ্ভক্তিভূষান্বিতৌ ॥ ৪ ॥
বন্দে মদগ্রজং ভক্তবর্য্যং ভক্তিপ্রদর্শকং।
রাজরাজেশ্বরপরং শ্রীল কৃষ্ণপ্রসন্নকং ॥ ৫ ॥
সর্ব্বান্ গুরুজনান্নত্বা ধ্যাত্বা গৌরপদাম্বুজং।
নাম্না রামপ্রসন্নোঽহং কায়স্থো ঘোষবংশজঃ ॥ ৬ ॥
গ্রামে গোবরহাট্টাখ্যে সুপুণ্যে গৌড়মণ্ডলে।
গৌরচন্দ্রোদয়ং নাম গ্রন্থং গৌরকথান্বিতং ॥ ৭ ॥
নবচ্ছেদকসংযুক্তং গৌরভক্তিপ্রদং শুভং।
কৃপয়া গৌরচন্দ্রস্য তনোমি সর্ব্বশর্ম্মদং ॥ ৮ ॥

শ্রীগ্রন্থারম্ভে শুভমস্তু।

নিবেদন।

যুগে যুগে শুক্ল রক্ত নীল পীত চারি মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীভগবান্ যুগ-ধর্ম্ম স্থাপন করেন। কলিযুগধর্ম্ম হরিনাম, শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার প্রবর্ত্তক, কলি-যুগাবতার, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কারণ এই যুগধর্ম্ম শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞায় পঞ্চোপাসকমাত্রেই অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা সে আজ্ঞা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা হিন্দু সমাজের বহির্ভূত। একটী চলিত কথায় ইহার প্রমাণ দিব। আদ্যশ্রাদ্ধে স্মার্ত্ত বিধানে যেমন সকলেই ক্রিয়া করেন, ক্রিয়ান্তে কলির মোক্ষধর্ম্ম বলিয়া শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীলীলা কীর্ত্তন গান সেইরূপ পঞ্চোপাসক হিন্দুমাত্রকেই করিতে হয়, হিন্দুমাত্রই এই সামা-জিক নিয়ম ও শাসন অতিক্রম করেন না। এই হরিনাম সংকীর্ত্তন ও লীলা কীর্ত্তন তাঁহারা কোথা পাইলেন? ইহা শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞায় সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। তিনি যুগাবতারস্বরূপে গৃহীত না হইলে তাঁহার আজ্ঞা বা প্রবর্ত্তিত যুগধর্ম্ম সমাজে সার্ব্বভৌমিক মোক্ষধর্ম্মরূপে কখনই সর্ব্বসম্প্রদায়ে নির্ব্বি-রোধে পরিগৃহীত হইত না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের প্রথমাবস্থায় অনেকে তাঁহার ভগবত্তায় সন্দিগ্ধ ছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন শ্রীক্ষেত্র হইতে মহাপ্রভু পুনরায় বঙ্গদেশে আইলেন, তখন আর তাঁহার ভগবত্তায় কাহারও যে সন্দেহ ছিল, কুত্রাপি এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেই সময় হইতেই তিনি যুগাবতাররূপে এবং তৎ প্রবর্ত্তিত হরিনাম মোক্ষধর্ম্মরূপে হিন্দুর প্রতি সমাজে নির্ব্বিরোধে পরিগৃহীত হইয়াছেন। আমরা হইতে আমাদের পিতা পিতামহ প্রপিতামহ ও তদূর্দ্ধ বহুপুরুষ যাঁহার আদেশ পালন করিতেছি ও হিন্দুমাত্রেই করিতেছেন, তাঁহার ভগবত্তা লইয়া সেই বংশের ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষ কেন যে তর্কাদি করেন বুঝিতে পারি না। প্রাচীন শাস্ত্রাদির অননুশীলনই ইহার প্রধানতম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ অধুনা সমাজে যেমন যেমন প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা হইতেছে, সর্ব্বনাশকর কুসংস্কারও সেই পরিমাণে দূর হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার গ্রন্থ অনেক, সকল গুলি সকলের সুগোচর হয় না। এই জন্য বহু গ্রন্থের সারাকর্ষণ করিয়া সাধুজনানুমোদিত যুক্তিসহ এই গ্রন্থ খানি, শ্রীমহা-প্রভুর প্রেরণায় ও ভক্তজনের উৎসাহিতায় প্রণীত হইল। আমি নিতান্ত অনুপযুক্ত ব্যক্তি, আমার দ্বারা এই সুমহৎ কার্য্য যে সম্যক্ সংসাধিত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস হয় না। সজ্জনগণ কৃপাদৃষ্টিপাতে, গ্রন্থ খানির ভ্রমপ্রমাদ ও অভাবাদির বিষয় সংশোধিত করিয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

প্রকাশক।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রী গৌরচন্দ্রোদয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীগৌরপূর্ণিমা।

সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাং।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি।

শুক্লা চতুর্দ্দশীতে শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলেন, চতুর্দ্দশীর গৌরব বৃদ্ধি হইল। এইরূপ বামনাবতারে শুক্লা দ্বাদশীর, রামাবতারে শুক্লা নবমীর, কৃষ্ণাবতারে কৃষ্ণাষ্টমীর গৌরব হইল। এই সকল তিথি ব্রতরূপে নিখিল জীবের মুক্তিপ্রদায়িনী হইলেন, কিন্তু পূর্ণকলা চন্দ্রমাশালিনী পূর্ণিমা সকল তিথির শিরোমণি, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার সহকারিণী হইয়াও যেন পূর্ণ সদ্গুণবতী হইতে পারিলেন না। ভগবান্ পূর্ণিমার এই মনোদুঃখ নিবারণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে প্রেমভক্তি ও পরামুক্তিদায়িনী করিবার জন্যই যেন ফাল্গুনীপূর্ণিমা সন্ধ্যাকালে জগৎ হরিনামে পরিপূর্ণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইলেন। পূর্ণব্রহ্ম হরি এই পূর্ণিমায় উদিত হইলেন, এ গৌরবের নিকট পূর্ণচন্দ্র আর গৌরব পাইতে পারেন না, এক্ষণে এই সামান্য চন্দ্র থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই বা কি, এই ভাবিয়াই যেন রাহু চন্দ্রকে

গ্রাস করিলেন। জগদ্বাসীজনগণ চন্দ্রগ্রহণ দর্শনে হরি হরি ধ্বনিতে ভুবন পূর্ণ করিয়া ও বিবিধ দানাদি সৎকর্ম্মাচরণ করিয়াই যেন প্রভুর সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। কলিযুগ ধন্য হইল, জীবের সমুদয় অমঙ্গল বিদূরিত হইল, জগতে জীবের যথার্থ সুমঙ্গলপন্থা সুপরিষ্কৃত হইল।

আজ্ সেই ফাল্গুনীপূর্ণিমা পুণ্যতমা তিথি ৪১৫ বৎসরের নিজ অসীম সৌভাগ্য জগতে প্রচার করিতে আবার গৌড়ে উদিত হইয়াছেন। আজ্ আমাদের কলি পাপতাপ হরণ মন্ত্রদাতা শ্রীগৌরচন্দ্রের জন্মতিথি, নিদ্রিত জগতে স্তিমিত জ্যোতি বিকীরণ করিতে করিতে আবার দেখা দিয়াছেন, জীব! তোমার অসীম সৌভাগ্য নিদ্রায় হারাইতেছ, বর্ষে বর্ষে এই গৌর-পূর্ণিমা গৌড়ে আসিতেছেন, যাইতেছেন, একবার জাগরিত হইয়া দেখ, আজ্ কোন্ দিন! দেখ, তোমাকে এই দিন কি স্মরণ করাইতেছেন! আকাশে কত নক্ষত্রপুঞ্জ উঠিতেছে, ডুবিতেছে, নিদ্রাতুর মানব! কে তাহার সন্ধান লইতেছ। কিন্তু তথাপি তাহারা উঠিতেছে, আবার ডুবিতেছে, আপন কর্ত্তব্য করিতেছে; রাগ নাই, অভিমান নাই, নিয়মিতকালে আপন কার্য্য করিতেছে, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম। পূর্ণিমাদি তিথিও সেই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু এই ফাল্গুনীপূর্ণিমার একটু বিশেষ আছে, বিশেষটুকু যদি দেখিতে চাও, তবে জাগরিত হও দেখিবে সকল পূর্ণিমা কোন্ চন্দ্রের কিরণ বিকীরণ করিতেছে, আর এই ফাল্গুনীপূর্ণিমা কোন্ চন্দ্রের কিরণ বিকারণ করিতেছে। এমন স্নিগ্ধ, এমন হৃদয়ের পাপতাপনাশক কিরণ অন্য পূর্ণিমায় নাই, এ পূর্ণিমায় গৌড়ে শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয়। জাগরিত হও, দেখিতে পাইবে, হৃদয়ে হৃদয়ে আজ্ কি অপূর্ব্ব চন্দ্রের জ্যোতি বিকাশিত হইয়াছে। অধিক দিন নহে, এই মোটে ৪১৫ বৎসরের কথা, সেই নবদ্বীপ, জগন্নাথ-মিশ্রের প্রাঙ্গণকোণে নিম্ববৃক্ষের অন্তরালে কুটির খানি, যাহাতে অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ শচীমাতার পবিত্র ক্রোড় সুশোভিত করিয়া রহিয়াছেন, নদীয়া হরিনামের তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছে, দেবে নরে মিলিয়া হরি হরি বলিতেছে, অননুভূত প্রেমানন্দ অজ্ঞাতসারে যেন উছলিয়া পড়িতেছে, সে এই আমাদের গৌড়দেশে—অতিনিকটে—শ্রীনবদ্বীপে। আর আমরা সেই গৌড়-বাসী, সেই প্রভুকে যাঁহারা দেখিয়া নয়ন শীতল করিয়াছেন, তাঁহাদেরই পবিত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। একবার মনে করিয়া হৃদয়ে সেই ভাবটী

আনিয়া দেখ, কি দেখিতে পাও। আমাদের জন্যেই ভগবান্ ১৪০৭ শকে এই ফাল্গুনীপূর্ণিমায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আজ সেই দিন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল।

শ্রীমহাপ্রভুর কোষ্ঠীগণনা যথা—

৭	১১	১৮
১৫	১৬	৪
৩১	০	০
০	০	২৩

শাকে মুনি ব্যোম যুগেন্দু গণ্যে।
পুণ্যে তথা ফাল্গুনপৌর্ণমাস্যাম্॥
ত্রৈলোক্য ভাগ্যোদয় পুণ্যকীর্ত্তিঃ।
প্রভুঃ শচীমন্দিরমাবিরাসীৎ॥

শক নরপতেরতীতাব্দাঃ ১৪০৭ ফাল্গুনস্য ত্রয়োবিংশতিবাসরে সিংহলগ্নে রাহুগ্রস্তনিশাকরে উত্তরফাল্গুনী সিংহরাশৌ চন্দ্রে শ্রীমদ্বৃন্দাবনপুরন্দরঃ পুরন্দর-শচীমন্দিরমাবিরাসীৎ। ইতি।

চৈতন্যচরিতামৃতে, যথা—
চৌদ্দ শত সাত শকে মাস ফাল্গুন।

পৌর্ণমাসি সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ ॥
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাঁসে ত্রিভুবন ॥

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

বংশীলীলামৃতে, যথা—
বৈবস্বতমনোরষ্টাবিংশতিযুগসম্ভবে।
চতুর্দ্দশশতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষসমন্বিতে ॥
ফাল্গুনে মাসি সংপ্রাপ্তে ত্রয়োবিংশতিবাসরে।
দণ্ডাষ্টবিংশতেঃ পঞ্চপঞ্চাশৎ পলগে ক্ষণে ॥
পূর্ণেন্দৌ রাহুণা গ্রস্তে সন্ধ্যায়াং সিংহলগ্নকে।
নক্ষত্রে পূর্ব্বফল্গুন্যাং রাশৌ চ পশুরাজকে ॥
সর্ব্বসল্লক্ষণৈঃ পূর্ণে সপ্তমে বাসরে তথা।
মিশ্রপত্নী শচীগর্ব্ভাদুদিতো ভগবান্ হরিঃ ॥
কলাভিরেব সর্ব্বাভিঃ ক্ষীরোদাদিব চন্দ্রমাঃ।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৈবস্বতমন্বন্তরে অষ্টাবিংশযুগে ১৪০৭ শকে ২৩শে ফাল্গুন ২৮ দণ্ড ৫৫ পল সময়ে পূর্ণিমাতিথিতে, চন্দ্রগ্রহণকালে, সন্ধ্যায় সিংহলগ্নে, পূর্ব্বফাল্গুনীনক্ষত্রে, সিংহরাশিতে শনিবারে ভগবান্ হরি, ক্ষীরসমুদ্রোদ্ভুত সকল কলাসমন্বিত চন্দ্রমার ন্যায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পত্নী শচীদেবীর পবিত্র গর্ভসমুদ্র হইতে সকল কলায় পূর্ণ হইয়া পরিপূর্ণতমরূপে উদিত হইলেন।

এখনও সেই মন্বন্তর সেই যুগ বর্ত্তমান, কেবল ৪১৫ বৎসরমাত্র অতীত হইয়াছে, এই এত অল্প দিনের মধ্যেই সেই পতিতজনপাবন কলি হতজীব-বন্ধু প্রভুকে ভুলিয়া যাওয়া জীবের উচিত নহে।

সত্যে নৃসিংহাবতার, ত্রেতায় রামাবতার, দ্বাপরে কৃষ্ণাবতার যুগযুগান্তর গিয়াছে। সাধু বৈষ্ণবগণ ভক্তিপূর্ব্বক নৃসিংহচতুর্দ্দশী, রামনবমী, কৃষ্ণাষ্টমীর ব্রত উৎসবাদি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, এমন কি জনসাধারণ সকলেই এই সকল দিবসে ব্রত উৎসবাদি করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাবতার আমাদের অতি নিকট অবতার এবং আমাদের জন্যই অবতার, বিশেষ বঙ্গদেশের যদি কিছু গৌরব থাকে, সে শ্রীগৌরাঙ্গ। অতএব এই ফাল্গুনীপূর্ণিমা অপেক্ষা বাঙ্গালীর উৎসবের দিন আর নাই, উচিত বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে এই পবিত্র উৎসবের অনুষ্ঠান করা। বসন্তোৎসবে যেমন হিন্দুস্থানী নরনারী মাত্রেই উৎসবে উন্মত্ত হয়, সারদীয়া মহাপূজার সময় যেমন সমগ্র বাঙ্গালা উৎসবের আনন্দে ভাসিতে থাকে, গৌরপূর্ণিমায় ততোধিক সমগ্র জীবের উৎসবিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিৎ। জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতাদির যেমন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে, অনেকের বিশ্বাস "গৌরপূর্ণিমায় ব্রতাদি আচরণের সেরূপ কোন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা নাই, ইহা বৈষ্ণবগণের ব্যবহারিক নিয়ম।" ইহাই যদি গৌরপূর্ণিমার অনাদরের কারণ হয়, তাহা হইলে এরূপ বিশ্বাসী ব্যক্তি বৈষ্ণবশাস্ত্রে গৌরপূর্ণিমার ব্রতাচরণের কিরূপ ব্যবস্থা আছে, দেখুন।

শ্রীগৌরপূর্ণিমা ব্রতব্যবস্থা।

শ্রীবংশীলীলামৃতে, যথা—

গৌরজন্মতিথিং পুণ্যাং ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনীং।
প্রত্যব্দং পূজয়েদ্ভক্ত্যা কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং যথা॥
যে কুর্ব্বন্তি নরা ভক্ত্যা গৌরজন্মব্রতং পরং।
তে গচ্ছন্তি পরং ধাম সদানন্দময়ং হরেঃ॥
নাহ্বয়েন্নাস্তিকান্ কৌলান্ গৌরজন্মব্রতে ব্রতী॥

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রতি বৎসর কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ন্যায় ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী পবিত্রা গৌরজন্ম-তিথির ভক্তিপূর্ব্বক ব্রত ও উৎসবাদি দ্বারা পূজা করিবে। যে মনুষ্য এই পরমোৎকৃষ্ট গৌরজন্ম ব্রত ভক্তিপূর্ব্বক আচরণ করেন, তিনি সদানন্দময় হরির নিত্যধামে গমন করেন। ব্রতধারী উক্ত শ্রীগৌরজন্মব্রতে নাস্তিক ও কৌলকে আহ্বান করিবেন না।

কেহ কেহ বলেন শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তির এই ব্যবস্থা বাক্যে উপবাসের কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু তাহা নহে, স্পষ্টতঃ উপবাস ব্যবস্থা উহাতেই সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ "কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং যথা" এই বাক্যে ইহাই বলিয়াছেন যে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর যেরূপ বিধান শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ বিধানেই গৌরজন্ম তিথিতে উপবাসাদি ব্যবস্থেয় এবং "গৌরজন্ম ব্রতং পরং" এই বাক্যে ব্রতশব্দউল্লেখে উপবাস করিবার বিশেষ বিধি দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ব্রত বলিলে কি উপবাস বুঝায়? আমরা বলি বুঝায়! এ ব্রত কাম্য ফলসংক্রান্তি প্রভৃতি ব্রতের ন্যায় ব্রত নহে, ইহা বৈষ্ণবব্রত, বৈষ্ণব ব্রতের কিরূপ নিয়ম তাহা বৈষ্ণব গ্রন্থে জানিতে হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবস্মৃতি, ইহাই বৈষ্ণবের ব্যবস্থা গ্রন্থ, ইহাতে যে সকল তিথিকৃত্যকে ব্রত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার সকল গুলিতেই উপবাস বিহিত হইয়াছে। উপবাস বিহীন বৈষ্ণবব্রত নাই। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উপবাসের যে অনুরূপ অর্থ করা হইয়াছে, উহা গৌণার্থ ইহার মুখ্যার্থ অনশন। কারণ অনশন ব্যতীত ঐ সকল লক্ষণযুক্ত উপবাস ব্রত গ্রাহ্য নহে। তবে ঐ সকল লক্ষণ লিখিবার তাৎপর্য্য এই, ঐ সকল গুণযুক্ত না হইলে কেবল মাত্র অনশন দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম ও চিত্তশুদ্ধি হয় না অতএব বৃথা তর্কাদি কেবল ভক্তি প্রতিকূল ব্যবহার, ইহাতে বহির্ম্মুখত্ব ব্যতীত অন্য সুফল কিছুই নাই। "আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা" ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের নাম উত্তমা ভক্তি নিশ্চিত হইয়াছে। অতএব প্রতিকূল তর্ক কেবল ভক্তির ব্যভিচার মাত্র। গৌরব্রত শাস্ত্র সঙ্গত বটে কি না, ইহা কোন্ শাস্ত্র দ্বারা জানিতে চাহেন? পুরাণাদিতে ইহার ব্যবস্থা হইতে পারে না। ভাবী অবতারাদির বিষয় পূর্ব্ববর্ত্তিব্যবস্থাপকগণ প্রকাশ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণাবতারকথা অনেক প্রাচীন শাস্ত্রে নাই, তবে কি তাহা অপ্রামাণ্য! লীলার সমকালবর্ত্তী পুরাণকার শ্রীব্যাসদেব এবং সমকালবর্ত্তী মুনিগণ ইহা

শাস্ত্রে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তখন প্রকাশ করেন নাই, লীলার অপ্রকটাবস্থায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ব্যবস্থা সকলে শিরোধার্য্য করিয়াছেন, করিতেছেন। শ্রীগৌরাবতার কালে যাঁহারা সিদ্ধভক্ত ও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ছিলেন, অবতার কথা এবং এ অবতার সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাদি সংগ্রহের তৎকালে তাঁহারাই ঋষি, তাঁহাদের বাক্যই পুরাণ, তাঁহাদের ব্যবস্থাই সংহিতা, তাঁহারাই এ অবতারের ব্যাস, তাঁহাদের বাক্যই ব্যাসবাক্য, ইহাতে সন্দেহ কি? এ সন্দেহ কেবল অমঙ্গলের হেতু। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্রকারগণের বাক্যে বিশ্বাস রাখিবেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি সমকালবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ যাহা প্রভুর প্রকটাবস্থানুরোধে গুঢ়ভাবে রাখিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তিগণ তাহাই প্রকাশ করিয়া সর্ব্বজন মঙ্গলপন্থা সুপরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আর তর্কাদি কি? পৌরাণিক প্রমাণের অপেক্ষা কি? প্রামাণ্য বৈষ্ণবশাস্ত্রপ্রণেতাগণ পুরাণাদিশাস্ত্র প্রণেতাদিগের অপেক্ষা অল্প শক্তি নহেন। অতএব উল্লিখিত প্রমাণ আর্ষ নহে বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কৃত শ্রীমদ্ভাগবতাদির টীকা যখন পুরাণতুল্য মান্য তখন তাঁহার প্রণীত বৈষ্ণবশাস্ত্রও সর্ব্বত্র প্রামাণ্য। পুরাণাদিশাস্ত্র এবং গোস্বামীশাস্ত্র সমভাবে সমাজে আদরণীয়, বরং বৈষ্ণবসমাজে গোস্বামীকৃত ভক্তিশাস্ত্রই অধিক প্রামাণ্য। বৈষ্ণবের যাবতীয় নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া গোস্বামীশাস্ত্রানুমোদিত মতানুসারেই হইয়া থাকে অতএব গোস্বামীসাম্প্রদায়িকগণের গৌরপূর্ণিমাব্রতপালন নিত্য ব্যবস্থেয়। যদি কেহ বলেন "এ ব্রতসম্বন্ধে কোন প্রকার গোস্বামীবাক্য নাই" সে সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি গোস্বামীবাক্যে গুঢ়ভাবে এ ব্রতের ব্যবস্থা আছে, প্রভুর প্রকটাবস্থানুরোধে প্রকাশ্যভাবে লিখিত হয় নাই। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যথা—

ঊর্জ্জাদরবিশেষেণ যাত্রা জন্মদিনাদিষু।

বিশেষরূপে কার্ত্তিকমাসে নিয়মাদি গ্রহণ। এবং যথোক্ত বিধানে জন্মদিনাদিতে যাত্রা পালন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থে জন্মদিন ব্রত নিয়ম দ্রষ্টব্য। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীমুখের উপদেশ লিখিয়াছেন, যথা—

কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লইয়া ভক্তগণ॥

এই দুইটি প্রমাণে জন্মোৎসবাদি ব্যবস্থা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা ভগবানের সমুদয় আবির্ভাব তিথিকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে যে কেবল রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ ও বামন, ইহাঁদের আবির্ভাব দিনেই ব্রতোপবাস ব্যবস্থেয়, আর গৌরাবির্ভাব তিথিতে ব্রতোপবাস ব্যবস্থা নাই, ইহা কিরূপে সঙ্গত বলিতে পারা যায়, কারণ—

"যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।"

অতএব এখানে যুক্তির সাহায্য লইয়া দেখুন যখন ভগবানের সকল লীলামূর্ত্তির আবির্ভাব দিনে ব্রতবিহিত হইয়াছে, তখন শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি পুণ্যতমা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ব্রতোপবাস অবশ্যই বিহিত। শ্রীগৌরাবতার শাস্ত্র সঙ্গত বলিয়া যখন পণ্ডিতগণ মান্য করিয়াছেন, তখন শ্রীগৌরপূর্ণিমাব্রতও সহস্রবার মান্য। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া মানেন, শ্রীগৌরজন্ম-ব্রত তাঁহাদের অবশ্য পালনীয়, ইহাতে সংশয় নাই। তবে যাঁহারা শ্রীগৌরাবতার স্বীকার করেন না, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনই বক্তব্য নাই, কেন না "নাহ্বয়েন্নাস্তিকান্ কৌলান্ গৌরজন্ম ব্রতে ব্রতী" এই বাক্যে নাস্তিকদের যখন শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তি মহাশয় বর্জ্জন করিয়াছেন তখন আমরাও করিলাম, এই সকল ব্রত ব্যবস্থা কি আমরা শ্রীপাদ গোস্বামী শিষ্যগণের সম্বন্ধে বলিতেছি, অন্যের ইহাতে তর্ক করিবার অধিকার নাই, তবে অন্য সাম্প্রদায়িকগণ যদি এই মহাব্রত আচরণ করেন, তাহা মঙ্গলের হেতু সন্দেহ নাই। শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবৎ গ্রন্থে শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথির কি গৌরব করিয়াছেন, দেখুন।

জন্মযাত্রা মহোৎসব নিশায় গ্রহণে।
আনন্দে করেন কেহ মর্ম্ম নাহি জানে॥
চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনীপূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা॥

পরম পবিত্র তিথি ভক্তিস্বরূপিণী।
যহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির শিষ্য শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিত শ্রীনরোত্তম-বিলাস গ্রন্থের সপ্তমবিলাসে শ্রীগৌরপূর্ণিমা মহোৎসবে সকল মহান্তগণ ব্রতোপবাসে উৎসবাদি করিয়াছিলেন, ইহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীনরোত্তম প্রভুর প্রাঙ্গণে শ্রীফাল্গুনীপূর্ণিমায় মহামহোৎসব আয়োজিত হয়। প্রথমেই শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, তদনন্তর শ্রীনরোত্তম প্রভুর কীর্ত্তন প্রকাশ, মধ্যাহ্নে জন্মমহোৎসব, সন্ধ্যায় আরতি সংকীর্ত্তন, তাহার পর শ্রীমহাপ্রভুর জন্ম-মহোৎসব, যথা—

সকল মহান্ত স্থির হৈতে সন্ধ্যা হৈল।
প্রভুর আরতি দেখি নেত্র জুড়াইল॥
কতক্ষণ মত্ত হৈয়া শ্রীনাম কীর্ত্তনে।
পুনঃ সবে বসিলেন প্রভুর প্রাঙ্গণে॥
প্রভুজন্মতিথি অভিষেকাদি বিধান।
করিলেন আচার্য্য হইয়া সমাধান॥
সকল মহান্ত অতি আনন্দ অন্তরে।
গৌরাঙ্গের জন্মগীত গায় মৃদুস্বরে॥
বাজে ঝাঁজ মৃদঙ্গ পরম রসায়ন।
কেহ কেহ করে নৃত্য ভুবনমোহন॥
গীত নৃত্য বাদ্যের উপমা নাহি দিতে।
যে আনন্দ হৈল তাহা কে পারে বলিতে॥
ঐছে প্রেমাবেশে সবে রাত্রি গোঁয়াইলা।
রজনী প্রভাতে সবে প্রাতঃক্রিয়া কৈলা॥ ইত্যাদি।

শ্রীনরোত্তমবিলাস।

এই প্রকার নৃত্যগীতাদি মহোৎসবে দিবা রজনী অতিবাহিত করিয়া পর দিন অন্ন মহোৎসব হইয়া উৎসব সমাপন। প্রাচীনগণের শ্রীগৌরপূর্ণিমায় যে আচার, প্রাচীন বৈষ্ণবেতিহাসে দেখা যায়, ভক্ত বৈষ্ণবগণ সেই সকল প্রভুপার্ষদ ও সিদ্ধ মহান্তগণের আচার গ্রহণ না করিয়া, কার অনুকরণে এমন পবিত্র ব্রতের অনাদর করেন? এই নরোত্তম প্রাঙ্গণে প্রায় সমুদয় প্রভুসন্তান ও প্রভুপার্ষদগণ সমবেত হইয়াছিলেন, অতএব এই প্রমাণ সমুদয় বৈষ্ণবমাত্রেরই গ্রহণীয়। এমন কি এই পবিত্র ব্রত ব্যক্তিমাত্রেরই গ্রহণীয়, কেন না শ্রীগৌরচন্দ্র সকল সম্প্রদায়ের যুগাবতার ও যুগধর্ম্ম প্রচারক গুরু, উপাস্য, বন্ধু ও পরিত্রাতা। তাঁহার ব্রতপালনে সকলেই অধিকারী।

শুনা যায় কোন কোন সিদ্ধ শ্রীপাটে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসব দিনে ভোগ-মহোৎসবের স্রোত আছে। যদিও এরূপ কোন স্থানে থাকে, থাকুক, সাধকের তাহাতে বিচলিত হওয়া অনুচিত। কারণ, সিদ্ধগণের সকল আচার সাধকের গ্রহণীয় নহে, সিদ্ধ ভক্তগণ সর্ব্বদা প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া থাকেন, বিধি-নিষেধের দিকে তাঁহাদের তত লক্ষ্য থাকে না, কিন্তু সাধককে তাহা লক্ষ্য রাখিতে হয়, নতুবা অপরাধ হয়। যখন প্রাচীন মহাপুরুষগণের ব্যবস্থা উপবাস করিতে, যখন শ্রীনরোত্তমপ্রাঙ্গণে সর্ব্বদেশীয় সকল মহান্তগণ, শ্রীপ্রভু-সন্তানগণ, শ্রীপ্রভুপার্ষদগণ সমবেত হইয়া শ্রীগৌরপূর্ণিমায় নিরম্বু ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ ভূরি ভাগবতগণের আচরিত ব্রত ও প্রসিদ্ধ ব্যবস্থা, সাধক বৈষ্ণবের কদাপি ত্যাজ্য নহে। কোন সিদ্ধ ভক্ত যদি এই ব্রতে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, করুন, আমাদের মত ক্ষুদ্র সাধকের তাঁহাদের সম ব্যবহার সঙ্গত নহে। কারণ, এই ব্রতের ফলশ্রুতি ভক্তি এবং পরমানন্দ ধাম প্রাপ্তি। যাঁহারা ভক্তির চরম ফল প্রেমানন্দ পাইয়াছেন, যাঁহারা সিদ্ধ দেহে নিত্যলীলার রসাস্বাদে বিভোর থাকেন, তাঁহারা ভক্তি উপার্জ্জন করিয়া সারবস্তু লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যে সাধনভক্তি আচরণ করেন, তাহা কেবল লোকশিক্ষার্থ। অতএব না করিলেও তাঁহাদের ক্ষতি নাই, কিন্তু আমরা ভক্তির দরিদ্র, কোথায় ভক্তি পাইব, কে আমাদের এ পরমধন দিবে, ইহাই আমাদের সাধন। ভক্তি লাভের জন্য আমরা কত কত কার্য্য করিতে পারি, ভক্তি লাভের জন্য শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাব দিনে,—আহা! যিনি আমাদের এই পরমধন ভক্তিলাভের সদুপায় দেখাইয়াছেন,

সেই প্রভুর আবির্ভাব দিনে একটী উপবাস করিতে পারিব না, তাহার আবার ব্যবস্থা খুজিব ? আমরা গোস্বামিপাদের শিষ্য বৈষ্ণবশাস্ত্রই আমাদের জীবন, আমরা গোস্বামিপাদবাক্যে বিশুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিতে পারি, সেই গোস্বামিগণের প্রবর্ত্তক, সেই গোস্বামিগণের নিত্য-পূজার সামগ্রী, সেই গোস্বামিগণের প্রাণ প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাব দিনে ব্রতব্যবস্থা লইয়া বিচার করিব ? এতদূর অধঃপতন আমাদের ঘটিয়াছে ? যে তিথিতে শ্রীভগবান্ লোকলোচনের গোচর হন, সেই তিথি অক্ষয় ফল-সাধিকা, সে তিথিতে ব্রতোপবাসাদি ভগবৎপ্রীতিজনক কার্য্য করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়, সে ফল কেবল তাঁহাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি, ইহা ভিন্ন বৈষ্ণবের অন্য কামনা নাই। এই অনন্ত ফললাভের জন্য আমরা যখন নৃসিংহচতুর্দ্দশীতে ব্রত করি, বামনদ্বাদশীতে ব্রত করি, শ্রীরামনবমীতে ব্রত করি, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে ব্রত করি, তখন যে শ্রীগৌরপূর্ণিমাব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা আবার গোস্বামিশিষ্যগণকে বলিয়া দিবে কে ? ইহা তাঁহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি। অতএব আর অধিক কি বলিব, যিনি শ্রীপাদ গোস্বামিশিষ্য, তিনি আমার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় তিথি ফাল্গুনীপূর্ণিমায় ব্রত করিবেন। অন্যথা গৌরহেলন মহাপাপে দগ্ধ হইয়া প্রেমরত্ন লাভে বঞ্চিত হইবেন। ইহা নিশ্চয় নিশ্চয় জানিবেন। এ বিষয়ে আর কিছু বক্তব্য নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে কেবল বৈষ্ণবগণেরই উপাস্য, যথার্থ বলিতে হইলে ইহা বলা যায় না, তাঁহাকে সার্ব্বভৌমিক উপাস্য বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত। যেহেতু তিনি এই কলিযুগের যুগাবতার এবং যুগধর্ম্মপ্রচারক পরমগুরু, অতএব হে বন্ধুগণ! তোমরা যে কোন জাতিই হও, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হও, যে কোন দেবতার উপাসকই হও, শ্রীগৌরজন্মোৎসবে ব্রত পূজা উৎসবাদি করা সকলেরই উচিত। ইহাতে মতভেদ নাই, যখন নামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বসাম্প্রদায়িক যুগধর্ম্ম, তখন তৎপ্রচারক ভগবান্ গৌরচন্দ্র সকলেরই যুগাবতার বলিয়া পূজনীয়। সকলেরই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, কেন না, সেই প্রভু সকলকেই সমান দয়া করিয়া, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া স্বপ্রচারিত যুগধর্ম্ম হরিনামসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে সমান অধিকারী করিয়াছেন, কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। তিনি তোমাদের নিকট কিছুই প্রত্যাশা করেন না, পূর্ণকাম ভগবান্ কেবল জীবের কাতররোদনে অবতার গ্রহণ করিয়া ভূত

ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিবিধ জীবের বিপদুদ্ধারপথ প্রকাশিত করেন, তুমি তাঁহার উপাসনা করিবে, তাঁহার কোন হিত করিবার জন্য নহে বা দয়া করিয়া নহে, সে তোমার নিজের কর্ত্তব্যরূপ জীবধর্ম্মপালন এবং নিজ বিপন্মুক্তির উপায় করিবে মাত্র। কলিপাপকলুষিত দুর্ব্বল চলচিত্ত জীবের তিনিই একমাত্র বন্ধু। হে মানব! এই ভয়ঙ্কর সংসার আবর্ত্তে পতনাপেক্ষা আমাদের আর কি বিপদ হইতে পারে! আমরা যাহা নূতন বলিয়া মনে করি, তাহা ইহারই উপসর্গ, মূলরোগ সংসার। এ বিপদের সময় যদি তাঁহাকে না ডাকিবে, তবে ডাকিবে কবে? মনুষ্য সহজাবস্থায় থাকিলে বিপদ্‌কালে আত্মোদ্ধারের নানা প্রকার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু বন্ধনাবস্থায় নিকটবর্ত্তী বন্ধু যদি কেহ থাকেন, তাঁহাকে ডাকা ভিন্ন আর কি হইতে পারে, আমাদের নিকটবর্ত্তী বন্ধু যদি কেহ থাকেন, তবে সেই গৌরাঙ্গ। কেন না প্রাণ খুলিয়া নাম লইয়া ডাকিলে তাঁহাকে আমরা অতি সহজেই পাই। শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের পরও শ্রীনরোত্তমপ্রাঙ্গণে হরিনাম সংকীর্ত্তনে সপার্ষদে শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যবিলাস ভক্তগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। হৃদয়চৈতন্য, নদীকূলে শ্রীপ্রভুর জন্মোৎসবে যে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করাইয়াছিলেন, সেই কীর্ত্তনমণ্ডলীর মধ্যভাগে শ্রীগৌরচন্দ্রের নৃত্যবিলাস কোন কোন ভক্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসগ্রন্থে এ সকল বিবরণ সুবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। আমরা দুর্ভাগ্য জীব, তাদৃক্ প্রেমচক্ষু আমাদের নাই, কিন্তু শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনে যে শ্রীগৌরচন্দ্রের আবেশ হয়, তাহা ভাগ্যবান্ ভক্তমাত্রেই বুঝিতে পারেন; নহিলে এরূপ উন্মত্তভাবে মানুষ সহজাবস্থায় নাচিতে পারে না। সভ্য ভব্য ব্যক্তিগণও নামসংকীর্ত্তনের তরঙ্গে পড়িয়া যেন উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া থাকেন। সাধন ব্যতিরেকে আকস্মিক প্রেমাবেশ শ্রীগৌরচন্দ্র ব্যতীত জীবে জীবে আর কে দেখাইতে সমর্থ! যিনি শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী বালিকা নারায়ণীকেও কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদাইয়াছিলেন, এ শক্তি তাঁহারই। সংকীর্ত্তন যত সহজে প্রেমভক্তির পবিত্র ভাব ও ভগবৎকৃপা আনয়ন করিতে পারে, তেমন সামর্থ্য অন্য কোন সাধনেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সংকীর্ত্তন শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রদত্ত তাঁহারই আকর্ষক মহামন্ত্র। তাই বলিতেছি তিনি আমাদের নিকটবন্ধু, এই বিপদের সময়, দুরাশা বন্ধনে বদ্ধাবস্থায় আমাদের দ্বারা আর কি আত্মোদ্ধারের উপায় হইতে পারে? এ সময়

কেবল তাঁহার নাম লইয়া ডাক, প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাক—সাধ করিয়া কাঁদিতে হইবে না, নাম লইয়া ডাকিতে ডাকিতে আপনি ক্রন্দন আসিবে, ইহাই নামের শক্তি। হৃদয়ের সমুদয় ভালবাসাটুকু তাঁহাকে দিয়া ডাক, অপূর্ব্ব প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইয়া প্রেমাবতারের আবির্ভাব বুঝিতে পারিবে; সহস্র দুঃখযন্ত্রণা, শত শত দুশ্চিন্তা বৃশ্চিক দংশন, ক্ষণমাত্রে বিস্মৃত হইয়া শান্তির সুধাময় হিল্লোলে ভাসিতে থাকিবে। কলিজীব! ইহা অপেক্ষা প্রভুর দয়ার আর কি পরীক্ষা চাও? এমন প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞ হইতে কি কাহারও বলিয়া দেওয়া উচিত? ইহা মনুষ্যের স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি হওয়া আবশুক। এই ফাল্গুনীপূর্ণিমা সেই প্রভুর অবতার দিন, বহু সৌভাগ্যে এমন দিন পাইয়া শক্তি থাকিতে ব্রত উৎসবাদি করিয়া কৃতার্থ হওয়া কি আমাদের উচিত নয়! ইহা কি আমাদের পরম পরমার্থ নয়! নিতান্ত পশুপ্রকৃতি ব্যতীত কোন্ হৃদয়বান্ মনুষ্য এ কথা অস্বীকার করিবেন! শ্রীগৌরপার্ষদগণ মধ্যে শ্রীবাসাদি শত শত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহাত্মা, শ্রীভগবান্ বলিয়া যাঁহাকে পূজা করিয়াছেন, শ্রীরূপ সনাতন অপেক্ষা উচ্চপদস্থ রাজনীতিজ্ঞ সুপণ্ডিত ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি কে! প্রতাপরুদ্রের মত কোন্ রাজা বাহাদুর মহারাজ বাহাদুর আছেন! ইঁহারা যাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি বৈদান্তিকগণ স্যাসি চূড়ামণি অদ্বিতীয় পণ্ডিত প্রবোধানন্দ প্রভৃতি, যাঁহাকে প্রথম অজ্ঞান চক্ষুতে দেখিয়া পরে না জানি প্রভুর কি মহিমা দেখিয়াছিলেন, যাহা তাঁহাদের শ্লোকাবলীতে এখনও জ্বলন্ত প্রমাণ দিতেছে এবং আধুনিক মহামহোপাধ্যায় গণ বহু তর্কের পর তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ও পূর্ণতম অবতার বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছেন। ইহাতেও যে সকল ব্যক্তি বালুকাপ্রক্ষেপে সমুদ্রপূরণাভিপ্রায়বৎ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তায় তর্কবাদ প্রক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বিকারগ্রস্ত রোগী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে! তাই শতবার সহস্রবার উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি, আত্মহিতকামী মানবগণ, কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরচন্দ্রে প্রপন্ন হও, তিনিই আমাদের গতি। এই ফাল্গুনীপূর্ণিমা তাঁহার জন্মতিথি, এই পবিত্র দিনে তিনি আমাদের জন্য প্রকট হইয়াছিলেন, এই পরমানন্দময় জন্মোৎসবে সকলে দেশে দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে মহামহোৎসব করিয়া

কৃতার্থ হও, ধন্য হও, মুক্ত হও। জগতের সমগ্র অমঙ্গল বিদূরিত হইয়া শান্তিসুধা প্রবাহ প্রবাহিত হউক।

নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যমেকং
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃতব্রহ্মসূত্রৈঃ॥ ইত্যাদি।

এই ভক্তিরত্নাকরোক্ত শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক তত্ত্বরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং শ্রীনরোত্তম প্রভু পদাবলীতে লিখিয়াছেন। যথা—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত পরমানন্দ,
তিন প্রভু এক প্রাণ মন।
ইথে ভেদ বুদ্ধি যার, সেই যায় ছারে খার,
তার হয় নরকে গমন॥ ইত্যাদি।

যখন এই তিন প্রভুতে ভেদ জ্ঞান করিলে নরক হয়, তখন শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথির ন্যায় ইঁহাদের আবির্ভাব তিথিতেও ব্রতোপবাস কর্ত্তব্য, নতুবা ভিন্নভাব হয়, শ্রীপাদ বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার বিশেষ প্রমাণ দিয়াছেন। যথা—

নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুন পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্ব যাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব শুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবের সেই মত তিথির চরিত্র॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

ইতি প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যবিগ্রহত্ব ও গৌরলীলার নিত্যত্ব।

বৈষ্ণবশাস্ত্র, বৈষ্ণবধর্ম্ম, বৈষ্ণবভজন এবং বৈষ্ণবমন সম্পূর্ণ নাস্তিকতা-বাদপরিশূন্য, অভ্রান্ত ও সদ্বিশ্বাসী। অবতারাদি সম্বন্ধে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সকল সিদ্ধান্তের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত। পূর্ব্বে একরূপ ছিলেন, অবতার-কালে অন্যরূপ হইয়াছিলেন, আবার অবতারান্তে সেই পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এরূপ খণ্ড বিশ্বাস বৈষ্ণবহৃদয়ে স্থান পায় না। তাঁহাদের বিশ্বাস অখণ্ড। এই জন্যই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রেমভক্তির উচ্চ সিংহাসনে অবস্থিত। নিরাকার ব্রহ্ম, সাধকের হিতের জন্য সাকার হন, কার্য্যান্তে আবার সেই নিরাকার সেই নিরাকার (১)। সহস্রবৎসর রূপ চিন্তা কর, সাধনবলে অভীষ্টরূপে প্রত্যক্ষ কর, কিন্তু অন্তে সেই নিরাকার আর নির্ব্বাণ। জানিতেছি যাহা নাই, তবে নিতান্ত কাঁদাকাটির দায়ে পড়িয়া একবার না হয় অভীষ্টরূপে দেখা দিতে পারেন, আবার দেখিতে দেখিতে মিশিয়া যান, যেন স্বপ্নের কল্পিত মূর্ত্তি, পাইতে চাহিলে সেই নিরাকার ও নির্ব্বাণ। এরূপ খণ্ড বিশ্বাসী সাধকের সাধ্য সাকার মূর্ত্তিতে কি প্রেম হইতে পারে? মৃতবৎসার ক্ষণজীবী সন্তান কি যথার্থ সুখের হয়? যাঁহার আকার নাই বলিয়াই সাধকের বিশ্বাস, তাঁহার আকার চিন্তায় কি সাধকের শান্তি হয়? এইরূপ আত্মবঞ্চিত সাধকই বলিয়া থাকেন—

> মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধিনী।
> স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥

যাঁহারা যে বস্তুর আস্বাদ জানেন না, তাঁহারা সে বস্তুর মর্য্যাদা ও মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন না। এই জন্য নির্ব্বাণ-নিষ্ঠমনে সাকারে সুদৃঢ়

---

(১) সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। সুতরাং বৈষ্ণবমত ভিন্ন এই সকল মত প্রেমহীন, তবে অন্য মতে যদি কেহ প্রেমী ভক্ত থাকেন, তাঁহার মত বৈষ্ণবমতের অনুকূল ও অনুরূপ সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈষ্ণবমত এইরূপ খণ্ডবিশ্বাস দোষে দূষিত নহে বলিয়াই তাঁহারা প্রেমী ভক্ত। তাই তাঁহারা নিজ প্রভুর নাম লইয়া, গুণ গাইয়া, লীলা স্মরণ করিয়া, প্রেমের কান্দনে কাঁদিয়া আকুল হন। নিজের সুখ দুঃখ দূরে রাখিয়া, নিজ উপাস্য মূর্ত্তির সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারেন, তাঁহাদের উপাস্য ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তি, নিত্যলীলাময়, ভক্তবৎসল। তাঁহাদের সেই প্রেমে বাঁধা প্রভুর রূপবিপর্য্যয় নাই, গুণ-বিপর্য্যয় নাই, ধামবিপর্য্যয় নাই। তাঁহাদের নিত্যপ্রভুর লীলায় অনিত্য গন্ধ নাই (১)। তাঁহারা যে বস্তুর আস্বাদ করেন, তাহা এরূপ অসার নহে যে, ক্রমে নিরস হইয়া পরিশেষে নিরাকার হইয়া যাইবে। তাঁহাদের আস্বাদ্য বস্তুর মধুররস উত্তরোত্তর সুমধুর ও নিত্য। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যেমন অন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করেন না, অভ্রান্তদর্শী বৈষ্ণবেরাও তদ্রূপ খণ্ডবাদ গণ্য করেন না। তাঁহারা বলেন—

এই রসলীলা নিত্য, নিত্য করি জানে।
সেই জন পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥
যেই লীলা সেই নিত্য ইথে নাহি আন।
প্রকটাপ্রকট মাত্র লীলার বিধান ॥

কর্ণানন্দ।

তথাহি।
প্রকটাপ্রকটে নিত্যং তথৈব বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনং ॥

গোচারণ বয়স্যাদি সঙ্গে লীলাগণ।
নিত্যলীলায় মাত্র নাই অসুর মারণ ॥

---

(১) নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ।
নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্যসুখানুভূঃ ॥ লঘুভাগবতামৃতম্।

নিত্যলীলায় লীলায় এই ভেদ মাত্র।
তোমারে কহিনু ইহা পরম পবিত্র॥

কর্ণানন্দ।

রামচন্দ্র কবিরাজ বীরহাম্বীর রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবি যদুনন্দন দাস কর্ণানন্দে শ্রীজীবগোস্বামিকৃত গোপালচম্পূ মতে ইহা লিখিয়াছেন। অন্যান্য গোস্বামিকৃত বহু গ্রন্থেও ইহা বিশেষরূপে মীমাংসিত হইয়াছে।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে, যথা—
প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলাসেয়ং দ্বিধোচ্যতে॥ ১॥
তথাহি।
সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি॥ ২॥
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে।
সহৈব স্ব পরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ॥ ৩॥
কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা।
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ॥ ৪॥
প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলাপ্রকটা স্মৃতা।
অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ॥ ৫॥
তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ।
গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ সাঙ্গিনঃ॥ ৬॥
যাস্তত্র তত্রাপ্রকটাস্তত্রতত্রৈব সন্তিতাঃ॥ ৭॥

প্রকট অপ্রকটভেদে লীলা দুই প্রকার। ১। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল নিজ অনন্তস্বরূপ প্রকাশ দ্বারা স্বীয়লীলা ও স্বকীয় লীলাপরিকরগণের সহিত প্রকাশ পান। ২। সেই অনন্ত প্রকাশ সকলের কোন এক স্বরূপ মূর্ত্তিতে স্বীয় লীলাপরিকরগণের সহিত ভগবান্ হরি কোন সময় ইহ জগতের মধ্যে জন্মাদি লীলা গ্রহণ করেন অর্থাৎ লোকলোচনে প্রকট হন্। ৩। তৎকালে

তাঁহার সেই লীলাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের ভাবানুরূপভাবে তাঁহার পরিকরগণকেও বিভাবিত করেন। ৪। প্রপঞ্চের গোচর যে লীলা, তাহাকে প্রকটালীলা কহে। আর সেইরূপ লীলাই যাহা প্রপঞ্চের অগোচর তাহাকে অপ্রকটা লীলা কহে। ৫। প্রভেদ এই প্রকটলীলায় শ্রীহরির গোকুল, মথুরা, দ্বারিকা, এই ধামত্রয়ে গমনাগমন হয়। ৬। অপ্রকট লীলায় তাহা হয় না, যে ধামের যে লীলা প্রসিদ্ধা তাহা সেই সেই ধামেই হইয়া থাকে। ৭। ইহার দ্বারা শ্রীগোকুল, মথুরা, দ্বারিকা, এই ধামত্রয়ের নিত্যত্ব এবং ধামানুরূপ মূর্ত্তি, পরিকর ও লীলার নিত্যত্ব স্থাপিত হইল। কোন কোন শাস্ত্রে প্রকটলীলান্তে লীলাপরিকরগণসহ ভগবানের অন্য বৈভবধামে গমন শুনা যায়, ইহার অন্য তাৎপর্য্য আছে। নিত্যলীলার কোন সময়েই ভঙ্গ নাই, যথা—

ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্।
কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতং॥
প্রেষ্ঠেভ্যোঽপি প্রিয়তমৈর্জনৈর্গোকুলবাসিভিঃ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ॥

লঘুভাগবতামৃতং।

ব্রজেশ অর্থাৎ শ্রীনন্দাদির অংশভূত দ্রোণবসু প্রভৃতি যাঁহারা প্রকটলীলা-রম্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সম্প্রতি বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিলেন। (এস্থানে সম্প্রতি শব্দের ব্যবহারে, পরে তাঁহাদের গোলোকাদি ধাম প্রাপ্তির ভাবী সূচনা বুঝাইয়াছে) এবং যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই অন্য ধামে যাইলেন, এই ভাবার্থেই নিত্যপরিকরগণের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য দেখান হইয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবনে প্রিয়তম হইতেও প্রিয়তম গোকুলবাসীজন অর্থাৎ নিত্যব্রজপরিকরগণের সহিত বিহার করি-তেছেন। এই শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনধামের ও ব্রজপরিকরগণের এবং ব্রজলীলার নিত্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রন্থকর্ত্তা মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীরূপ গোস্বামির বাক্য পুরাণাদি শাস্ত্রাপেক্ষাও প্রামাণ্য, যেহেতু এই নিত্যব্রজবিহার লীলা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ। তাঁহার লঘুভাগবতামৃতের একটি শ্লোকেই ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্‌ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্‌ বৃন্দাবনান্তরে॥

লঘুভাগবতামৃতং।

কোন কোন ভাগবতোত্তম প্রেমবৈবশ্যাবস্থায় "অদ্যাপি কৃষ্ণ বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন" দেখিতে পান। শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বৈষ্ণব ইতিহাসে ইহার বহুল প্রমাণ দেখা যায়। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ উক্ত শ্লোকের দৃঢ়তার জন্য পুনশ্চ লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

যস্য পারিষদাদীনামপ্যুক্তা নিত্যমূর্ত্তিতা।
তস্যেশ্বরেশিতুর্নিত্যমূর্ত্তিত্বে কা বিচিত্রতা॥

লঘুভাগবতামৃতং।

পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণেরও যখন নিত্যমূর্ত্তিতা কথিত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের অভীষ্ট ও উপাস্য ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যমূর্ত্তি সম্বন্ধে আশ্চর্য্যের কথা কি! অতএব শ্রীবৃন্দাবনে এখনও যে প্রকটালীলার ন্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের সখ্য-বাৎসল্য-মাধুর্য্যময়ী অপ্রকটালীলা হইতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষ এই সকল শ্লোকের যিনি বক্তা, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রধানা মঞ্জরী। তিনি যে শাস্ত্র প্রমাণে ইহা বুঝাইতেছেন, তাহা কেবল অজ্ঞজনের বোধের নিমিত্ত। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তির ইহাতে বিচার্য্য কিছুই নাই, ইহা অবিচারিত চিত্তে বিশ্বাস্য। দ্বারকালীলারও এইরূপ নিত্যত্ব লঘুভাগবতামৃতে স্থাপিত হইয়াছে, যথা—

দেবাদ্যংশাবতরণে যেতু বৃষ্ণিষ্ববাতরন্‌।
ক্ষীরাব্ধিশায়িরূপৈস্তৈঃ সার্দ্ধং স্বপদমাপ্নুয়াৎ॥
নিত্যলীলাপরিকরা যে ত্ব্যর্যদুবরাদয়ঃ।
তৈঃ সার্দ্ধং ভগবান্‌ কৃষ্ণোদ্বার্বত্যামেব দীব্যতি॥

লঘুভাগবতামৃতং।

কৃষ্ণাবতারকালে যে সকল দেবগণ বৃষ্ণিকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুর সহিত তাঁহারা স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন। নিত্যলীলা-

পরিকর যাদবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতী ধামে নিত্য বিহার করিতেছেন, এ সম্বন্ধে অধিক বিস্তার করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে, সংশয়ী ব্যক্তিগণ গোপালচম্পু, লঘুভাগবতামৃত, গোবিন্দলীলামৃত, সনৎকুমার তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত মিমাংসা দেখিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন।

শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারাবতী প্রভৃতি যেমন নিত্যধাম এবং এই সকল নিত্যধামে যেমন শ্রীকৃষ্ণ নিত্যপরিকর সহ নিত্য অপ্রকটলীলা করিতেছেন, শ্রীনবদ্বীপ, একচক্রা ও শান্তিপুরও তদ্রূপ নিত্যধাম। এই সকল নিত্যধামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতচন্দ্র নিত্যপরিকরগণ সহ নিত্য অপ্রকটলীলা করিতেছেন, যথা—

নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্যমেক
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃতং ব্রহ্মসূত্রৈঃ।
নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা
ভাতং নিত্যে ধাম্নি নিত্যং ভজামঃ॥

ভক্তিরত্নাকর।

শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীচৈতন্য একতত্ত্ব, নিত্য ব্রাহ্মণবিগ্রহ, নিত্য ভক্ত ও নিত্যা ভক্তিদেবীর সহিত নিত্যধামে নিত্য বিরাজিত। এই শ্লোকে শ্রীপ্রভুদ্বয় ও শ্রীমহাপ্রভুর নিত্যবিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে এবং সেই নিত্যদেহ নিত্যই যজ্ঞসূত্রে শোভিত, ইহাতে সেই মূর্ত্তি প্রকটমূর্ত্তির অভিন্ন, ইহা বলা হইয়াছে। আর নিত্যভক্ত ও নিত্যা ভক্তিদেবীর সহিত নিত্যধামে বিরাজিত বলায়, শ্রীনবদ্বীপধাম ও শ্রীনবদ্বীপলীলার নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর যেন ইহার সত্যতার ও প্রত্যক্ষতার সাক্ষ্য দিয়াই কহিতেছেন, যথা—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥

শ্রীচৈতন্যভাগবৎ।

যখন যখন ভগবান্ অবতীর্ণ হন, তখন তখনই তাঁহার এক একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হয়, কিন্তু বাস্তব তাহা নূতন বা কল্পিত নহে। তাঁহার

সকল মূর্ত্তিই পুরাতন ও নিত্য। প্রাভব, বৈভব, পরাবস্থ ও স্বয়ংরূপ, এই-রূপ ভেদে ঐ সকল মূর্ত্তি চারি প্রকার। মোহিনী, হংস, শুক্ল প্রভৃতি মূর্ত্তি গুলির নাম প্রাভব, ইহাঁরা অচিরস্থায়ী, কার্য্যাবসানেই অন্তর্হিত হন, আর পৃথক্ সত্ত্বা থাকে না। দ্বিতীয়প্রাভব ধন্বন্তরী, ঋষভ ও ব্যাসাদি, ইহাঁরা শাস্ত্র-কর্ত্তা মুনিতুল্য। বৈভবমূর্ত্তি গুলি নিত্য, সুতরাং তাহা বহু বহু উপাসকগণের উপাস্য, এই মূর্ত্তির সংখ্যা একবিংশতি। যথা—কূর্ম্ম, মৎস্য, নরসখা নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ এবং প্রলম্বঘ্ন বলদেব, এই সপ্ত ও যজ্ঞাদি চতুর্দ্দশ-মন্বন্তরাবতার, এই একবিংশতিটি বৈভব মূর্ত্তি, ইহার মধ্যে বরাহাদি ছয়টি পরাবস্থ মূর্ত্তির সমান। শ্রীনৃসিংহ, শ্রীদাশরথীরাম এবং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, ইহাঁরা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরাবস্থ অর্থাৎ পূর্ণমূর্ত্তি। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রূপ, শ্রীনন্দনন্দনের প্রকাশ স্বরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গও স্বয়ং রূপ বলিয়া তত্ত্বজ্ঞগণ স্বীকার করিয়াছেন। পরাবস্থসম কূর্ম্মাদি ছয় মূর্ত্তির ছয়টি নির্দ্দিষ্ট লোক অর্থাৎ স্থান আছে। যথা—কূর্ম্মরূপী হরির স্থান মহা-তলে, মৎস্যরূপী হরির স্থান রসাতলে। নৃবরাহের স্থান মহর্লোকে, যজ্ঞ-বরাহের স্থান পাতালে, তলাতলে হয়শীর্ষ এবং পৃশ্নিগর্ভ জনলোকে বসতি করেন। শ্রীকৃষ্ণের যে যে ধামে নিত্য স্থিতি, শ্রীবলদেবেরও সেই সেই স্থানে নিত্য স্থিতি লিখিত হইয়াছে। যজ্ঞাদি চতুর্দ্দশমন্বন্তরাবতারেরও পৃথক্ পৃথক্ লোক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর গ্রন্থ প্রমাণে লঘুভাগবতা-মৃত গ্রন্থে এই সকল ধামের বিশেষ বিবরণ আছে এবং মহাবৈকুণ্ঠেও ইহাঁদের নিত্য-চিন্ময় বিগ্রহ সকল বিরাজিত আছে, ইহা পদ্মপুরাণের উক্তি। জনলোক ও মহাবৈকুণ্ঠ শ্রীনৃসিংহের স্থান। মহাবৈকুণ্ঠের প্রকোষ্ঠ বিশেষ শ্রীঅযোধ্যা নাম্নী পুরী এবং ভারতবর্ষে মধ্যপ্রদেশে অযোধ্যাপুরী শ্রীরামচন্দ্রের স্থান। এই সকল মূর্ত্তির উপাসকগণ এই সকল স্থানে গতি প্রাপ্ত হন, ইহা শাস্ত্র সম্মত এবং যুক্তি সঙ্গত সন্দেহ নাই। কারণ এরূপ না হইলে "যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" এই গীতানির্দ্দিষ্ট ভগবৎপ্রতিজ্ঞা অন্যথা হয়। অতএব যাহারা যে মূর্ত্তির একান্ত ভক্ত, যে লীলায় একান্ত অনুরক্ত, শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে ভাবানুরূপ সেই সেই ধামে সেই সেই মূর্ত্তিতে ভাবনানুরূপ লীলাময় হইয়া আনন্দ প্রদান করিতেছেন, ইহা অতি সত্য অতি সত্য, ইহাই তাঁহার একান্তী ভক্তের অবলম্বন, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণেরও নিত্য ধাম সকল নিরূপিত হইয়াছে, যথা—

যস্য বাস পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থানচতুষ্টয়ে।
ব্রজে মধুপুরে দ্বারবত্যাং গোলোক এব চ॥

লঘুভাগবতামৃতং।

পুরাণাদিশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের চারিটি ধাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—ব্রজ (বৃন্দাবন) মধুপুর (মথুরা) দ্বারবতী (দ্বারিকা) এবং গোলোক। ভাবভেদে ভক্তগণ এই সকল ধামে গতি প্রাপ্ত হন্। মথুরাদি ধামত্রয় বৈধীভক্তিগম্য কিন্তু শ্রীব্রজগতি লাভ করিতে হইলে রাগানুগা ভক্তির আশ্রয় লইতে হয়। শ্রীগৌরচন্দ্র এই রাগভক্তি জীবের গোচর করিবার জন্য শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইলেন, স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে তাহার সাধন শিখাইলেন, ভাগ্যবান্ জীবগণ তাঁহার আদর্শ অনুকরণ করিয়া সেই সুদুর্ল্লভা ভক্তি অনায়াসে লাভ করিল এবং বুঝিল এই ভক্তিলাভের সহজ উপায় এই রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গপদাশ্রয়। শ্রীভগবান্ যখন ভক্তের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গরূপ প্রকট করিলেন, ভক্তও তখন তাঁহাতেই সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্পণ করিলেন। ভক্তবৎসল স্বভক্তকে আচার্য্যরূপে নিজ ধ্যান, মন্ত্র ও উপাসনা জানাইলেন, ভক্তও উপাস্যরূপে তাঁহাতেই সর্ব্বচিত্তবৃত্তি নিযুক্ত করিয়া একান্ত গৌরগত প্রাণ হইলেন, গৌরলীলার মধুরিমায় মুগ্ধ হইয়া লুব্ধচিত্তে তাহাই প্রাপ্তির লালসা করিতে লাগিলেন। অহো! ইহা কি বিচিত্র! শ্রীলীলার ইহাই মহীয়সী শক্তি যে, শুনিতে শুনিতে তাঁহাতে অত্যাশক্তি উৎপন্ন হয়, সুতরাং শ্রীগৌরচন্দ্রই তাঁহাদের একমাত্র গতি হইলেন। যদি সকল অবতারের সকল ভক্ত ভাবানুরূপ গতি লাভ করে, তবে গৌরাবতারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি গীতার সেই "যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে" প্রতিজ্ঞাটি ভুলিয়া যাইবেন? এই গৌরগত প্রাণ একান্ত ভক্তের গতি কি? প্রাপ্তি কি? স্থিতি কোথায়? আনন্দ কি? ইহা কি তিনি গৌরাবতার কালে ভাবেন নাই? যে সকল ভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ বই জানেন না, তাঁহারা অন্য ধামে যাইবেন কেন?—মনুষ্য প্রতারক হইতে পারে, কিন্তু ভগবানে তাহা সম্ভবে না! তাই আমার প্রাণপ্রভু অনন্তকাল হইতে, সেই সকল ভক্তের জন্য নিত্য নবদ্বীপধামে, নিত্য গৌরবিগ্রহে, নিত্য নদীয়া লীলায় হাট পাতিয়া রাখিয়াছেন। যখন তাঁহার সকল মূর্ত্তিই পুরাতন, কেবল প্রকটাপ্রকট ভেদমাত্র, তখন সেই

পুরাণাদি শাস্ত্রসম্মত শ্রীগৌরমূর্তিও সেই এক প্রমাণের অন্তর্ভূক্ত সন্দেহ নাই, কারণ গৌরাবতার শাস্ত্রসিদ্ধ হওয়ায়, ধাম, বিগ্রহ, লীলার নিত্যত্বও শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ ইহা নিশ্চিত। পদ্মপুরাণ কি লিখিয়াছেন, দেখ।]

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশীকাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতীচৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

পদ্মপুরাণ।

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী (উজ্জয়িনী), দ্বারাবতী এই সপ্তপুরী মোক্ষদায়িকা। এই সপ্তপুরীর অন্তর্গত মায়াপুরীই শ্রীনবদ্বীপ, যথা—

ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহু শ্রীনবদ্বীপধামকং।
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজ জাহ্নবীতটে॥
শিবপঞ্চস্থিতং শক্তিসহিতং ভক্তিভূষিতং।
অন্তর্মধ্যাদি নবধা দ্বীপ দিব্যমনোহরং॥
তৎপঞ্চযোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশষোড়শং।
মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহং॥

শ্রীপদ্ধতি প্রদীপ।

মহর্ষিগণও শ্রীনবদ্বীপধামকে ধ্যানযোগ্য কহিয়া থাকেন। এই ধাম শ্রীবৃন্দাবনের প্রকাশস্বরূপ নিত্য জাহ্নবীকূলে অবস্থিত। এই ধামে শক্তি সহিত পঞ্চ শিবলিঙ্গ বিরাজিত এবং ইহাতে অন্ত, মধ্য ও আদিক্রমে নবধা ভক্তি ভূষিত মনোহর নয়টি দ্বীপ আছে। এই ক্ষেত্রের বিস্তার কেহ বিংশতি ক্রোশ, কেহ ষোড়শ ক্রোশ কহেন। ইহার মধ্যস্থলে মায়াপুর, যেখানে ভগবদ্ধাম বিরাজিত রহিয়াছে। এই পুরী নিত্য অর্থাৎ দাহ, প্রলয়, বর্জ্জিত, চিন্ময় ধাম। শ্রীমথুরাদি ধামের ন্যায় জীবের মোক্ষের হেতু এবং ভক্তগণের পরমগতিস্বরূপ। ব্রজ, মধুপুর, দ্বারাবতী, গোলোক এই চারিটি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম। তন্মধ্যে ব্রজধাম দুই প্রকার, গোপীব্রজ ও ভক্তিব্রজ। গোপীব্রজ শ্রীবৃন্দাবন, ভক্তিব্রজ শ্রীনবদ্বীপ। শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রকাশ

মূর্ত্তি, শ্রীনবদ্বীপ তদ্রূপ শ্রীবৃন্দাবনের প্রকাশ। উভয় মূর্ত্তি অভিন্নতার ন্যায় উভয় ধামও অভিন্ন। গোপীগণের সহিত বিহার করেন বলিয়া শ্রীবৃন্দাবন গোপীব্রজ। ভক্তিদেবীর সহিত বিহার করেন বলিয়া শ্রীনবদ্বীপ ভক্তিব্রজ, যথা—

শ্রীনবদ্বীপমানন্দবর্দ্ধনং সর্ব্বসম্পদং।
ব্রহ্মাদি-বন্দিতং নিত্যং নবধা ভক্তিভূষিতং॥

শ্রীপদ্ধতি প্রদীপ।

শ্রীনবদ্বীপধাম প্রেমানন্দ বর্দ্ধন সকল সম্পদযুক্ত, ব্রহ্মাদিরও বন্দিত, নিত্য এবং নবধা ভক্তিভূষণে ভূষিত। যেমন রাগাত্মিকা ভক্তির বিলাস ব্রজধামে, তেমনি রাগানুগা ভক্তির বিলাস স্থান শ্রীনবদ্বীপ অতএব ইহা ভক্তির প্রথম সোপান, ইহা হইতে দ্বিতীয় সোপান গোপীব্রজে গতি হয়। এই জন্য শ্রীমায়াপুরী ভক্তিব্রজ নাম পাইয়াছেন।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ ও গৌরসম্বাদে গৌরপ্রতি
অচ্যুতবাক্য যথা—

ভক্তিব্রজ ছারি আইলি গোপীব্রজধামে।
ভক্তিব্রজে যাবি কি না মজিবি গোপীপ্রেমে॥

*   *   *   *

যদ্যপি শ্রীগোপীব্রজ নিত্যানন্দময়।
তার উত্তমাঙ্গ সেই ভক্তিব্রজ হয়॥

শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীনবদ্বীপকে ভক্তিব্রজ বলিয়াছেন অতএব আমরাও বলিলাম। এই ভক্তিব্রজ শ্রীনবদ্বীপ চিন্ময় নিত্যধাম, এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্য গৌরবিগ্রহে নিত্যলীলা করেন, অতএব ইহা নিত্য বৃন্দাবনের প্রকাশ।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং যথা—
রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দবনমিতি যমাহুর্ব্বহুবিদো
যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে।

সিতদ্বীপং প্রাহুঃ পরমপি পরব্যোম জগতু-
র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জয়তি পরমানন্দ গরিমা॥
তস্মিন্ বাসমুরী চকার নৃহরির্বিশ্বম্ভরাখ্যং দধৎ
তচ্চেষ্টা বসতী সমস্তজগতাং বাসোঽপি তত্রাভবৎ।
তৈ সাকং মহতী হরেরনুগুণাকারাঽপি লীলাভবদ্
যদ্বাসীজ্জগতাং মনোঽপি পরমানন্দায় শন্দং যতঃ॥

স্ব স্ব ভাবানুরূপ অনুভবানুসারে যাঁহাকে কেহ কেহ গোলোক, কেহ বা সিতদ্বীপ, কেহ বা পরব্যোম কহিলেও বহুদর্শী রসজ্ঞ ভক্তগণ যাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবন বলিয়াই বর্ণন করেন, সেই পরমানন্দের গৌরবভূমি শ্রীনবদ্বীপের জয় হউক। কারণ সেই ধামে নৃহরি বিশ্বম্ভর নাম ধারণ করিয়া নিত্য বাস করিতেছেন। সমস্ত জগতের সেই স্থানে বসতির চেষ্টা, কেননা সেই ধামবাসীগণের সহিত তিনি সেখানে স্বয়ংরূপ হইয়াও ভক্তগণের সহিত হরির অনুগুণাকার অর্থাৎ হরির প্রত্যেক গুণ ও আকৃতির অনুরূপ লীলা করিয়া থাকেন। সেই ধামে নিখিল জগতের বাসও হইতে পারে, কেননা তাহা চিন্ময় ধাম। সেখানে নিখিল জগতের মন পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়, কেহই নিরানন্দ হয় না, যেহেতু সেই ধাম মঙ্গলময়। এই শ্লোকে ধামের নিত্যতা, মূর্ত্তি ও লীলার নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীবৈষ্ণবাচারদর্পণে, যথা—

শ্রীগৌরদেশে সুরদীর্ঘিকায়াস্তীরেঽতিরম্যে পুরপুণ্যময্যা।
লসন্তমানন্দভরেণ নিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।
যস্মৈ পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ কেচিচ্চ গোলোক ইতীরয়ন্তি।
বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজ্জ্ঞাস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।
যঃ সর্ব্বদিক্ষু স্ফুরিতৈঃ সুশীতৈর্নানাদ্রুমৈঃ সূপবনৈঃ পরীতঃ।
শ্রীগৌরমধ্যাহ্ন বিহারপাত্রৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥
শ্রীস্বর্ণদী যত্র বিহারভূমিঃ সুবর্ণসোপান-নিবদ্ধতীরা।

ব্যাপ্তোর্ম্মিভির্গৌর বগাঁহরূপৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।
মহান্ত্যনন্তানি গুহানি যত্র স্ফুরন্তি হৈম্মানি মনোহরাণি।
প্রত্যালয়ং যঃ শ্রয়তে সদা শ্রীস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।
বিদ্যাদয়াক্ষান্তিমুখৈঃ সমস্তৈঃ সদ্ভিগু ণৈর্যত্র জনাঃ প্রপন্নাঃ।
সংস্তূয়মানা ঋষি দেবসিদ্ধৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।
যস্যান্তরে মিশ্রপুরন্দরস্য সানন্দসাম্যৈকপদং নিবাসঃ।
শ্রীগৌরজন্মাদিকলীলয়াঢ্যস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।
গৌরো ভ্রমন্ যত্র হরিঃ স্বভক্তৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রেমভরেণ সর্ব্বং।
নিমজ্জয়ত্যুৎপুলতুন্মদাব্ধৌ তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি।
এতন্নবদ্বীপবিচিন্তনাঢ্যং পদ্যাষ্টকং প্রীতমনাঃ পঠেদ্যঃ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দনপাদপদ্মে সুদুর্ল্লভং প্রেম সমাপ্নুয়াৎ সঃ।

শ্রীগৌরদেশে পরিপূর্ণ পুণ্যময়ী গঙ্গার অতি রমণীয় কূলে পূর্ণানন্দে দেদীপ্যমান নিত্য শ্রীনবদ্বীপ ধাম স্মরণ করি। যাঁহাকে কেহ পরব্যোম, কেহ গোলোক বলিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীগৌরভক্তগণ যাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনের প্রকাশ বলিয়া থাকেন, যে নবদ্বীপের সর্ব্বত্র পল্লবাঙ্কুরিত সুশীতল ছায়া বিশিষ্ট নানাবৃক্ষ পরিশোভিত উপবন সকল শোভা পাইতেছে, যাহাতে শ্রীগৌরচন্দ্র মধ্যাহ্নকালে বিহার করেন, সেই শ্রীনবদ্বীপ স্মরণ করি। শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের বিহারভূমি গঙ্গাতীর সুবর্ণ সোপাননিবদ্ধ এবং শ্রীগৌরচন্দ্রের অবগাহনলীলায় গঙ্গাজল তরঙ্গময়। যে নবদ্বীপের অনন্ত সুবৃহৎ গৃহ সকল স্বর্ণময় মনোহর উজ্জ্বল এবং সর্ব্বদা লক্ষ্মীদেবীর নিবাস স্বরূপ। যাহার অধিবাসীগণ বিদ্যা, দয়া, ক্ষান্তি প্রভৃতি সদ্গুণের আশ্রয়। ঋষিগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ যে ধামের স্তব করেন, যাহার মধ্যভাগে সানন্দসাম্যের একমাত্র পদস্বরূপ শ্রীমিশ্রপুরন্দরের শ্রীগৌরজন্মাদি লীলাযুক্ত বসতিস্থল যে স্থানে শ্রীগৌরহরি স্বভক্তগণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বজনকে সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমভরে নিজ লাবণ্যামৃতে মগ্ন করাইতেছেন, সেই শ্রীনবদ্বীপ আমি স্মরণ করি। শ্রীনবদ্বীপ স্মরণরূপ এই পদ্যাষ্টক যিনি প্রীতমনে পাঠ করেন, তিনি

শ্রীশচীনন্দন পাদপদ্মে দুর্ল্লভ প্রেম লাভ করেন, এই অষ্টকটিতে যে নবদ্বীপ ধামের বর্ণন হইয়াছে, ইহা প্রপঞ্চ গোচর নহে ; কারণ প্রপঞ্চ গোচর স্থানের এরূপ বর্ণন সম্ভবে না, এবং প্রথম শ্লোকে "নিত্যং" এই বিশেষণযুক্ত হওয়ায় ইহাতে নিত্যনবদ্বীপ, নিত্যলীলা ও নিত্যবিগ্রহত্ব পরিস্ফুটরূপে প্রমাণ করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং যথা—

ফুল্লশ্রীদ্রুমবল্লী তল্লজলসত্তীরা তরঙ্গাবলী-
রম্যা মন্দমরুন্মরালজলজশ্রেণীষু ভৃঙ্গাস্পদং।
সদ্রত্নাঞ্চিততীর্থদিব্যনিবহা শ্রীগৌরপাদাম্বুজ-
ধূলিধূষরিতাঙ্গভাবনিচিতা গঙ্গাস্তি যা পাবনী।
তস্যাস্তীরসুরম্যহেমসুরসা মধ্যে লসচ্ছ্রীনব-
দ্বীপো ভাতি সুমঙ্গলো মধুরিপোরানন্দবন্যো মহান্।
নানাপুষ্পফলাঢ্যবৃক্ষলতিকারম্যো মহৎসেবিতো
নানাবর্ণবিহঙ্গমালি নিনদৈর্হৃৎকর্ণহারী হি যঃ।
তন্মধ্যে দ্বিজভব্যলোকনিকরাগারাণি রম্যাঙ্গণ-
মারামোপবনানিমধ্যবিলসদ্বেদী বিহারাস্পদং।
সদ্ভক্তিপ্রভয়া বিরাজিতমহদ্ভক্তালি নিত্যোৎসবং
প্রত্যাগারমঘারিমূর্ত্তি সুমহৎ ভাতীহ যৎ পত্তনং।
তন্মধ্যে রবিকান্তিনিন্দিকনকপ্রাকারসত্তোরণং
শ্রীনারায়ণগেহমগ্রবিলসৎ সংনর্ত্তনপ্রাঙ্গণং।
লক্ষ্ম্যন্তঃপুরপাকভোগশয়নশ্রীচন্দ্রশালং পুরং
যদ্গৌরাঙ্গহরের্বিভাতি সুখদং স্বানন্দসংবৃংহিতং।
তন্মধ্যে নবচূড়রত্নকলসং বজ্রেন্দ্ররত্নান্তরা
মুক্তাদামবিচিত্ররহেমপটলং সদ্ভক্তিরত্নাচিতং।
বেদদ্বারসদষ্টমৃষ্টমণিরুট্ শোভাকবাটান্বিতং

সচ্চন্দ্রাতপ-পদ্মরাগবিধুরত্নালম্বিবন্মন্দিরং।
তন্মধ্যে মণিচিত্রহৈমরচিতমন্ত্রার্ণযন্ত্রাঙ্কিতে
ষট্‌কোণান্তরকর্ণিকারুশিখরশ্রীকেশরে সন্নিভে।
কূর্ম্মাকারমহিষ্ঠযোগমহসি শ্রীযোগপীঠেঽম্বুজ
আকাশাতপচন্দ্রপত্রবিমলে যদ্ভাতি সিংহাসনং।
পার্শ্বাধঃপদ্মপট্টীঘটিতহরিমণিস্তম্ভবৈদূর্য্যপৃষ্ঠং
চিত্রং ছাদাবলম্বিপ্রবরমণি-মহামৌক্তিকং কান্তিজালং।
তুলান্তশ্চীনচেলাসনমৃদুপল্লবপ্রান্তপৃষ্ঠোপধানং
স্বর্ণান্তশ্চিত্রমন্ত্রং বসুহরিচরণধ্যানগম্যাষ্টকোণং॥
সিংহাসনস্থ মধ্যে শ্রীগৌরকৃষ্ণং স্মরেত্ততঃ।
দক্ষিণে বলদেবং শ্রীগৌরসুন্দরবিগ্রহং॥
বামে গঙ্গাধরং দেবমানন্দশক্তিবিগ্রহং।
দেবস্যাগ্রে কর্ণিকায়ামদ্বৈতং বিশ্বপাবনং॥
তদ্দক্ষিণে ভক্তবর্য্যং শ্রীবাসং ছত্রহস্তকং।
চতুর্দ্দিক্ষু মহানন্দময়ং ভক্তগণং তথা॥

ভক্তগণের স্মরণরূপ ভজনানুকূল হইবে বলিয়া বৈষ্ণবাচারদর্পণপ্রণেতা শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংশ শ্রীপাদ নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কৃত এই ধ্যানের পদ্যানুবাদ এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল।

বৃন্দাবনধাম সম নবদ্বীপধাম।
যাহার স্মরণে সিদ্ধ হয় মনস্কাম॥
ধ্যান যথা শ্রীচৈতন্যার্চ্চনচন্দ্রিকাতে।
অতি মনোহর তাহা লিখি সংক্ষেপেতে॥
পতিতপাবনী সুরধুনী সুবেষ্টিত।
প্রফুল্লিত দ্রুমবল্লী তরুবিরাজিত॥

মন্দপবনেতে উঠে তরঙ্গ আবলি।
চতুর্ব্বিধ কমলে ঝঙ্কার করে অলি॥
হংস চক্রবাক পক্ষী মিলি ক্রীড়া করে।
পুলিনমণ্ডলি মধ্যে ঝলমল করে॥
নানারত্ন বিনির্ম্মিত বিচিত্র সোপান।
স্থল-জল-দ্বিজশব্দে হরে মনঃ প্রাণ॥
গৌরপাদাম্বুজ-ধূলিধূবরিত অঙ্গা।
নানাভাবাবলিযুক্তা শোভে দেবী গঙ্গা॥
তার তীরে সুন্দর সুবর্ণভূমি শোভে।
সুপ্রকাশ নবদ্বীপ মধ্যে মনঃ লোভে॥
শ্রীকৃষ্ণের সুমঙ্গল আনন্দের বন্যা।
তাহাতেই ব্যাপ্ত পুর নগরী সে ধন্যা॥
নানাপুষ্পফলে যুক্ত বৃক্ষলতা সব।
নানাবর্ণ বিহঙ্গালি ধ্বনির বৈভব॥
তার মধ্যে দ্বিজ ভব্যলোকের নিকর।
নিকেতন উপবন আরাম বিস্তর॥
তার মধ্যে বেদীশালা বিহারের স্থান।
যাহার স্মরণে ভক্ত হয়েন অজ্ঞান॥
শুদ্ধভক্তি প্রভাবে ত বিরাজিত সব।
ভক্তগণ গৃহে হয় আনন্দ উৎসব॥
প্রতি গৃহে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি যে শোভন।
উৎসবে আনন্দে সব করে উচ্চাটন॥
তার মধ্যে রবিকান্তি নিন্দে কান্তি যার।
তোরণ বন্ধন মালা সকলের সার॥

শ্রীনারায়ণ গৃহ অগ্রে সুশোভন।
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নর্ত্তনপ্রাঙ্গণ ॥
লক্ষ্মী অন্তঃপুর পাক-ভোগের আলয়।
শয়ন শ্রীচন্দ্রশালা পুর মণিময় ॥
গৌরাঙ্গের সুখদসানন্দ পরিষ্কৃত।
মধ্যে নবচূড়-রত্নঘট বিরাজিত ॥
হীরা হরিরত্নান্তর মন্দির বিরাজে।
মুক্তাদামলম্বি হেমপটল সুসাজে ॥
শুদ্ধভক্তি রত্নে বিনির্ম্মিত বেদদ্বার।
অষ্টমণিযুক্ত অষ্ট কবাট তাহার ॥
চন্দ্রাতপ মধ্যে পদ্ম কিবা শোভা করে।
মুক্তার ঝালর যাহা চতুর্দ্দিগে ধরে ॥
পদ্মরাগ বিধুরত্নে ভিত্তি সুশোভন।
তার মধ্যে মণিচিত্র হেমসিংহাসন ॥
মন্ত্রবর্ণ যন্ত্রান্বিত ষট্‌কোণ অন্তরে।
কর্ণিকার শেখর তুলনা শ্রীকেশরে ॥
কূর্ম্মাকার মহিষ্ঠ শ্রীযোগ-মহোৎসব।
যোগপীঠাম্বুজে সর্ব্বানন্দের উদ্ভব ॥
কোটিসূর্য্য হৈতে সিংহাসনের প্রকাশ।
কোটিচন্দ্রমার ন্যায় শীতল বিলাস ॥
দুই পার্শ্ব পদ্মরাগ মণিতে ঘটিত।
হরিন্মণিস্তম্ভ বৈদুর্য্য পৃষ্ঠে বিরাজিত ॥
চিত্রছাদালম্বি মণি মুক্তাকান্তি জাল।
তুলা অন্তে চীন-চেলাসন শোভে ভাল ॥

উড়ুপদ্মতুলপ্রান্ত শ্রেষ্ঠ উপাধান।
স্বর্ণান্ত চিত্রিত ধ্যানগম্য অষ্ট কোণ॥
তবে সিংহাসন মধ্যে গৌরকৃষ্ণ স্মরে।
দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র শোভা করে॥
বামে গদাধরানন্দ শক্তির স্বরূপ।
অগ্র কর্ণিকাতে শ্রীঅদ্বৈত ভক্তি ভূপ॥
পার্শ্বে ছত্রহস্ত ভক্তবর্য্য শ্রীশ্রীবাস।
চতুর্দ্দিকে মহানন্দ ভক্তের প্রকাশ॥

হে প্রিয় পাঠক! হে আমার প্রিয়তম স্বদেশ বন্ধুগণ! বুঝিলে ত! আমার প্রভু আমাদের জন্য একটি দাহ প্রলয়বর্জ্জিত নিত্যধামে নিত্যলীলার হাট পাতিয়া বসিয়া আছেন। এই প্রভুর বিষয় কিছু জানিতে হইলে বেদ, বেদান্ত, পুরাণাদি গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতে বিরত হও, তাহাতে তাঁহাকে খুজিয়া বাহির করা আমাদের কার্য্য নহে। কারণ তাঁহার নিকট কেহ লুকাইতে পারে না, ইহা যেমন তাঁহার এক অচিন্ত্যশক্তি, তিনি লুকাইলে তাঁহাকে কেহ খুজিয়া বাহির করিতে পারে না, ইহাও তাঁহার তেমনি একটি অচিন্ত্যশক্তি। দেখ, গোপীগণের অপেক্ষা তাঁহার প্রিয় আর কেহ নাই এবং তাঁহাদের অধিক সিদ্ধাও কেহ নাই, কিন্তু যখন ভগবান্ রাসে অন্তর্দ্ধান হইলেন, তখন গোপীগণ খুজিয়া তাঁহাকে ধরিতে পারেন নাই। ভগবৎ-শক্তিরূপিনী হইয়াও তাঁহার সেই অচিন্ত্যশক্তির নিকট পরাস্ত হইলেন, কিন্তু প্রেমের শক্তি কত দেখ, সেই গোপীগণ যখন যমুনাকূলে মিলিতা হইয়া প্রেম-বিহ্বলচিত্তে কাঁদিতে লাগিলেন, তখন ভগবান্ পরাজয় মানিয়া স্বয়ং আসিয়া ধরা দিলেন, অতএব তাঁহাকে প্রকাশ করিতে, চাই প্রেম। শ্রীপাদ গৌর-ভক্তপ্রাচীনগণ গোপীগণের ভাবে সেইরূপ প্রেমাশ্রু দ্বারা যাহা জানিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। এই জন্য ভক্তিশাস্ত্রপ্রণেতা গোস্বামী ও সিদ্ধভক্তগণের বাক্যেই এই নিত্যধামের নিত্যবিগ্রহ ও নিত্যলীলা জানিতে হয়, অন্যত্রে জানিবার উপায় নাই। কারণ—

তত্তৎ শ্রীভগবত্যেবং স্বরূপং ভূরিবিদ্যতে।

উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে ॥

লঘুভাগবতামৃতং।

শ্রীভগবানেতে ভূরি ভূরি অংশ তৎ স্বরূপ বিদ্যমান আছে, উপাসনার অনুসারে উপাসকে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
কৃতানুবাদ।

যে সকল ভক্ত যেরূপ ভাবের উপাসক, সেই সেই ভক্ত সেই সেই ভাবময় ধাম, সেই সেই ভাবময়ী মূর্ত্তি ও লীলা অনুভব করিয়া থাকেন। এই জন্যই সকল শাস্ত্র হইতে তাঁহার সকল মূর্ত্তি, সকল ধাম ও লীলা, জানা যায় না। তাহার প্রমাণ দেখ, কোন শাস্ত্র তাঁহাকে নিরাকার জ্যোতির্ম্ময় বলিয়াছেন, বৈকুণ্ঠের কোন কথাই বলেন নাই। কোন শাস্ত্র বৈকুণ্ঠধাম, নারায়ণমূর্ত্তি, জ্ঞানতত্ত্বাত্মিকা ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, গোলকের কোন কথা বলেন নাই, তবে কি তাহা অমূলক বলিতে হইবে? কোন শাস্ত্র বৃন্দাবনের প্রকটলীলা বলিয়াছেন, নিত্যলীলা বলেন নাই, তবে কি তাহা অশাস্ত্রীয়? কখনই অশাস্ত্রীয় নহে, শাস্ত্রীয়ও বটে, ভক্তগম্যও বটে। শ্রীব্রজলীলার নিত্যত্ব গোস্বামীগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বলেন নাই, যখন নিত্যলীলা স্থাপন করিয়াছেন, প্রাচীন শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়াই তাহা বুঝাইয়াছেন, তথাপি কি তাহা সকলে বুঝে? কেহ বুঝে, কেহ তর্ক করে কেন? ইহার কারণ গোস্বামীগণ যে চক্ষুতে শাস্ত্র দেখিয়াছেন, সে চক্ষু সকলের নাই, সে চক্ষু বড় দুর্ল্লভ, তাই সকলের তাহা উপলব্ধি হয় না। ইহার মূল কারণ যাঁহার যেমন উপাসনা, সাধনের পরিপাকে তাঁহার তেমন অনুভব হয়, অনুভবের ঘনত্ব বিশ্বাস, বিশ্বাসের ঘনত্ব গোচর। অতএব শ্রীগৌরচন্দ্রের নিত্য লীলা, নিত্য বিগ্রহ, নিত্য ধাম জানিতে হইলে, সাধকের সাধনগম্য বাক্যে জানিতে হয়। তাহাই শ্রদ্ধাসহকারে বিশ্বাস করিতে হয়! বিশ্বাস সংযুক্ত ভজন হইতে উহা সহজেই অনুভব হইয়া থাকে, আর্য্যশাস্ত্রাদি হইতে ইহা বাহির করিতে যে চক্ষু আবশ্যক, তাহা আমাদের নাই। যখন সাধনবলে আমরা সে চক্ষু পাইব, তখন সকল শাস্ত্রের পত্রে পত্রে নিত্য লীলা, নিত্য ধাম, নিত্য বিগ্রহ দেখিতে পাইব। অতএব আমার প্রিয়

পাঠকগণ যদি আমার গৌরাঙ্গসম্বন্ধে কিছু জানিতে চাও, ভক্তের হৃদয় ভেদ করিয়া যে প্রেমমাখা শাস্ত্র বাহির হইয়াছে, তাহাই অনুশীলন কর, বিশ্বাস সহকারে অনুশীলন কর, তর্কাদি করিও না।

শ্রীনরহরি ঠাকুরকৃত ভক্তিরত্নাকরে নিত্য লীলাসম্বন্ধে তিনটি উপাখ্যান আছে, নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম লিখিত হইল।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীনবদ্বীপ প্রবেশকালে গৌরশূন্য নদীয়া দেখিয়া শোকাবেগে মূর্চ্ছিত হইলেন,সহসা সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনিতে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। দেখিলেন, প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র সগণে সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন। সেই প্রেমধারা তেমনই বহিতেছে, সেই পুলক কণ্টকিত কদম্বকোরকতনু, সেই ধূলিধূষরিত স্বর্ণগৌরাঙ্গ অঙ্গ, ঘন ঘন আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িতেছেন, সেই হরি হরি ধ্বনি, খোল করতাল ধ্বনি, গগন ভেদিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে আচার্য্য প্রেমাবেশে আবার মূর্চ্ছিত হইলেন, শ্রীপ্রভু আচার্য্যকে গৌরলীলার নিত্যত্ব দেখাইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

আবার দ্বাপরে জতুগৃহদাহের পর যুধিষ্ঠির, জননী ও ভ্রাতৃগণের সহিত একচক্রা গ্রামে আসিয়া কিছু দিন রহিলেন। ভগবানের পরম কৃপাপাত্র রাজা একচক্রার স্বভাবসৌন্দর্য্য দেখিয়া বুঝিলেন, ইহা প্রভুর একটি নিত্য ধাম। স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দ বলরাম মূর্ত্তিতে রাজাকে দর্শন দিয়া ধাম-মাহাত্ম্য, শ্রীনবদ্বীপ মাহাত্ম্য, শ্রীগৌরলীলাতত্ত্ব কহিয়া তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্তি করিলেন।

ত্রেতাযুগে বনগমনকালে শ্রীরামচন্দ্র, জানকী ও লক্ষণ সহ নবদ্বীপে এক বটমূলে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীনবদ্বীপ বাহ্য দৃষ্টিতে বনময় ছিল। অদ্যাপি সেই বিশ্রামস্থলী রামবট নামে প্রসিদ্ধ আছে, ঐ স্থানে আসিয়া প্রভু শ্রীজানকীকে কীর্ত্তনবিলাস দেখাইয়াছিলেন, সেই নিত্য ধামে নিত্য ভক্তগণ সহিত প্রভুর অদ্ভুত নৃত্য, প্রেমের বিকার, হেমগৌর নিত্য ব্রাহ্মণ-বিগ্রহ দর্শনে জানকীও মোহিত হইয়াছিলেন। ভক্তসমাজে প্রামাণ্য শ্রীনর-হরি প্রণীত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হই-য়াছে। ভাষাগ্রন্থ বলিয়া উহা উপেক্ষার যোগ্য নহে, কেন না বৈষ্ণবশাস্ত্র সংস্কৃতই হউক বা সাধুগণানুমোদিত প্রভুপার্ষদগণের বর্ণিত ভাষাই হউক, কাহারও কপোল কল্পিত নহে। উহার সকল কথাই শাস্ত্রসম্মত এবং তাঁহা-

দের বর্ণিত বৈষ্ণব ইতিহাস ও ভগবল্লীলাদি সম্পূর্ণ সত্য ঘটনায় পরিপূর্ণ। কেন না তাঁহাদের মত অভ্রান্ত ধন্য পুরুষগণ কল্পনাপ্রসূত কোন কথা গ্রন্থস্থ করিবার অযোগ্য এবং সেই সকল ত্রিলোব ধন্য মহাপুরুষগণ কুসংস্কারাপন্ন মূর্খ নহেন।

তাঁহাদের বর্ণিত বিষয় বেদবৎ প্রামাণ্য এবং প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণের শিরোধার্য্য। এই সকল ভক্তিশাস্ত্র এবং বহু বহু সিদ্ধভক্ত ও শ্রীপাদগণের বর্ণিত অষ্টক, অষ্টকালীয় এবং শ্রীধাম মাহাত্ম্যসূচক শ্লোকপরম্পরায় গৌরলীলার নিত্যত্ব সুদৃঢ় প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভাগ্যবান্ ভক্তপুরুষগণ সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামে প্রভুর নিত্যলীলা স্মরণ করিয়া জীবন ধন্য করিতেছেন এবং অন্তে নিত্য দেহে সেই নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হইতেছেন।

সেই নিত্য লীলাভূমিঃ শ্রীনবদ্বীপ ধাম এই গৌড়দেশের মুকুটমণি, যাহাতে কনকগৌর নিত্যগৌরবিগ্রহ নিত্যভক্ত সঙ্গে নিত্য নিত্য বিলাস করিতেছেন। সেই নিত্যধাম আমাদের এই গৌড়দেশে, আমরা বহু সৌভাগ্যে, বহু সাধনে, সেই গৌড়ভূমিতে জন্ম লাভ করিয়াছি, অবশ্য আমাদের সুকৃতি আছে, নহিলে এমন পবিত্র দেশে নিত্যধামের অতি নিকটে স্থান পাইতাম না। এমন দেশে এমন জন্ম পাইয়া যদি আমরা আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝিতে না পারি, শ্রীগৌরগুণে উন্মত্ত হইতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের জন্ম নিতান্ত নিরর্থক। তাহা হইলে আমরা বঞ্চিত, নিতান্ত প্রতারিত। মায়ামুগ্ধ মন আমাদের, তাই আমরা আপন পুণ্যের পরিমাণ বুঝিতে পারিতেছি না, গঙ্গাতীরে বাস করিয়া যবনযন্ত্রোদ্ধৃত জলে স্নান পান সমাপন করিতেছি। করস্থিত স্পর্শমণি কাচের সহিত বিনিময় করিতেছি! ইহা অপেক্ষা দুঃখের—আক্ষেপের বিষয় কি আছে?

ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীগৌরোপাসনা নিত্যত্ব।

দুঃখীর দুঃখে মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেই তাঁহাকে যথার্থ সহৃদয় বলা যায় না। দুঃখীর দুঃখ মোচনে, কার্য্যতঃ যাঁহারা যত্ন ও সাহায্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত হৃদয়বান্ মনুষ্যপদবাচ্য। ধর্ম্ম ও ভগবদ্বিশ্বাস সম্বন্ধেও সেইরূপ মৌখিক বিশ্বাস কোনই কার্য্যকর নহে। উপাসক না হইলে উপাস্য বস্তুতে বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ভগবত্তাসম্বন্ধে বিশ্বাস এই নূতন নহে, তবে কালসহকারে জীবের দুর্ভাগ্য বশতঃ যাহা অজ্ঞতা মেঘে আচ্ছাদিত হইয়াছিল, অধুনা সেই লুপ্তপ্রায় সনাতনধর্ম্ম, ঈশ-প্রেরিত শক্তিধর কতিপয় মহাত্মার উত্তেজনায় ও উপদেশে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। অজ্ঞতা মেঘ ক্রমশই অন্তর্হিত হইতেছে মাত্র, এখনও সেই স্তিমিত বিশ্বাস সম্পূর্ণ প্রদীপ্ত হয় নাই। নিতান্ত দুর্ভাগ্য ব্যতীত আজ্ কাল্ প্রায় সকল প্রশস্ত হৃদয়েই শ্রীগৌর বিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, কিন্তু যথাযোগ্য কর্ত্তব্যানুষ্ঠানাভাবে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিতেছে না। এই কর্ত্তব্যানুষ্ঠান উপাস্য বস্তুর উপাসনা। সমাজের অনেক ব্যক্তিই গৌরোপাসনা কেন, প্রায় কোন উপাসনারই ধার ধারেন না। এরূপ ধনাশা বিশুষ্ক মরুপ্রায় হৃদয়ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস বীজ নিক্ষেপ কেবল অপচয় মাত্র। এমন কি বৈষ্ণবধর্ম্মোপাসকগণেরও অনেকের হৃদয় ভ্রান্তিজঞ্জালে সমাচ্ছন্ন। তাঁহারাও অনেকে শ্রীগৌরাঙ্গের পৃথক্ উপাসনার কর্ত্তব্যতা অনুধাবন করেন না, কিন্তু যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রতিষ্ঠিত গুরুপরম্পরানুগত শ্রীগৌরপ্রচারিত রাগানুগা প্রেমভক্তির সাধক, শ্রীগৌরোপাসনা ব্যতীত তাঁহাদের সে সাধনা নিতান্ত নিরর্থক। কেন না, শ্রীগৌরচন্দ্রপ্রদর্শিত রাগানুগত প্রেম, শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা ব্যতীত লভ্য নহে। এই জন্যই প্রাচীন সাধুগণানুমোদিত উপাসনা-পদ্ধতিতে অগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনাই স্বীকৃত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আমরা ইহাই বিবৃত করিব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে রাগানুগা ভক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয়

প্রদান আবশ্যক বোধে শ্রীরূপগোস্বামি প্রণীত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থাবলম্বনে কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। পাঠকগণ! ইহাতেই গৌরোপাসনার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

সাধকদেহে সেবা অর্থাৎ যথাবস্থিত বাহ্যদেহে বাহ্যপূজাদি দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির সেবা কর্ত্তব্য এবং সিদ্ধদেহে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত অভিমত সেবনোপযোগী সিদ্ধদেহে ব্রজভাবলাভেপ্সু হইয়া তদ্ভাবাঢ্য ব্রজজনানুসারে অর্থাৎ নিজ অভীষ্টভাবানুরূপ-ভাবাবিষ্ট ব্রজজনানুগত হইয়া মানসী সেবা করিবে।

"ব্রজলোকানুসারতঃ" ইহার তাৎপর্য্য ব্রজলীলাপরিকরগণের আচরিত আচরণ, কিন্তু এস্থলে ব্রজলোক, ব্রজবাসী নিত্যলীলাপরিকর গোপ গোপবালক বা গোপী নহেন। কারণ, সাধকদেহে সেই নিত্যসিদ্ধা রাগাত্মিকা ভক্তি অনুকরণীয়া নহে। ঐ নিত্য পরিকর ব্রজজন শ্রীগৌরপার্শ্বদরূপে যে রাগানুগা ভক্তির আচরণ করিয়াছেন, সাধকদেহে তাহাই অনুকরণীয়। অতএব শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত রাগানুগা ভক্তি লাভ করিতে হইলে, প্রথমে শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদগণের অনুগত হইয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পদবী ও পদ্ধতি অনুসারে রাগাত্মিকা ভক্তিলুব্ধ ভক্তগণের ভজন করা কর্ত্তব্য। অন্য ভক্ত অর্থাৎ ব্রজভাববিরোধী ভক্তের ইহাতে অধিকার নাই।

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

রাগাত্মিকাভক্তিনিষ্ঠ ব্রজজনের ভাব প্রাপ্তির নিমিত্ত লুব্ধচিত্ত ভক্তগণই রাগানুগাভক্তির অধিকারী। রাগাত্মিকাভক্তিনিষ্ঠ ব্রজজন, যথা—সখ্যে শ্রীদাম সুবলাদি, বাৎসল্যে যশোদা নন্দাদি, মাধুর্য্যে গোপবালকগণ, ইহাঁদের স্বাভাবিক ভাবের নামই রাগাত্মিকা ভক্তি। শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদগণের রাগানুগাভক্তি। এই রাগানুগাভক্তি সাধনভক্তির অন্তর্ভূত। অতএব

সাধকের সাধ্য, এই জন্যে সাধনলভ্যা রাগানুগা ভক্তি স্বাভাবিকী রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগত, যথা—

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুস্হৃতা যাসা রাগানুগোচ্যতে॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

ব্রজবাসী জনাদিতে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমানা যে ভক্তি তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। শ্রীল রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃতানুবাদ।

রাগানুগা ভক্তি যখন রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগত, তখন রাগানুগা ভক্তির সাধক রাগাত্মিকা ভক্তি সিদ্ধগণের অনুগত সন্দেহ নাই। প্রভুপার্ষদগণ লোকশিক্ষা নিমিত্ত রাগানুগা ভক্তি আচরণ করেন মাত্র। ফলতঃ তাঁহারাই রাগাত্মিকা ভক্তির মূল অধিকারী। কেন না তাঁহারাই ব্রজজন, ব্রজ ও নবদ্বীপে ইহাঁদের তুল্য অধিকার। নিত্যসিদ্ধ ভক্তবিগ্রহে ইহারা শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরলীলার্ণবে মগ্ন আছেন এবং স্বরূপে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত নিত্য বিলাস করিতেছেন, যথা—

এবং শ্রীনারদমুখাস্তিষ্ঠন্ত্যন্যেষু ধামসু।
তথাপি প্রভুনা সার্দ্ধং দিব্যন্তি প্রতি দেহবৎ॥
শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়চা।

এই প্রকার শ্রীনারদ প্রভৃতি নিত্য পরিকরগণ অভীষ্ট ধামে স্বরূপেই বর্ত্তমান আছেন, তথাপি প্রতিচ্ছায়ার ন্যায় ভক্তবিগ্রহে প্রভুর সহিত শ্রীনবদ্বীপে প্রকাশ পাইতেছেন। এইরূপ ব্রজবাসী নিত্যপরিকরগণও ব্রজ ও নবদ্বীপ উভয় ধামেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অতএব সাধনভক্তিপ্রসঙ্গে ব্রজজন বলিতে প্রভুপার্ষদগণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সাধকগণের ভাবসিদ্ধির নিমিত্ত ইহাঁদেরই অনুকরণ করা বিধেয়। ভাবসিদ্ধ না হইলে ভাবানুরূপ গতি লাভ হয় না। যথা—

কিন্তু যদযদ্ভক্তগণা যদযদ্ভাববিলাসিনঃ।
তত্তদ্ভাবানুসারেণ ব্রজে তেষামভূদ্গতিঃ॥

শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর করচা।

যে যে ভক্ত যে যে ভাবের আশ্রিত, তাঁহারা শ্রীনিত্যবৃন্দাবনে সেই সেই ভাবানুরূপা গতি লাভ করেন। কিন্তু কোন অজানিত পথে যাইতে হইলে, সেই পথের পথিক ভিন্ন অন্য পথের পথিক পথদর্শক হইতে পারে না। ব্রজগতি লাভ করিতে হইলে রাগপথে যাইতে হয়, রাগপথে যাইতে হইলে রাগপথের পথিকই তাহার পথদর্শক হইতে পারেন, অন্য পথের পথিক অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়ী গুরু সে পথের বৃত্তান্ত বলিয়া দিতে পারেন না। এই জন্য রাগভক্তিপ্রবর্ত্তক ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র, এই নিগূঢ় সাধনগম্য রাগপথ অব্যাহত রাখিবার জন্য রাগপান্থ গোস্বামী সম্প্রদায় সৃজন করিয়া গিয়াছেন, সেই গোস্বামী গুরুপরম্পরানুগত প্রণালী অনুসারে রাগপান্থগণ রাগপথজ্ঞ, গুরুর অনুগত হইয়া শ্রীব্রজগতি লাভ করিতেছেন। অতএব রাগানুগাভক্তিসাধককে শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ী গুরুর অনুগত হইয়া, তাঁহাদের প্রাচীন পদ্ধতি ক্রমে ভজন করিতে হয়। এবং রাগাত্মিকা ভক্তিনিষ্ঠ ব্রজজন শ্রীগৌরাবতারে গোস্বামী বা প্রভুপার্ষদরূপে যে ভাবে রাগানুগা ভক্তি আচরণ করিয়া পরবর্ত্তী সাধকের শিক্ষার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, ব্রজধামলিপ্সু সাধকের তাহাই অনুকরণীয়। তাঁহাদের অনুকরণ বা আদর্শ অনুসরণ করিতে হইলে, ইষ্টপূজার অগ্রে শ্রীগৌরোপাসনা স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ বিরুদ্ধাচরণ হয়। প্রভুপার্ষদগণ শ্রীগৌরার্চ্চন অগ্রে না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না, ইহা প্রসিদ্ধ। এবং পরবর্ত্তী সাধকগণ তাঁহাদের সেই পবিত্র প্রণালী অনুসারে ভজন করিয়াছেন, ইহাও প্রাচীন পদ্ধতি ও পদ্যাদি অনুশীলন করিলেই উত্তমরূপ বোধগম্য হয়। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের গুরুস্মরণপ্রণালী পদ্য একটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল, বিজ্ঞ পাঠকগণ এই অষ্টকেই প্রস্তাবিত বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাইবেন।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিনা বিরচিতং
শ্রীগুরোরষ্টকং। যথা—

সংসারদাবানললীঢ়লোক ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বং।

প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ১ ॥
মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তননৃত্যগীতবাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চকম্পাশ্রুতরঙ্গভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥২॥
শ্রীবিগ্রহারাধননিত্যনানাশৃঙ্গার তন্মন্দিরমার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং॥৩
চতুর্ব্বিধ শ্রীভগবৎপ্রসাদস্বাদ্বন্ন তৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥৪॥
শ্রীরাধিকামাধবয়োরপারমাধুর্য্যলীলাগুণরূপনাম্নাং।
প্রতিক্ষণাস্বাদনলোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৫ ॥
নিকুঞ্জযূনোরতিকেলিসিদ্ধ্যৈর্যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদক্ষাদতিবল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৬ ॥
সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তং যথাভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং॥৭॥
যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যদপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ং স্তুবন্ তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥৮॥
শ্রীমদ্গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈর্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রিয়ত্বাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবননাথ সাক্ষাৎ সেবৈব লভ্যা হ্যনিশন্তমেব ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিবিরচিত স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীগুরোরষ্টকং সমাপ্তং।

সংসার দাবানলগ্রস্ত লোক সকলের পরিত্রাণের নিমিত্ত যিনি নিবিড় করুণজলদস্বরূপ, সেই সকলকল্যাণগুণসমুদ্র শ্রীগুরুর চরণপদ্ম বন্দনা করি। ১। এই শ্লোকে তুরীয় গুরুতত্ত্বকে প্রণাম করিয়াছেন। কারণ, সাংসারীমাত্রের ত্রাণকারী বলায় গুরুর ব্যাপকরূপ বলা হইয়াছে।

শ্রীমহাপ্রভুর নৃত্যগীতবাদিত্রসমন্বিত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনরসে যাঁহার মন উন্মত্ত এবং যিনি সেই রসের তরঙ্গে তরঙ্গে রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু প্রভৃতি

সাত্ত্বিক বিকার ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবের চরণপদ্ম বন্দনা করি।২ এই শ্লোকে নিজ সিদ্ধগুরুর নিত্য গৌরপার্ষদত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রগুরু মহাপ্রভুর বহু পরবর্ত্তী। কেন না তিনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যানুশিষ্য। এখানে শ্রীমহাপ্রভুর নৃত্যাদি রসোন্মত্ত বলায়, শ্রীগৌরচন্দ্রের নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট সিদ্ধদেহ চিন্তা করা হইয়াছে। কিম্বা নিজগুরুর সাধকদেহের ভজনানন্দ চিন্তা করা হইয়াছে। যদি তাঁহার সাধকদেহের ভজন স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পূজার অগ্রে শ্রীগৌরপূজা ইহা স্বীকার করা হইল। পরের শ্লোকে ইহার পরিস্ফুটতত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে।

যিনি নিজ অভীষ্ট শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের নানাবিধ শৃঙ্গারবেশরচনাদি ও তন্মন্দিরমার্জ্জনাদিরূপ আরাধনায় স্বয়ং নিযুক্ত ও ভক্তগণকে নিযুক্ত করিতেছেন, সেই গুরুর চরণপদ্ম বন্দনা করি। ৩।

যিনি চতুর্ব্বিধ শ্রীভগবৎপ্রসাদ সুস্বাদু অন্নাদি দ্বারা হরিভক্ত সকলকে পরিতৃপ্ত রূপে ভোজন করাইতেছেন এবং স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করিতেছেন, সেই শ্রীগুরুর পাদপদ্ম বন্দনা করি। ৪।

শ্রীরাধামাধবের অপার মাধুর্য্য, লীলা, গুণ, রূপ এবং নামাস্বাদনে প্রতিক্ষণ যাঁহার লালসা বৃদ্ধি হইতেছে, সেই শ্রীগুরুর চরণপদ্ম বন্দনা করি। ৫।

এই পাঁচটি শ্লোকে নিজগুরুর সাধক দেহের সেবা চিন্তিত ও বিবরিত হইয়াছে। সেই সেবার ক্রম যথা—গুরু, গৌর, রাধাকৃষ্ণ, বৈষ্ণব ও মহাপ্রসাদ সেবন এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধুর্য্য, লীলা, গুণ, রূপ, নাম, স্মরণানন্দ, এই কয়টি সাধকদেহের সেবা। ইহা হইতেই বিশেষ প্রমাণিত হইতেছে—অগ্রে গুরু, তৎপরে শ্রীগৌর তদনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনীয়। তবে ইহাতে মন্ত্রসম্বলিত পূজার কোন্ প্রমাণ পাওয়া যায় না, ইহার কারণ ইহা ব্রজভজনানুরূপ প্রেম সেবা, পরিচর্য্যাই ইহার প্রধান অঙ্গ। যাঁহারা মন্ত্রান্বিত কৃষ্ণসেবা করিবেন তাঁহারা শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরপূজাও সেই ভাবে করিবেন, ইহার কোন বাধা ইহাতে দেখা যায় না। নাম হইতে একটি রূপ আপনিই নির্দ্দিষ্ট হয়, রূপ নির্দ্দেশের নামই ধ্যান, ধ্যাননির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিটি একটি নির্দ্দিষ্ট নাম প্রকাশ করে, নামের আদ্যক্ষর লইয়া বীজ হয়, সবীজ নামই মন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব এক ধ্যান অন্য মন্ত্র ইহা কদাপি সঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত বলা যায় না, শ্রীগৌরমূর্ত্তি যে গৌরধ্যানে গৌরমন্ত্রে পূজা কর্ত্তব্য

ইহাতেই প্রমাণিত হইল। শ্রীগৌরধ্যানমন্ত্রাদি পর পর পরিচ্ছেদে লিখিত হইবে। শ্রীগৌরোপাসনা নিত্যতা স্থাপন এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য, প্রদর্শিত শাস্ত্র ও যুক্তি হইতেই তাহা যথেষ্টরূপ সংসাধিত হইয়াছে, অতএব অধিক বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। পরের শ্লোকে নিজগুরুর সিদ্ধদেহের সেবা চিন্তিত ও বিবরিত হইয়াছে।

নিকুঞ্জমন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রতিকেলি সিদ্ধির নিমিত্ত যে যে সখির সহিত যুক্তির অপেক্ষা করে, সেই সেই বিষয়ে অতি দক্ষতাহেতু তাঁহাদের যিনি অতি প্রিয়, সেই শ্রীগুরুর চরণারবিন্দ বন্দনা করি। ৬। এই ছয়টি শ্লোকে "সেবাসাধকরূপেণ" শ্লোকের অনুরূপ সমুদয় সাধনতত্ত্বটি পরিস্ফুট-রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রজভাব সাধকগণের ইহা অপেক্ষা উত্তম আদর্শ আর নাই। অতএব সর্ব্বথা অবিচারিতচিত্তে আচরণীয়। পরবর্ত্তী কয়টি শ্লোকে গুরুতত্ত্ব ও মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

সমস্ত শাস্ত্রে "আচার্য্য চৈত্যবপুষা" ইত্যাদি বাক্যে যিনি হরির অভেদ-তত্ত্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন এবং সাধুগণ যাঁহাকে সেই ভাবেই ভাবনা করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অতিপ্রিয় নিত্যপার্ষদ সেই গুরুর চরণাবিন্দ বন্দনা করি। ৭। এই পদ্যটিতে রাগপন্থী সাধকের গুরুর সিদ্ধদেহ চিন্তাই অনুকূল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। গুরুতত্ত্বে ষষ্ঠপরিচ্ছেদে ইহার বিস্তৃত তত্ত্ব মিমাংসিত হইবে। বাহুল্যপ্রযুক্ত এখানে লিখিত হইল না।

যিনি প্রসন্ন হইলে ভগবান্ প্রসন্ন হন, যিনি অপ্রসন্ন হইলে কুত্রাপি সদ্গতি নাই। সেই গুরুদেবের বিমল যশ, ত্রিসন্ধ্যা, ধ্যান ও স্তব করিয়া তাঁহার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। ৮।

যিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গৌরবের সহিত অতিপ্রিয় এই শ্রীগুরুর অষ্টকস্তোত্র পাঠ করেন, তিনি নিত্য শ্রীবৃন্দাবননাথের সাক্ষাৎ সেবাসুখ লাভ করেন।৯।

বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে কাণ্ড, কাণ্ডের সূক্ষ্মাগ্র দ্বিধা হইয়া পত্র-রূপ ধারণ করে, পত্রকক্ষে শাখার প্রকাশ পায়, শাখা হইতে প্রশাখা, প্রতি প্রশাখার শিরোদেশে মঞ্জরীর বিকাশ হয়, মঞ্জরী হইতে ফলের উৎপত্তি হয়, অতএব মঞ্জরীই ফলোৎপাদিকা শক্তির চরম পরিণতি। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমতরুর প্রধানা অষ্টমঞ্জরী ব্রজবাসী অষ্টগোস্বামী। যথা—শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথভট্ট, জীব, গোপালভট্ট, রঘুনাথদাস, লোকনাথ, কৃষ্ণদাস

কবিরাজ। এই অষ্টগোস্বামী হইতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলা জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এই অষ্ট মহাশক্তির মধ্যে শ্রীলোকনাথের শিষ্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, নরোত্তমশিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, গঙ্গানারায়ণের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণ ঠাকুর, কৃষ্ণচরণের শিষ্য শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইহাঁদের বিশেষ বিবরণ লিখিত হইবে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজনের যথার্থ ক্রম যদি কেহ জানিয়া থাকেন, সে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর। যিনি ক্ষেতুরী শ্রীপাটে নিজ ভজনস্থলীতে স্বদেহে অবস্থিত থাকিয়াও সিদ্ধদেহে শ্রীগৌরগোবিন্দ নিত্য লীলায় বিচরণ করিতেন। যাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবেশ বলিয়া সকলে কহেন, সেই ভজনতত্ত্বজ্ঞ পরম দয়াময় নরোত্তম জীবে দয়ার যে কি পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার পদাবলীতেই প্রকাশ পায়। সেই নরোত্তমের নিগূঢ় ব্রজভাবসাধনপ্রণালী গুরুপরম্পরায় শ্রীবিশ্বনাথে পূর্ণ কার্য্যকারিতা প্রকাশ করিয়াছে। যে কার্য্যকারিতা হইতে আমাদের মত ব্যক্তিও শ্রীভজনতত্ত্বের কথঞ্চিৎ আভাস জানিতে পারিতেছে। দয়াময় বিশ্বনাথ জীবের প্রতি দয়া করিয়া আপন ভজনতত্ত্ব প্রকাশ্যভাবে জানাইয়া গিয়াছেন। কারণ, সিদ্ধ মহাত্মা সাধনবলে যেন পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন যে, কালে এই পবিত্র প্রণালী গুরুপরম্পরায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, এই জন্যই যেন পথদর্শকরূপ কতিপয় ক্ষুদ্রগ্রন্থাদি রাখিয়া গিয়াছেন। রাগতত্ত্বের বিশদ প্রণালী যে শ্রীনরোত্তমশাখা হইতেই পরিস্ফুটরূপে পাওয়া যায়, অন্য শাখায় গভীরভাবে যাহা সুরক্ষিত, শ্রীনরোত্তমশক্তি শ্রীবিশ্বনাথ পাছে লোকে তাহা বুঝিতে পারে না পারে ভাবিয়াই যেন সরলভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই গুরুস্তবাষ্টক হইতেই বোধ হয় পাঠকগণ ইহা উত্তম বুঝিতে পারিয়াছেন। এই শ্রীনরোত্তমশাখার যে কয়খানি পদ্ধতি আমার গোচর হইয়াছে, তাহা এই গুরুস্তবাষ্টকের অনুরূপ। শ্রীগুরু, গৌর, গোবিন্দ, ভজনক্রম ইহাতে যেরূপ স্বীকৃত হইয়াছে, শ্রীপাদ গোস্বামিগণের এবং প্রভুর প্রিয়পার্ষদগণের চরিত্র আলোচনা করিলে অবিকল তাহাই জানাইয়া দেয়, কিন্তু জানিতে হইলে গভীর অনুসন্ধিৎসার আবশ্যক। পর পরিচ্ছেদে আমরা আরও প্রাচীন প্রমাণ ও পদ্ধতি পাঠকগণকে দেখাইব। শ্রীগৌরোপাসনা নিতান্ত সম্বন্ধে অনেকের অনেকরূপ ধারণা আছে, কিন্তু সে সমস্ত ধারণাই যেন আধুনিক মস্তকপ্রসূত, কদাচ

প্রাচীন নহে। তাহার দুই একটি এস্থলে বলিয়া রাখিতেছি। কেহ কেহ বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ, অতএব তাঁহার পৃথক্ উপাসনায় কেবল তাঁহাকে ছোট করা হয়, কিন্তু প্রাচীন আচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এ কথাটির সৃষ্টি হয় নাই। এটি যেন কাহারও অভিমানান্ধচক্ষুর ক্ষীণ দৃষ্টি। তাঁহারা কি প্রাচীনগণের গভীর ভজনপ্রণালী পথে পথে দেখিতে চাহেন? প্রাচীনগণ যখন গৌর ছাড়িয়া কোন কার্য্যই করেন নাই, তখন গৌর ছাড়া ভজন করিয়াছেন, ইহা কি মনে করিতে আছে? পূজা দুই প্রকার, অর্চ্চনা-রূপ ও কীর্ত্তনরূপ। যখন কীর্ত্তনরূপ পূজা প্রাচীনগণের প্রতিগ্রন্থে এবং লীলাকীর্ত্তনাগ্রে গৌরচন্দ্রিকা গীতরূপ প্রাচীন আচারে দেখা যায়, তখন তাঁহারা অর্চ্চনারূপ পূজা অস্বীকার করিয়াছেন, ইহা কি প্রকারে ধারণা করা যাইতে পারে? তবে কোন ব্যবস্থা গ্রন্থে স্পষ্টতঃ লিখেন নাই, গভীর-ভাবে রাখিয়াছেন। আপন ভজনসম্বন্ধীয় গূঢ় রহস্য কেহ বলিয়া বেড়ায় না, উহার গভীরত্বই শোভা ও সিদ্ধির নিদান। আর যে শ্রীগৌরের পৃথক্ পূজা করিলে তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করা হয়, কি ছোট করা হয়, যাঁহারা বলেন তাঁহারা কি শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন? এই এক তত্ত্বাত্মিকা মূর্ত্তির যদি পৃথক্ পূজা সম্ভব হয়, তবে ভাবগুরু শ্রীগৌরচন্দ্রের পৃথক্ পূজায় তাঁহাদের আপত্তি কি? ইহাতে যদি পৃথকত্ব হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকটকালে কি সমকালবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ পূজা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন? কেন, শ্রীগৌরচন্দ্রই সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ প্রত্যক্ষ থাকিতে আবার ধ্যান করিয়া কৃষ্ণ পূজার কি প্রয়োজন ছিল? শ্রীগৌর-পূজাতেই কি তাহা সিদ্ধ হইত না? যাহা হউক পণ্ডিতের ভ্রান্তি পণ্ডিতেই সংশোধন করিতে পারেন, আমাদের সে শক্তি নাই, যখন সে শক্তি নাই তখন তাঁহাদের এইরূপ যুক্তি বুঝিবারও আমাদের শক্তি নাই, বুঝিবার আবশ্যকও নাই। প্রাচীন বহু বহু মহাত্মার গভীর সাধনতত্ত্বে যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাই আমাদের অনুকরণীয়, আচরণীয় ও শিরোধার্য্য। পর পর পরিচ্ছেদে ইহার আরও যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীপ্রভুর ভজন করিতে হইলে প্রভুপার্ষদগণের ভাব ও পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়। শ্রীপ্রভুর ভক্ত ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ী গুরু রাগপথে অনধি-কারী ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং রাগপন্থী সাধকের রাগপন্থী গুরুই আশ্রয়ণীয়, যথা—

ব্রজোপাসনতো হ্যেতৎ যোহন্যক্ষেত্রে উপাসতে।
শাস্ত্রোপাস্য সাধনেন স গুরুর্বৈধিরুচ্যতে ॥
কৃষ্ণং প্রেষ্ঠ পরাত্মানং ভজতে ভাবতো গুরুঃ।
গুরুঃ সঃ কৃষ্ণভক্তস্য দেহেন সাধয়েৎ পুনঃ ॥

বৈষ্ণবাচার দর্পন।

ব্রজোপাসনা ভিন্ন যিনি অন্য ধামের উপাসনা করেন, অন্য শাস্ত্র ও অন্য উপাস্য সাধন হেতু সেই গুরুকে বৈধীগুরু কহে। যিনি গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজভাবে ভজনা করেন, সেই গুরু কৃষ্ণভক্তের দেহের সহিত ভাব-সাধন করান অর্থাৎ ভাবসিদ্ধ দেহে সিদ্ধপ্রণালীক্রমে সেই ভক্ত, ক্রমে মঞ্জরীদেহ গোস্বামিগণকে বা ভাবানুরূপ প্রভুপার্ষদগণকে প্রাপ্ত হন এবং শ্রীনবদ্বীপবিহারীর নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া মহাভাবময় প্রভুর কৃপায় ভাবের পূর্ণতা লাভ করিয়া ভাবসিদ্ধ নিত্যদেহে নিত্যসিদ্ধ নিত্যভক্তগণের ন্যায় শ্রীনবদ্বীপে ও নিত্য বৃন্দাবনে নিত্যলীলারসাস্বাদনে অধিকারী হন।

নিত্যলীলাস্মরণস্তোত্রে যথা—
সায়ন্তনীং কৃষ্ণমনোজ্ঞ লীলাং
স্নানাশনাদ্যাং হি মুহুর্ব্বিচিন্ত্য।
স্বভক্তমধ্যেহনুকরোতি নিত্যং
তাং যো মনস্তং ভজ গৌরচন্দ্রং ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

যিনি সায়ংকালীন স্নানভোজনাদি মনোজ্ঞ কৃষ্ণলীলা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া, সেই লীলানুগত ভাবোল্লাস নিজ ভক্ত মধ্যে নিত্য অনুকরণ করিতে-ছেন, হে মন! সেই গৌরচন্দ্রকে ভজ। অতএব ভাব সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে গৌরোপাসনা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রাচীনগণের শ্লোকপরম্পরা এই বাক্যের কতদূর পোষকতা করিতেছে, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোক দ্বারাও প্রমাণীকৃত হইল, নিম্নলিখিত শ্লোকেও প্রমাণিত হইবে।

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং॥

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী নিজ স্তবমালা গ্রন্থে লালসাময় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন। মনুজকায়া ধারণ করিয়া শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র যে সুদুর্ল্লভা ভক্তি জীবলোকে প্রচারিত করিয়াছেন। সেই বিশুদ্ধ ভক্তিবাহী শিব বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণের সদা উপাস্য শ্রীচৈতন্য স্বীয় ভক্তগণকে নিজ ভজনমুদ্রা উপদেশ করিতে করিতে কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন? এই শ্লোকে শ্রীপ্রভু অপ্রকট নিত্য লীলাতেও নিজ ভক্তগণকে ভবিশিক্ষা দিতে-ছেন, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে।

ঈশং ভজন্তু পুরুষার্থচতুষ্টয়াশা
দাসা ভবন্তু চ বিহায় হরেরুপাস্যান্।
কিঞ্চিদ্রহস্য পদলোভিত ধীর-হন্ত
চৈতন্যচন্দ্রচরণং শরণং করোমি॥

তথা—

পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং দুর্ল্লভা
স্বয়ঞ্চ যদি সেবকী ভবিতু মাগতাঃ স্যুঃ সুরাঃ।
কিমন্যদিদমেববা যদি চতুর্ভুজং স্যাদ্বপু-
স্তথাপি মম নো মনাক্ চলতি গৌরচন্দ্রান্মনঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত।

বেদান্তের পরম পণ্ডিত ন্যাসিচূড়ামণি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রথমে মোহপ্রযুক্ত শ্রীগৌরাঙ্গে বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন; বিদ্যাগর্ব্ব তাঁহাকে অন্ধ করিয়াছিল, পরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া দৃঢ়তা সহকারে

বলিতেছেন। যে কেহ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয় লাভের আশায় শ্রীভগবানকে ভজন করে, করুক, এমন কি যদি কেহ হরির অন্য উপাস্য সকল ত্যাগ করিয়া একান্ত দাস হয় হউক, কিন্তু আমি কিঞ্চিৎ রহস্য-পদ অর্থাৎ অতি দুর্ল্লভ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় প্রেমরসাস্বাদনে বিষয়ে লুব্ধচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণে শরণ লইলাম। ১। এবং যদি অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি সুদুর্ল্লভা হইয়াও স্বয়ং আমার করতলে পতিত হয়, যদি সমুদয় দেবতা আপনা হইতেই আমার সেবক হইবার জন্য আগমন করেন, এমন কি যদি চতুর্ভুজ দেহ অর্থাৎ সারূপ্য মুক্তিও প্রাপ্ত হই, তথাপিও আমার মন শ্রীগৌরচরণ হইতে ক্ষণকালের তরেও বিচলিত হয় না। ২। ইহার প্রথম শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলবিলাস রসাস্বাদনরূপ নিগূঢ় প্রেমপ্রাপ্তির উপায়, এই জন্য ধর্ম্ম অর্থ কাম এমন কি মোক্ষ অপেক্ষা ও বৈকুণ্ঠাদি ধামে শ্রীহরির ঐকান্তিক দাস্য অপেক্ষাও শ্রীগৌরাশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ, ইহাই সূচিত হইতেছে। দ্বিতীয় শ্লোকে সুদুর্ল্লভা অনিমাদি অষ্ট যোগসিদ্ধি ও পুণ্যকর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গাদির আধিপত্য, এমন কি বৈধীভক্তির চরম প্রাপ্তি সারূপ্য-মুক্তিও শ্রীগৌরোপাসনার নিকট অকিঞ্চিৎকর ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। এই মহাত্মা গৌরাঙ্গের উপাসনায় সকল উপাসনা হইতে কি এমন দুর্ল্লভ-লভ্য দেখিয়া ছিলেন, পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। সে দুর্ল্লভলভ্য আমাদের বোধ হয়, ব্রজভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাগমার্গীয় ভজন। শ্রীবাসুদেব-সার্ব্বভৌম স্বকৃত চৈতন্যশতক গ্রন্থে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

চৈতন্যচরণাম্ভোজে যস্যাস্তি প্রীতিরচ্যুতা।
বৃন্দাটবীশয়োস্তস্য ভক্তিস্যাচ্ছুতজন্মনি॥

শ্রীবাসুদেবসার্ব্বভৌম বিরচিত
শ্রীচৈতন্যশতক। ১৭ শ্লোক।

চৈতন্যরূপগুণকর্ম্মমনোজ্ঞবেশং
যঃ সর্ব্বদা স্মরতি দেহ মনোবচোহভিঃ।
তস্যৈব পাদতলপদ্মরজোভিলাষী
সেবাং করোমি শতজন্মনি বন্ধুপুত্রৈঃ॥

শ্রীচৈতন্যশতক। ৩৭ শ্লোক।

পণ্ডিতশিরোমণি শ্রীবাসুদেবসার্ব্বভৌম শ্রীপ্রভুর অঙ্গে মহাভাব লক্ষণ দেখিয়া প্রথম ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়াও পরে মায়ামোহে প্রভুকে বেদান্ত শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। শেষে শ্রীগৌরচন্দ্রের কোন অদ্ভুত ভগবত্তা দেখিয়া বিদ্যাগর্ব্ব ছাড়িয়া প্রভুর চরণে তৃণাদপি দাস হইয়াছিলেন। সেই সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতাগ্রগণ্য সার্ব্বভৌম স্বকৃত শ্রীচৈতন্যশতকস্তোত্রের ১৭ শ্লোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণে ভক্তিলাভোপায় যে শ্রীচৈতন্যোপাসনা, ইহা স্বীকার করিতেছেন। এমন কি ৩৫ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের রূপ গুণ লীলাদি স্মরণকারী ভক্তেরও স্বপরিবারে দাস হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যোপাসনার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে? যাঁহারা রাগমার্গসেবী ভক্ত, শ্রীগৌরাঙ্গ যে তাঁহাদের অবশ্য উপাস্য, ইহা শাস্ত্র, সদ্যুক্তি এবং সদাচার ক্রমে দেখান হইল। এতৎসম্বন্ধে এখনও ভূরি ভূরি অবশ্যজ্ঞাতব্য ও অতিবিশ্বাস্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও প্রাচীন পদ্ধতি আছে, অনুসন্ধিৎসু ভক্তগণ প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করিয়া স্ব স্ব ভজনপথ সুপরিষ্কৃত করিবেন। আমি কেবল অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিয়া ভক্তগণের পবিত্রচিত্তের ভজনপিপাসা কথঞ্চিৎ উদ্দীপন করিলাম মাত্র। এক্ষণে শ্রীগৌরচন্দ্রই যে কলিযুগে সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বসাম্প্রদায়িক উপাস্য, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে।

নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ।

মিথিলাধিপতি নিমিরাজের প্রশ্নে যোগেন্দ্র করভাজন এইরূপ চতুর্যুগের উপাস্য নির্ণয় করিয়াছেন। সত্যে শুক্লবর্ণ চতুর্ব্বাহু ইত্যাদি, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ চতুর্ব্বাহু ইত্যাদি। দ্বাপরে শ্যামবর্ণ পীতবাস চক্রাদি অস্ত্রধারী শ্রীবৎসচিহ্নিত কৌস্তভভূষিত হইয়া ভগবান্ উপাস্যরূপে অবতীর্ণ হয়েন। কলিকালে সেই কৃষ্ণবর্ণই অর্থাৎ দ্বাপরযুগোক্ত শ্যামবর্ণ কৃষ্ণই শ্রীরাধার কান্তি দ্বারা অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরাঙ্গ হইয়া বিশ্বরূপ নিত্যানন্দাদি অঙ্গ অর্থাৎ অংশ শ্রীঅদ্বৈতাদি উপাঙ্গ অর্থাৎ অংশাংশ, নিজ ভক্তরূপ অস্ত্র এবং শক্তিরূপা

শ্রীগদাধরাদি ও ভক্তরূপ শ্রীবাসাদি পার্ষদগণের সহিত অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণ কর্ত্তৃক নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ দ্বারা পূজিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতায় এই প্রমাণ দ্বারা শ্রীগৌরচন্দ্রই কলিযুগের সার্ব্বভৌমিক উপাস্য, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে এবং বহু বিচারের পর, প্রাচীন ও আধুনিক বহু পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এই প্রমাণের পোষকে শ্রীরূপগোস্বামিকৃত স্তবমালা হইতে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। যথা—

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিভজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিল চতুর্থাশ্রমযুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

কলিযুগে বিদ্বানগণ যে রাধাকান্তি দ্বারা গৌররূপে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞবিধানে ভজনা করেন এবং পণ্ডিতগণ ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থ সন্ন্যাস এই আশ্রমচতুষ্টয়ের ও অখিল উপাস্যরূপ অর্থাৎ সকল সম্প্রদায় মধ্যে মন্ত্রভেদে যত উপাস্য আছেন, শ্রীগৌরাঙ্গে সমস্তই পর্য্যবসিত বলিয়া কহিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র অতিশয়রূপে আমাদিগকে দয়া করুন। শ্রীগৌরাঙ্গই সকল অবতারের মূল অবতারী এবং সমুদয় অংশ কলাদির মূল অংশী, অতএব গৌর উপাসনাতেই সকল উপাসনা পর্য্যবসিত হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল একদীপ তাহা করিয়ে গণন॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীচৈতন্যপার্ষদগণ রাম, নৃসিংহাদি বিবিধ মন্ত্রের ও মন্ত্রানুকূল দেবতার উপাসক ছিলেন, তথাপি একমাত্র শ্রীপ্রভুতে ঐকান্তিক ভক্তিহেতু তাঁহারা নানাধামের উপাসক ভক্ত হইলেও শ্রীচৈতন্যপ্রসাদে সকলেই ব্রজভাবে অধিকারী হইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে ইহা ভগবান্ গৌরচন্দ্র স্বয়ং শ্রীমুখে কহিয়াছেন। যথা—

দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িণং সখ্যে তথৈবা পরে।
রাধামাধবপ্রেষ্ঠয়া কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ॥
সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে।
ময্যাবদ্ধহৃদোঽখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবিনাসঙ্গিনঃ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রোদয়।

শ্রীগৌরভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকেই একান্তভাবে ভজনা করেন, এই জন্যই তাঁহারা সহজেই রাগানুগা প্রেমভক্তির অধিকারী হয়েন। শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে যত প্রেমী ভক্ত আছেন, অন্য সম্প্রদায়ে সেরূপ দেখা যায় না, শ্রীচৈতন্যে ভক্তিই তাহার কারণ। যে ভক্ত বা যে উপাসক যে কোন ভাবেই ভজনা করুন, শ্রীচৈতন্য সর্ব্বাগ্রে উপাসনীয়। কেন না, তিনিই কলিযুগের উপাস্য এবং হরিনামসঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ এবং বিদ্বজ্জন-সম্মত। শ্রীচৈতন্যভজনে পাত্রাপাত্র বিচার নাই এবং তিনিও ভজনকারীর প্রতি স্বীয় অনর্পিতচরী প্রেমভক্তি বিতরণে দেয় অদেয় বিচার করেন না, এই জন্যই কলির অস্থিরচিত্ত বিষয়াসক্ত জীবের তিনিই একমাত্র গতি। আমরা আশা করি, সর্ব্বসমাজে শ্রীগৌরচন্দ্র কেবল আলোচ্য বিষয়মাত্র না হইয়া সকলের উপাস্য হউন। শ্রীগৌরচন্দ্র সর্ব্বসমাজের প্রতিজনগৃহে উপাস্যরূপে পূজিত, চিন্তিত, কীর্ত্তিত হইলে আমরা পুনরায় ১৪০৭ শকের পুনরাবির্ভাব দেখিবার আশা করি! শুভ অবসরে আবার গৌড়দেশে শ্রীগৌরভক্তি, গৌরকথা, গৌরকীর্ত্তনবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, এক্ষণে ইহা বৃক্ষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ফল ফুলে সুশোভিত হইলেই এই সদালোচনার সফলতা হয়। শ্রীগৌরচন্দ্রের উপাসনাই যে সকল সাধনের সিদ্ধি মূল, ইহা কি জীবের এখনও উপলব্ধি হয় নাই? প্রাচীনগণের সিদ্ধিলাভের উহাই একমাত্র সহায় ছিল, এক্ষণে আধুনিক বিজ্ঞগণ তাঁহাদের পথানুসরণ করিয়া কলি-জন্ম সার্থক করুন। পর পরিচ্ছেদে শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রাচীন পদ্ধতিক্রমে পূজা ও স্মরণ প্রণালী কিঞ্চিৎ লিখিবার ইচ্ছা রহিল। প্রস্তাবিত বিষয় গুলি অনুষ্ঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অন্ততঃ সাধুজন কর্ত্তৃক আলোচিত হইলেও লেখনী ধারণে সার্থকতা মনে করিব।

ইতি তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীগৌরোপাসনা প্রণালী।

জগতের যাহা কিছু ভগবৎ প্রবর্ত্তিত নিয়ম, সমস্তই অনাদি। যাহা আছে তাহা অনাদি কাল হইতেই আছে, নূতন কিছুই হয় না, হইবেও না; তবে কোনটী আমাদের জ্ঞাত, কোনটী অজ্ঞাত। অজ্ঞাতটী জ্ঞাতসারে আসিলেই আমরা তাহা নূতন মনে করি, কিন্তু জগতে নূতন কিছুই হয় না, যাহা আছে, যাহা হইতেছে, যাহা হইবে, সমস্তই অনাদি। কালতরঙ্গে কোনটী ডুবিতেছে, কোনটী উঠিতেছে, আবার বর্ত্তমানটী ডুবিয়া যেমন অতীতে পরিণত হইতেছে, তেমনি আবার বহুকালের অতীতটী নূতন হইয়া বর্ত্তমানে আসিতেছে এই মাত্র। এই যে জড়জগৎ অনিত্য বলিয়া জান, ইহাও কারণ রূপে নিত্য। প্রলয়ে অব্যক্তে বিলীন হয় বটে, কিন্তু কারণের ধ্বংস নাই; আবার সৃষ্টিকালে যেমন ছিল তেমনি হইয়া প্রকাশ পায়, নূতন কিছুই হয় না। এই যে দৃশ্যমান্ জগতে স্থাবর জঙ্গম উদ্ভিজ্জাদি যাহা কিছু আছে, তাহা চিরদিনই একরূপ আছে, একটিও নূতন কিছু হইতে দেখা যায় না, ইহাতেই প্রমাণ করিয়া দিতেছে জগতে নূতন কিছুই হয় না; যাহা চিরদিন দেখিতেছ, শাস্ত্র বা লোকপরম্পরায় শুনিতেছ, তাহাই সমভাবে আছে। তবে কালপ্রবাহে কোনটী বিস্মৃতিস্থলে ডুবিতেছে, কোনটী নূতন ভাবে দেখা দিতেছে, কত কত বা ভবিতব্য গর্ভে লুকাইত আছে এই মাত্র।

শ্রীভগবানের উপাস্য মূর্ত্তিগুলি এবং সমগ্র উপাসনা প্রণালীও এইরূপ অনাদি প্রবর্ত্তিত, কোনটীই কাল্পনিক বা আধুনিক নহে। যে কালের যে ঋতুতে যেরূপ ফল পুষ্প এবং প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন উপযোগী তাহা যেমন কালমাহাত্ম্যে স্বতঃই প্রবর্ত্তিত হয়, ধর্ম্ম ও উপাসনাও তদ্রূপ কালের আবর্ত্তনে উপযুক্ত রূপে আপনিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহাই অবিচিন্ত্যশক্তি ভগবৎপ্রবর্ত্তিত নিয়ম। সকল মনুষ্যই এই নিয়মের অনুবর্ত্তন করে।

যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥

গীতা ৪র্থ ১১ শ্লোক ॥

যে (ভক্তা) যথা (যেন প্রকারেণ) মাম্ প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি।) তানহং তথৈব (ভাবানুসারিণা রূপেণ) ভজামি (অনুগৃহ্নামি) অতো মামেকস্যৈব বহুরূপস্য বর্ত্ম (বহুবিধ উপাসনমার্গং) অনাদিপ্রবৃত্ততদুপাসকপরম্পরানুকল্পিতা মনুষ্যাঃ সর্ব্বে অনুবর্ত্তন্তে। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, টীকা।

যে ভক্ত আমাকে যেরূপ ভাবে ভজনা করে তাঁহাকে আমি সেইরূপ ভাবানুসারিণী মূর্ত্তিতে অনুগ্রহ করি। অতএব আমি এক হইলেও (সাধকের রুচিভেদে) বহুরূপ। (রুচিভেদে) সকল মনুষ্যই আমার অনাদি প্রবৃত্ত উপাসক পরম্পরানুগত বিবিধ উপাসনাপথের অনুসরণ করে।

ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, তাঁহার সকল মূর্ত্তিই অনাদি এবং সমস্ত উপাসনাপথও অনাদি, কোনটাই নূতন নহে। তবে কালভেদে সকল গুলি সকল সময় উপযোগী হয় না, এই জন্যই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারিযুগে চারিপ্রকার যুগধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং ঐ ধর্ম্মবীজ হইতেই বিবিধ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট উপাসনতরু সমুদ্ভূত হইয়া যথাকালে যথানিয়মে ফল প্রদান করিতেছে। কালপ্রবাহে যেমন কোন বৃক্ষ ফলবান্, কোন বৃক্ষ পুষ্পিত, কোন বৃক্ষের ফলোৎপাদিকা শক্তি নিবৃত্ত হয়; তদ্রূপ ধর্ম্মবীজোৎপন্ন ঐ সকল উপাসনতরুও কালনিয়মে উপযোগিতা প্রাপ্ত হইয়া ফলবান্ হয়, কোনটী বা অল্পে অল্পে পুষ্পিত হইতে থাকে, কোন কোনটীর বা ফলোৎপাদিকা শক্তি নিরস্ত হইয়া যায়। আবার কালাবর্ত্তে নূতনটী পুরাতন হইয়া লুপ্তপ্রায় হয় এবং পুরাতনটী আবার নূতন হইয়া দেখা দেয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ যোগ সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন। "ইমং বিবস্বতো" ইত্যাদি। ৪র্থ ১—৩ শ্লোক।

হে পরন্তপ অর্জ্জুন! এই যোগ অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী, ইহা আমি পূর্ব্বে সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য্য স্বপুত্র বৈবস্বত মনুকে, মনু স্বপুত্র ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন, পরে পরম্পরাক্রমে সমুদয় রাজর্ষিই অবগত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই যোগ কালপ্রবাহে বহুকাল হইল লোপ পাইয়াছিল, অদ্য

আমি তোমাকে সেই গোপনীয় পুরাতন অত্যুৎকৃষ্ট যোগ বলিলাম ; কেন না তুমি আমার ভক্ত ও সখা।

জীবের দৈহিক ও মানসিক শক্তির বলাবল অনুসারে যে যুগে যে ধর্ম্ম উপযোগী, যে উপাস্য উপাসনীয়, ভগবান্ সেই যুগে সেই উপাস্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া যুগানুকুল উপাসনাপথ প্রদর্শন করেন।

শ্রীকরভাজন উবাচ।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥
কৃতে শুক্লচতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলুং ॥
মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ ॥

তথা—

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশ স্ত্রয্যাত্মা স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥
তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিং।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥

তথা—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥
তং তদা পুরুষং মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণং।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥

তথা—

নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথাশৃণু ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।

যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ ॥

তথা—

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ ॥
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বসার্থোঽপি লভ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৫ অধ্যায় ॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগক্রমে ভগবান্ হরি নানাবর্ণ নানা মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ নাম ও বিবিধ বিধিতে উপাসিত হন। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ চতুর্ব্বাহু জটাবল্কল, মৃগচর্ম্ম, উপবীত, অক্ষমালা, দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারীবেশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তৎকালে মনুষ্যগণ শান্ত, নির্ব্বৈর, সুহৃদ্, সমদর্শী হইয়া, শমদমধ্যানময়ী তপস্যা দ্বারা ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। ত্রেতাযুগে ভগবান্ রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ, মেখলাত্রয়-ধারী স্বর্ণকেশ, ত্রয়ীবেদময় দেহে স্রুক্ স্রুবাদি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন, তৎকালে ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মবাদী মনুষ্যেরা ঋক্ সাম যজুঃ এই ত্রয়ীবেদ বিহিত যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্বদেবময় হরির উপাসনা করেন। দ্বাপরযুগে ভগবান্ পীতবাস শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী শ্রীবৎস কৌস্তুভভূষিত কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। সে সময় তত্ত্বজিজ্ঞাসু মনুষ্যগণ বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধানে সেই মহারাজ-লক্ষণ কৃষ্ণের পূজা করিয়া থাকেন। সেই প্রকার নানা তন্ত্রবিধানে ভগবান্ কলিযুগেও পূজিত হন। তৎকালে ভগবান্ শ্রীরাধার কান্তি দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদন করিয়া গৌরমূর্ত্তিতে বা ঐ দ্বাপরযুগোক্ত কৃষ্ণবর্ণই নিজ কান্তিতে গৌরমূর্ত্তি হইয়া, শ্রীনিত্যানন্দাদি অঙ্গ শ্রীবাসাদি উপাঙ্গ হরিনাম অস্ত্র, শ্রীগদাধর গোবিন্দাদি পার্ষদ সহ অবতীর্ণ হন। পণ্ডিতগণ সংকীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারায় তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। হে রাজন্! যুগানুবর্ত্তী মনুষ্যগণ যুগানুরূপ নাম ও রূপ দ্বারা হরিকে পূজা করিয়া থাকেন। কলিযুগে একমাত্র নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা সকল স্বার্থ লাভ হয়, এই জন্য সার-গ্রাহী, গুণজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ কলিকে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

কলির যুগধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন। কলির অবতার বুদ্ধ ও কল্কি যুগধর্ম্ম প্রচারক নহেন। শ্রীগৌরাবতারেই যুগধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচারিত হইয়াছে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গই নানা তন্ত্র বিধানে কলিযুগের উপাস্য রূপে নির্ণীত হইয়াছেন, ইহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গই আমাদের উপাস্য এবং শ্রীগৌরচন্দ্র কলিযুগের উপাস্য মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং এবং ভক্তপরম্পরায় কলিযুগানুকুল যে উপাসনা পথপ্রদর্শন করিয়াছেন সেই অনাদি প্রবর্ত্তিত যুগধর্ম্মই আমাদের একান্ত অবলম্বনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই তত্ত্বটী উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতাগ্রগণ্য সার্ব্বভৌম মহোদয় স্বকৃত চৈতন্যশতকে লিখিয়াছেন—

সর্ব্বেষামবতারাণাং পুরাণৈর্যৎ শ্রুতং ফলং।
তস্মান্মে নিষ্কৃতির্নাস্তি অতস্তে শরণং গতঃ॥

তথা—

অনন্যচেতা হরিমূর্ত্তিসেবাং
করোতি নিত্যং যদি ধর্ম্মনিষ্ঠঃ।
তথাপি ধন্যো নহি তত্ত্ববেত্তা
গৌরাঙ্গচন্দ্রে বিমুখো যদিস্যাৎ॥

॥ শ্রীচৈতন্যশতকং॥

কোন্ কার্য্য কি প্রণালীতে করিতে হয়, না জানিলে কখনই তাহা সম্পন্ন হয় না। এই জন্য এই পরিচ্ছেদে শ্রীগৌরোপাসনা প্রণালী আলোচিত হইতেছে। শ্রীগৌরোপাসনা প্রণালী দুই প্রকার। শাস্ত্রোক্ত ধ্যান মন্ত্রানুসারে স্বতন্ত্র পূজা, দ্বিতীয় গুরুগৌরবে অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজার অগ্রে যথা-বিহিত ধ্যান মন্ত্রাদ্যনুসারে শ্রীগৌরপূজা। যাঁহারা শ্রীগৌরমন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারা প্রথমোক্ত পদ্ধতি অবলম্বনে পূজা করেন, যাঁহারা কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত, ব্রজভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক, তাঁহারা শেষোক্ত পদ্ধতিক্রমে পূজা করেন। শ্রীগৌরপার্ষদগণ শেষোক্ত পদ্ধতিরই অধিকতর অনুসরণ করিয়াছেন, অতএব প্রথমে শেষোক্ত পদ্ধতিই আলোচিত হইতেছে।

আরাধ্যোভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা॥
শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদৃতং নাপরং॥ ১॥

তথা—

অতঃ প্রথমতো দেবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং।
যষ্টব্যং গুরুরূপেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা বুধৈঃ॥ ২॥

তথা—

সংকীর্ত্তনৈকজনকঃ করুণৈকসিন্ধু-
রাচার্য্য চৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।
আদাবতঃ কলিযুগে স চ পূজনীয়ো
ধ্যেয়ঃ সদা শরণদো ভজনীয় সেব্যঃ॥ ৩॥

শ্রীচৈতন্যতত্ত্বদীপিকা।

ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবৃন্দাবনধাম আরাধ্য, রমণীয়া শ্রীব্রজবধূগণের ভাবই উপাসনা, শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র, প্রেমই পরম পুরুষার্থ, ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত, সেই মতই আমাদের আদরণীয়, অন্য মত নহে। ১। অতএব প্রথমেই গুরুরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেই পণ্ডিতগণের পূজা করা এবং তাঁহার নামসংকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। ২। কেন না, করুণা-সিন্ধু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক, তিনিই আচার্য্য ও পরমাত্মারূপে জীবকে স্বপদ প্রদর্শন করেন, অতএব কলিযুগে অগ্রে তিনিই ধ্যেয়, পূজনীয় এবং নিত্য আশ্রিতপালক সেই প্রভুই ভজনীয় ও সেব্য। ৩।

শ্রীগৌর ও গুরুতত্ত্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদে সপ্রমাণ হইবে, বাহুল্যহেতু এস্থলে উল্লিখিত হইল না। শ্রীগৌরপার্ষদগণের গৌরপূজা পদ্ধতিতে অগ্রে গুরু, তার পর শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, তদনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে। শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবী নিজ শিষ্যদ্বয়কে উপদেশ দিতেছেন, যথা—

সীতা কহে শুন দুই শিষ্য প্রিয়তম।
কহিব নিগূঢ় কথা করহ শ্রবণ॥
আগে গুরুমূর্ত্তি ধ্যান অন্তরে করিহ।
বস্ত্রমালা আদি করি পদে সমর্পিহ॥
তবে গুরু গায়ত্রী জপিয়া দশবার।
শ্রীপাদপদ্ম পূজিবে বিবিধ প্রকার॥
তবে বিশ্বম্ভর ধ্যান করিহ মানসে।
শ্রীচৈতন্য গায়ত্রী জপিহ বার দশে॥
পাদ্য অর্ঘ্যে পূজিহ বিবিধ উপহারে।
যাহার প্রসাদে প্রেম বাড়য়ে বিস্তরে॥
তবে ধ্যান করিহ ব্রজে কিশোর কিশোরী।
রত্নসিংহাসনে বৈসে কুঞ্জের ভিতরি॥
প্রবাল মুকুতা তাহে গুঞ্জা সারি সারি।
চামর বাতাসে উড়ে চাঁদোয়া মশারি॥
কল্পতরুর ছায়ায় অমল কুঞ্জখানি।
অপরূপ শ্রীকৃষ্ণের চারিদ্বার জানি॥
সর্ব্বমুখ্য পশ্চিম দ্বার আপন উপাসনা।
সেই দ্বারে রাধাকৃষ্ণ করিহ ভাবনা॥
কুঞ্জমধ্যে অষ্টদিকে অষ্ট যূথেশ্বরী।
কৃষ্ণবামে দাঁড়ায়েছে নবীনা কিশোরী॥
আপনার সিদ্ধ দেহ মনেতে ভাবিয়া।
শ্রীগুরুকে শ্রীকুঞ্জের দ্বারে বসাইয়া॥
গুরু স্থানে কৃষ্ণসেবা করিয়ে ভাবন।
সহর্ষে বিলাসামৃত করিবে ধ্যায়ন॥

এই মত ধ্যান করি কৃষ্ণের সেবন।
মহাকাম গায়ত্রী যে করিবে সাধন ॥
রাধিকার কামগায়ত্রী করিবে সাধন।
রাধাবীজ জপ করি রাধার পূজন ॥
কৃষ্ণবীজে করিবেক কৃষ্ণের পূজন।
সংক্ষেপে কহিল সাধ্য স্মরণ মনন ॥

শ্রীলোকনাথ গোস্বামিকৃত শ্রীসীতাচরিত।

এই শিষ্যদ্বয়ের নাম নন্দরাম ও যজ্ঞেশ্বর। নন্দরাম ক্ষত্রিয়, যজ্ঞেশ্বর ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন। শান্তিপুর সন্নিহিত হরিপুর গ্রামে ইহাঁদের নিবাস। ইহাঁরা ব্রজভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তি মানসে প্রথমে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শরণ লন, তাঁহার আজ্ঞায় শ্রীসীতাদেবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতএব এই মতটী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সম্মত সন্দেহ নাই এবং এই সীতাচরিত শ্রীলোকনাথ গোস্বামিকৃত, তাঁহারও ইহা সম্মত। ঐ যজ্ঞেশ্বরের কোন শিষ্য স্বীয়গুরুমুখে এবং শ্রীঅদ্বৈতাত্মজ কৃষ্ণমিশ্র প্রভুর পুত্র দোলগোবিন্দ প্রভুর নিকট শুনিয়া স্বকৃত শ্রীকৃষ্ণমিশ্রচরিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যথা—

সীতা কহে সাধকের অনন্ত সাধন।
সংক্ষেপে কহিবু কিছু করহ শ্রবণ ॥
প্রত্যুষে চৈতন্যকৃষ্ণ নাম সঙরিয়া।
উঠি শুচি হৈয়া শুদ্ধ আসনে বসিয়া ॥
প্রথমে শ্রীগুরু রূপ করিয়া চিন্তন।
মানসোপচারে তাঁরে করিবে পূজন ॥
তবে গুরু গায়ত্রী জপিয়া দশবার।
জপিহ শ্রীগুরুবীজ সাধনের সার ॥
জপ বিসর্জ্জিয়া তবে করিহ প্রণাম।
গুরু কৃপার্ণবে জীবের পুরে মনস্কাম ॥

তবে প্রাতঃকৃত্য সারি বিধি অনুসারে।
মাধ্যাহ্নিক কার্য্য করিবেক তার পরে॥
গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি লৈয়া।
বসিবেক শুদ্ধাসনে শুদ্ধাচারী হৈয়া॥
আচমি করিবে আগে নবদ্বীপ ধ্যান।
তাহে বিষ্ণুপ্রিয়া সহ গৌর ভগবান্॥
ভক্তি করি দুঁহু রূপ করিয়া চিন্তন।
করিহ চৈতন্য মন্ত্রে চৈতন্য অর্চ্চন॥
চৈতন্য গায়ত্রী জপি শ্রীচৈতন্য বীজ।
জপিলে পাইবা শুদ্ধ ভক্তিলতা বীজ॥
বিনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণ আশ্রয়।
কোটিজন্মে প্রেমভক্তি নাহি উপজয়॥
এত শুনি যজ্ঞেশ্বর কহে যোরকরে।
কিবা ধ্যানমন্ত্রে পূজা গৌরবিশ্বম্ভরে॥

এই স্থলে রুদ্রযামলোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান পূজা মন্ত্রাদি লিখিত হইয়াছে, তাহা স্থানান্তরে লিখিত হইবে। শ্রীসীতাদেবী এইরূপে শ্রীগুরু ও গৌরার্চ্চন ক্রম বলিয়া গৌরার্চ্চনের পর শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা উপদেশ দিয়াছেন।

এই ত কহিল বিধি রুদ্র যামলোক্ত।
ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে আছে ভিন্ন ধ্যান মাত্র॥
বাহুল্যের ভয়ে তাহা নারিনু কহিতে।
এবে শুন কৃষ্ণার্চ্চন কহি সংক্ষেপেতে॥
প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনধাম ধ্যান করি।
কল্পবৃক্ষমূলে রত্নবেদীর উপরি॥

রত্নসিংহাসনে বিরাজিত রাধাকানু।
নবঘন ক্রোড়ে স্থির-সৌদামিনী যনু॥
দুঁহুরূপ গুণ লীলা করিয়া ভাবনা।
আত্মমন্ত্রে করিহ শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা॥
জপিহ কাম গায়ত্রী কাম বীজ আর।
যে প্রভাবে বশীভূত শ্রীনন্দকুমার॥
তবে রাধামন্ত্রে পূজা করিহ রাধার।
জপিহ রাধা গায়ত্রী রাধা বীজ আর॥
অষ্টদলে অষ্টসখী পূজিহ সাদরে।
উপদলে মঞ্জরীবর্গের পূজা পরে॥
কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট রাধিকারে করিহ প্রদান।
সখীগণ আদি যত অন্য নাহি খান॥
জপসারি প্রদক্ষিণ প্রণতি করিবা।
তবে শ্রীতুলসী পূজি তাহে জল দিবা॥
অনন্ত সাধনতত্ত্ব সীমা নাহি তার।
সংক্ষেপে কহিনু এই সাধনের সার॥
ভক্তি করি এই মতে সাধিবেক যেবা।
অবশ্য পাইবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা॥

শ্রীকৃষ্ণমিশ্রচরিত।

শ্রীগৌরীদাস ঠাকুর শ্রীপাট অম্বিকায় শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আজ্ঞা লইয়া অচ্যুতানন্দ অম্বিকায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। অচ্যুতানন্দ গিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবেন, কোন্ ধ্যানমন্ত্রে শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবেন, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রে শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু অচ্যুতের তাহা মনে ধরিল না, স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্র থাকিতে

পিতা কেন কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরমূর্ত্তি স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন! সমুদ্র-গম্ভীর পিতার মনের ভাব কি অচ্যুত বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিতে চেষ্টাও করিলেন না। শ্রীগৌরমন্ত্রে গৌরস্থাপন করিবেন, ইঁহাই আন্তরিক ইচ্ছা, কিন্তু পিতার কথায় প্রতিবাদ করিবার শক্তি নাই, প্রকারান্তরে কহিলেন।

> কিন্তু খণ্ডবাসী সুপণ্ডিত নরহরি।
> সরকার ঠাকুর যেঁহো প্রেমের গাগরী॥
> চৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্তেতে গণন।
> যাঁরে কৃষ্ণের নিত্য সখী কহে সাধুগণ॥
> তিঁহো মোরে কহে গৌরপূজা মতান্তরে।
> ইহার কারণ কিবা কহ প্রভু মোরে॥
> প্রভু কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমার্ণবে।
> ভক্তি অনুসারে পূজা সকলি সম্ভবে॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর এই গূঢ়বাক্যের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া অনেকে শ্রীগৌর-মন্ত্রে সন্দিহান হন, কিন্তু এরূপ সন্দেহের প্রশ্রয় ভাল নহে। খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর সুপণ্ডিত, তত্ত্বজ্ঞ, নিত্যসিদ্ধ। যিনি ব্রজে মধুমতী সখী বলিয়া বিখ্যাত এবং শ্রীপ্রভুপার্ষদগণ মধ্যে একজন প্রধান, তিনি স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্র স্বীকার করিতেছেন, ইহা যে শাস্ত্রে না দেখিয়াই কাল্পনিক কথায় নির্ভর করিয়া তিনি কহিতেছেন, ইহা মনে করা সঙ্গত নহে। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পত্নী সীতাঠাকুরাণী স্বামীর মতবহির্ভূত কথা বলিবার যোগ্য নহেন, তাঁহার মত সাধ্বীর পতিই শিক্ষাগুরু। তিনি যখন নিজ শিষ্যকে স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্রে গৌরপূজা ব্যবস্থা দিতেছেন, তখন তাহা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সম্মতই জানিতে হইবে। কারন, তাঁহার বাক্য স্বামীর শিক্ষাবহির্ভূত, ইহা হইতে পারে না। পিতার উপযুক্ত পুত্র, পরম তত্ত্বজ্ঞ, সুপণ্ডিত অচ্যুতানন্দ অবশ্য শাস্ত্রাদি দেখিয়াই গৌরমন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। গুরুসমীপে পাণ্ডিত্যগর্ব্বপ্রকাশ নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া শ্রীনরহরি ঠাকুরের মতের উল্লেখ করিয়া পিতার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার বাক্যের অধিকতর গৌরবই হইয়াছে। আর যদি শাস্ত্রে স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্র না থাকিত, তবে শ্রীঅদ্বৈত

প্রভুই বা কেন অচ্যুতের মতে মত দিবেন? শ্রীগৌরমন্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ অনন্তসংহিতা, শ্রীমহাপ্রভুর অবতার প্রকাশের পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু স্বয়ং গৌড়দেশে আনিয়াছিলেন, তবে কেন যে তিনি দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিলেন, তাহা তিনি যখন স্বয়ং কোন স্থানে প্রকাশ করেন নাই, তখন অনুমানে আমাদের কোন মিমাংসা করিতে যাওয়া অপরাধ। কারণ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর হৃদয় নিহিত গুহ্যকথা মাদৃশ ব্যক্তির বুঝিয়া লওয়া কেবল গর্ব্বান্ধতার পরিচয় মাত্র, তবে এই মাত্র বুঝিতে পারা যায়, দশাক্ষর মন্ত্রের প্রয়োগবিশেষে শ্রীকৃষ্ণের গৌরবর্ণ ধ্যান শ্রীনারদপঞ্চরাত্র গ্রন্থে আছে এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যে দিন মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ দেখিয়া পূজা করিয়াছিলেন, সে দিন গৌরগোবিন্দ বিগ্রহ দেখিয়াছিলেন, ইহাও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায়। এই দুই শাস্ত্রযুক্তি এবং সীতাদেবীর বাক্য লইয়া অনুশীল করিলে নিষ্ঠাই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। শ্রীসীতা-দেবীর বাক্য যথা—

সীতা কহে গৌরার্চ্চন অতি গুহ্য হয়।
ভক্তভেদে মতভেদ অনেক আছয়॥
মুনিভেদে শাস্ত্রভেদ আছে আদি অন্ত।
অধিকারী ভেদে শাস্ত্রে কহয়ে সিদ্ধান্ত॥
তেঞি সর্ব্ববিধ শাস্ত্র বাক্য সত্য সার।
অবিশ্বাসী জনে ভুঞ্জে নরক অপার॥
গৌর গৌরতত্ত্বে মতভেদ যেবা হয়।
সংক্ষেপে কহিব কিছু তাহার নির্ণয়॥
কেহ কৃষ্ণমন্ত্রে ভজে কেহ রামমন্ত্রে।
কেহ নৃসিংহাদি মন্ত্রে কেহ বা স্বতন্ত্রে॥
(স্বতন্ত্রে অর্থাৎ গৌরমন্ত্রে।)
বস্তুতত্ত্বে সর্ব্ব অবতারী গোরারায়।
যে যৈছে ভজয়ে তাঁরে সেই তৈছে পায়॥

প্রভু মোর (অদ্বৈত) কহে নিমাই শ্রীনন্দনন্দন।
শুক্লাম্বর কহে নিমাই স্বয়ং নারায়ণ॥
মুরারী কহয়ে নিমাই মোর রামচন্দ্র।
শ্রীনৃসিংহ বলি গায় শ্রীনৃসিংহানন্দ॥
পণ্ডিত জগদানন্দ গৌরভক্ত সূর।
কাশীমিশ্র নরহরি সরকার ঠাকুর॥
শ্রীরঘুনন্দন আর ত্রিলোচন দাস।
পুরুষোত্তম বাসুঘোষ আদি কৃষ্ণদাস॥
পণ্ডিত গদাই আর দাস গদাধর।
শিবানন্দ বৈদ্য কর্ণপূর প্রেমাকর॥
এ সব মহান্ত গৌর বিনা নাহি জানে।
তেঞি গৌরমন্ত্রে পূজে স্বতন্ত্র বিধানে॥
রুদ্র জামলোক্ত ধ্যান মন্ত্র অনুসারে।
বিধিমতে পূজয়ে শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরে॥
জানো মুই তো সভার গৌরগত প্রাণ।
তেঞি তুঁহে কহি গৌর সাধন সন্ধান॥

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র চরিত।

এই পদেই পূর্ব্বতর্ক সম্পূর্ণ মিমাংসিত হইয়াছে। কারণ, সকল মন্ত্রই তাঁহারই, যাঁহার যাহাতে নিষ্ঠা, তিনি সেই মন্ত্রেই পূজা করুন, ইহাতে মূল উদ্দেশ্যের ব্যাঘাৎ নাই, তবে এখানে একটী কথা বলিতে হইতেছে। সাক্ষাৎ শ্রীগৌরবিগ্রহের পূজা সকল প্রকার বৈষ্ণবমন্ত্রে হইবার কোন বাধা নাই। কারণ, তাঁহাতে কোন নাম, মন্ত্র ও মূর্ত্তির অসদ্ভাব নাই। যিনি যে মন্ত্রেই পূজা করুন, আর যিনি যে ভাবেই দেখুন, তাহা সেই গৌরমূর্ত্তিতেই দেখিতেছেন এবং সেই গৌরমূর্ত্তিতেই পূজা করিতেছেন, নিষ্ঠাভেদে ইহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু নিত্যকর্ম্মকালে উদ্দেশে তাঁহার পূজা করিতে হইলে শ্রীগৌরধ্যান মন্ত্রেই করা উচিত। কারণ, ধ্যানের দ্বারা রূপের ও মন্ত্রের দ্বারা

নামের নির্দ্দেশ হয়। অতএব উদ্দেশে পূজা অন্য ধ্যান মন্ত্রে হওয়া বিশেষ নহে। আর এক কথা, প্রভুর পার্ষদগণ যে বিবিধ মন্ত্রে গৌর পূজা করিয়াছেন, তাহা আমাদের অনুকরণীয় নহে, ততদূর গৌরনিষ্ঠা আমাদের নাই। অতএব আমাদের পরবর্ত্তী মহান্ গণের আচরণ অনুকরণীয়।

যিনি ব্রজে গূঢ় বিলাস করিয়াছেন, তিনিই তাহা শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া জীবের গোচর করাইয়াছেন। তাঁহার অপ্রকটের পর তিনিই আবার শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত সহিত শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দে আবিষ্ট থাকিয়া শ্রীগৌরতত্ত্বের সহিত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব কি রূপে ভজনা করিতে হয় তাহা জীবকে দেখাইয়াছেন। অতএব সাধক জীবের ভজন শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও তাঁহার পরিকরগণের অনুকরণে হওয়াই সুযুক্তি। তাঁহারা জীবশিক্ষার জন্য যে শ্রীগুরু, গৌর, গোবিন্দ তত্ত্ব একত্রে উপাসনা করিয়াছেন, জীবের সেই আদর্শ গ্রহণীয়। কারণ, গৌরপার্ষদগণের গভীর ভজনতত্ত্ব তাঁহারাই উপদেশ পাইয়াছিলেন।

শ্রীনরোত্তম প্রভুর প্রধান শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, বালুচরের গাম্ভীলাপল্লী ইহাঁর বাসস্থল। ইহাঁর দত্তক পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ ঠাকুর মহাশয়, ইনি শ্রীনরোত্তম প্রভুর অপর শিষ্য সৈদাবাদ নিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্যের পুত্র। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ইহাঁকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণচরণ ঠাকুর মহাপণ্ডিত এবং সিদ্ধ ভক্ত ছিলেন, ইহাঁর শিষ্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, ইনি ষোড়শশতাব্দীর মধ্যভাগে নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর নামান্তর হরিবল্লভ, পদাবলীতে এই নামই ব্যবহৃত হইয়াছে। রামভদ্র ও রঘুনাথ নামে ইহাঁর দুই অগ্রজ ছিলেন, পিতার নামের বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। শ্রীবিশ্বনাথ বাল্যকালে স্বদেশে ব্যাকরণাদি প্রাথমিক পাঠ সমাধা করিয়া মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী সৈদাবাদ গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অলঙ্কারকৌস্তভ গ্রন্থের "সুবোধিনী" নাম্নী টীকা এই স্থানেই বিরচিত হয়। ইনি শেষ বয়সে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবত টীকা সেই স্থানেই লিখিত হয়। এই "সারার্থদর্শিনী" টীকা ১৬২৬ শকে মাঘমাসে শেষ হয়। এই গ্রন্থই তাঁহার শেষ গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ব্যতীত ৩ সারার্থবর্ষিণী (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা)। ৪ সুখবর্ত্তিনী (আনন্দবৃন্দাবনচম্পুর টীকা)। ৫ বিদগ্ধমাধব গ্রন্থের

টীকা। ৬ আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের টীকা)। ৭ গোপালতাপনী শ্রুতির টীকা। ৮ কবিরাজগোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকা। ৯ শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কৃত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার সংস্কৃত টীকা। এই নয়খানি টীকা এবং ১০ শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত। ১১ চমৎকার চন্দ্রিকা। ১২ গোপী-প্রেমামৃত। ১৩ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুরবিন্দু। ১৪ উজ্জ্বলনীলমণি কিরণ। ১৫ ভাগবতামৃতকণিকা। ১৬ রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা। ১৭০ মাধুর্য্যকাদম্বিনী। ১৮ ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী। ১৯ গৌরাঙ্গলীলামৃত। ২০ সঙ্কল্পকল্পদ্রুম। ২১ স্বপ্ন-বিলাসামৃত। ২২ বংশীলীলামৃত। ২৩ গৌরগণোদ্দেশচন্দ্রিকা। ২৪ স্তবামৃত-লহরী। ২৫ প্রেমসম্পুট ইত্যাদি বহু বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীবল-দেব বিদ্যাভূষণ এই মহাপুরুষের ছাত্র। বৈষ্ণবগণের কোন বেদান্ত ভাষ্য না থাকায়, জয়পুর রাজধানীর অন্তর্গত গলতা গ্রামে শ্রীগোপালদেবের মন্দিরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সেবাধিকার লইয়া অন্য সম্প্রদায় বৈষ্ণবের সহিত এক বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় অত্যন্ত প্রাচীন, উত্থান শক্তি রহিত, তাঁহার আদেশে তাঁহার ছাত্র, বলদেব বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রবিচারে জয়লাভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সেবাধিকার রক্ষা করেন। এই বিদ্যা-ভূষণের বেদান্তভাষ্যের নাম "গোবিন্দভাষ্য।" বলদেব যাঁহার ছাত্র তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞতার আর কি পরিচয় দিব। আর তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলীই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞতার পরিচয়। তাঁহার সিদ্ধির পরিচয় অন্য আর কি দিব, পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই দেখুন।

> বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
> ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়া ভবৎ॥

ভক্তিপথপ্রদর্শনহেতু বিশ্ব অর্থাৎ জগতের নাথ (গুরু) এবং ভক্তিচক্রে বর্ত্তমান হেতু চক্রবর্ত্তী। এই শ্লোকেই তাঁহার যথেষ্ট পরিচয়। আমরা এই পুস্তকের অধিকাংশ স্থলে এই মহাত্মার মত গ্রহণ করিয়াছি এবং পরেও করিতে হইবে। এই জন্য প্রসঙ্গতঃ শ্রীচক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল। শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য জগন্নাথ দাস, নিবাস মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রেঞাপুর। ইহার পুত্র নরহরি দাস, নামান্তর ঘনশ্যাম দাস। ইনিও শ্রীচক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য। ভক্তি

রত্নাকর, নরোত্তম বিলাস, প্রভৃতি বহু বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ ইহার প্রণীত। এই শ্রীনরহরিচক্রবর্ত্তী বৈষ্ণবসমাজে ঘনশ্যাম ঠাকুর নামে বিখ্যাত। পদ্ধতিপ্রদীপ নামে একখানি বৈষ্ণবপদ্ধতি ইঁহার সংগৃহীত, তাহা কেহ কেহ শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির পদ্ধতিও কহিয়া থাকেন। কিন্তু গ্রন্থশেষে ঘনশ্যাম দাসেরই নাম দেখা যায়। যাহা হউক সেই প্রাচীন পদ্ধতিতে গৌরার্চ্চন প্রণালী কিরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের অবগতি নিমিত্ত নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে প্রথম শ্রীনবদ্বীপ স্মরণ, তার পর গৌরধ্যান, তদনন্তর এইরূপ ক্রমে স্মরণ পদ্ধতি হইয়াছে, যথা—

ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং তদ্বামে শ্রীগদাধরং।
প্রেমানন্দপ্রদং শ্রীমন্নিত্যানন্দঞ্চ দক্ষিণে॥
পুরোঽদ্বৈতং তথা শ্রীমান্ শ্রীবাসাদিংশ্চ চিন্তয়েৎ॥
তচ্চতুর্দ্দিক্ষু ভক্তমণ্ডলং মধ্যে শ্রীগুরুদেবং ধ্যায়েৎ॥
যথা—
শ্রীগুরুং গৌরহৃদয়ং শান্তং করুণশালিনং।
বরাভয়করং ধ্যায়েৎ প্রলসৎ তিলকালিকং॥
তত্র আত্মানং উদ্দাসরূপং বিচিন্তয়েৎ। যথা—
দিব্যং শ্রীহরিমন্দিরাঢ্যমলিকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং।
বক্ষঃ শ্রীহরিনাম বর্ণসুভগং শ্রীখণ্ডলিপ্তং ততঃ॥
শুভ্রশ্লক্ষ্ণ নবাম্বরং বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং।
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিকটে সেবোৎসুকামাত্মনঃ॥
ততঃ পরিচর্য্যাং বিধায়—
শ্রীমৎ পরমগুর্ব্বাদি প্রেমভক্তিপ্রদায়কং।
চিন্ত্যতাং পরমাহ্লাদজনকং ক্রমপূর্ব্বকং॥

তার পর শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ, শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান, শ্রীরাধা ধ্যান এবং ষোড়শ বেশাদি স্মরণ তদনন্তর নিম্নলিখিত মত স্মরণ পদ্ধতি চলিয়াছে, যথা—

তত্র মণ্ডলীমধ্যে গুরুরূপা সখীং ধ্যায়েৎ।
যথা—
চিদানন্দরসময়ীং দ্রুতহেম সমপ্রভাং।
নীলবস্ত্রপরিধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং॥
রাধিকাকৃষ্ণয়োঃ পার্শ্ববর্ত্তিনীং নবযৌবনাং।
গুরুরূপাসখীং ধ্যায়েৎ সদানন্দপ্রদায়িনীং॥
ততঃ শ্রীগুরোরাজ্ঞাং গৃহিত্বা
আত্মানং বৃন্দাবনস্থং চিন্তয়েদযথা—
কিশোরীং গোপবনিতাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
পৃথুতুঙ্গ কুচদ্বন্দ্বাং চতুঃষষ্ঠীকলান্বিতাং॥
নিগূঢ়ভাবাং গোবিন্দে মদনানন্দমোদিনীং।
নানারস কলালাপ শালিনীং দিব্যরূপিণীং॥
সঙ্গীতরসসঞ্জাত ভাবোল্লাসভরান্বিতাং।
ললিতাদি সখীঙ্গিতজ্ঞা পরাতি মনোরমাং॥
দিবানিশং মনোমধ্যে দ্বয়োঃ প্রেমভরাকুলাং।
এবমাত্মানমনিশং ভাবয়েৎ ভক্তিমাশ্রিতঃ॥
ততঃ।
শ্রীমৎ পরমগুর্ব্বাদি সখীরূপাং স্বরঙ্গিণীং।
চিন্ত্যতাং ক্রমপূর্ব্বাং তাং প্রেমানন্দপ্রদায়িনীং॥

এইরূপক্রমে প্রণামান্তে বাহ্য উপচারেও এইরূপ পূজা লিখিত হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত কিঞ্চিৎ এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হইল। শ্রীগৌর-পূজা দুই প্রকার, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহার দ্বিতীয়টী লেখা হইল, এক্ষণ প্রথমোক্তরূপ পূজার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে।

শ্রীমহাপ্রভুর শক্ত্যাবিষ্ট হইয়া অম্বুয়া মুলুকের নকুল ব্রহ্মচারী মহাপ্রেমাবিষ্ট হইয়া গৌরদেশে আগমন করিলেন। ভক্তগণ ব্রহ্মচারী দেহে গৌরাবেশ জানিয়া, তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিলেন, কিন্তু শিবানন্দ সেন সন্দেহপ্রযুক্ত পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। মনে করিলেন, যদি তিনি আমার আগমন জানিতে পারিয়া আপনি ডাকিয়া লন এবং আমার ইষ্টমন্ত্র কি বলিতে পারেন, তাহা হইলে জানিব তাঁহাতে যথার্থই শ্রীগৌরচন্দ্রের আবেশ আছে। শক্ত্যাবিষ্ট ব্রহ্মচারী শিবানন্দের ইচ্ছা জানিলেন, তাঁহাকে ডাকাইলেন এবং কহিলেন—

ব্রহ্মচারী বলে তুমি করিলে সংশয়।
এক মন হৈয়া তাহা শুনহ নিশ্চয়॥
গৌরগোপাল মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করেছ অন্তর॥
তবে শিবানন্দ মনে প্রতীতি হইল।
অনেক সম্মান করি বহু ভক্তি কৈল॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই শ্রীচরিতামৃতোক্ত পদ্যে প্রমাণিত হইতেছে, শ্রীপ্রভুপার্ষদগণের মধ্যেও গৌরমন্ত্র প্রচলিত ছিল। ইহাঁরা তন্ত্রোক্ত গৌরমন্ত্রে তান্ত্রিক বিধানে গৌরচন্দ্রের উপাসনা করিতেন। তান্ত্রিক গৌরমন্ত্র পূজা পুরশ্চারণাদি পরপরিচ্ছেদে প্রকাশিত হইবে।

এই সকল প্রাচীন পদ্ধতি পাঠে শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা যে আমাদের নিত্যকর্ম্ম ইহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ভরসা করি যে সকল বৈষ্ণব শ্রীগৌরাঙ্গের পৃথক্ উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, এই কয়েক পরিচ্ছেদের লিখিত প্রাচীন প্রমাণ গুলি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ ও পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। ইহাতেও যাঁহাদের চৈতন্য না হইবে, বুঝিব তাঁহাদের প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপা নাই। কারণ, তিনিই ভক্তিপ্রদাতা। মনুষ্য মনুষ্যকে সতর্ক করিতে পারে, চৈতন্য করিতে পারে না। প্রাচীন ভক্তগণ অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের

উপদেশ জন্য শাস্ত্র রাখিয়া গিয়াছেন। অধুনা মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে কোন শাস্ত্রই দুষ্প্রাপ্য নহে, সমাজে সুবিজ্ঞ সদুপদেষ্টারও অভাব নাই, শ্রীগৌর কৃপায় অনেক মহাত্মা জীবের হিতকামনা করিতেছেন, ইহাতেও যদি আমরা আপন অবশ্য কর্ত্তব্যানুসরণে বিরত থাকি, তাহা অপেক্ষা আর আমাদের অধঃপতন কি?

বন্ধুগণ! বিষয়ী হইলেই যে তাহাকে নিয়ত অর্থানুসন্ধানে প্রাণপাত করিতে হইবে, ইহা নিতান্ত কুধারণা। শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ ও ভক্তগণ মধ্যেও অনেকে বিষয়ী ছিলেন, তাঁহাদের অনুকরণ না করিয়া আমরা কোন্ চণ্ডালের অনুকরণ করিতেছি? আমাদের সেই ধর্ম্ম অর্থ বিজড়িত প্রাচীন ভারতীয় গার্হস্থ্যধর্ম্ম কোথায় গেল? আমাদের পবিত্রস্বভাব পূর্ব্বপুরুষগণ কিরূপ আচরণ করিয়াছেন, সেই পবিত্র বীর্য্য কি আমাদের পাপ শরীরে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? হায়! আমরা মনুষ্যকুলে জন্ম লইয়া ইতর পশুর ন্যায় শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া পরকালের পথে কণ্টক বিকীর্ণ করিতেছি? যে কলিতে শ্রীগৌরচন্দ্রের অবতার, সেই কলিতে আমাদের মনে এত অন্ধকার? অতএব আমাদের পশ্বাধিক মানব জন্মে ধিক্।

ইতি চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তান্ত্রিক গৌরপূজা ও গৌরমন্ত্র রহস্য।

জীবের উপাস্য ভগবান্ নিত্য, সত্য বস্তু। উপাসনোপলক্ষিত সনাতন ধর্ম্মও সত্যমূলক। উপাসকের অভীষ্টসিদ্ধি সত্যগর্ভে নিহিত। সিদ্ধিপ্রাপ্তির চরমফল—পরম পুরুষার্থ প্রেম সত্যেই পরিপুষ্ট, এই নিখিল জগৎ সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। সত্যাসত্য বিরোধস্থলে চিরকাল সত্যেরই জয় দেখা যায়,

তাহার কারণ সত্য ঈশস্পর্শী, নিরাময়, নিত্যবস্তু। অসত্য, অনিত্য, মায়িক, আগন্তুক ভ্রান্তি মাত্র। এই জন্য তাহা উল্কাপিণ্ডের ন্যায় অস্থায়ী, সত্যালোক সূর্য্যপ্রতিম এই জন্য তাহা সকল তেজের উপর প্রভাব প্রকাশ করে। নিবিড় নীলিম জলদজাল সহসা জগৎ তমসাচ্ছন্ন করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা আগমাপায়ী, সুতরাং ক্ষণকাল স্বাধিপত্য বিস্তার করিয়া পরিশেষে সূর্য্যকেই সত্যমূলে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত ক্ষণমাত্রে প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণীমাত্রেরই ভীতি সঞ্চার করে, কিন্তু তাহার স্থায়িত্ব কতক্ষণ! শেষে শান্তিসমীরহিল্লোলই জগৎ প্রফুল্ল করিয়া সত্যমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভ্রান্তি সহচরী কুতর্কঝটিকাও সহসা সমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করে বটে, কিন্তু তাহা সত্যকে বিচলিত করিতে পারে না। ক্রমে যাহা সত্য, তাহাই প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীগৌরচন্দ্রের স্বতন্ত্র পূজা ও মন্ত্র লইয়া সমাজে কত কত কুতর্কঝটিকা উত্থিত হইয়া অনেকানেক মহাবৃক্ষকেও বিচলিত করিয়াছিল, কিন্তু কালে সত্যেরই জয় হইয়াছে। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের তান্ত্রিক পূজা ও মন্ত্ররহস্যে কাহারও সন্দিগ্ধতা থাকিতে পারে না। বিশেষ "নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোক দ্বারা কলিযুগে তান্ত্রিকমন্ত্রে তান্ত্রিক বিধানে তাঁহার পূজা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এবং—

এ সব মহাতত্ত্ব গৌর বিনা নাহি জানে।
তেঞি গৌরমন্ত্রে পূজে স্বতন্ত্র বিধানে॥
রুদ্রযামলোক্ত ধ্যান মন্ত্র অনুসারে।
বিধিমতে পূজয়ে শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরে॥

এই কৃষ্ণমিশ্রচরিতোক্ত পদ্যে ইহা প্রাচীন শ্রীগৌরভক্তগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। সেই তান্ত্রিকমন্ত্রে তান্ত্রিক বিধানে শ্রীপ্রভুর স্বতন্ত্র পূজা কি, তাহাই এই পরিচ্ছেদে (যতদুর সংগৃহীত হইয়াছে) লিখিত হইতেছে। মন্ত্ররহস্য অতি গোপনীয়, সাধারণ গ্রন্থে প্রকাশযোগ্য নহে, কিন্তু এই বৈষ্ণবগ্রন্থ ভক্তজনেরই সমাদৃত। তাই সাহসী হইতেছি, তবে মন্ত্রোদ্ধার না করিয়া কেবল সাঙ্কেতিক শ্লোকচ্ছন্দেই লিখিত হইল, সুবিজ্ঞ পাঠকগণ অবশ্যই তাহা বোধগম্য করিতে পারিবেন। মন্ত্র প্রকাশ জন্য অপরাধ শ্রীগৌরচন্দ্র স্বনাম মাহাত্ম্যে মুক্ত করুন।

কৃষ্ণমিশ্রচরিতধৃত রুদ্রযামলোক্ত মন্ত্র ও
পূজাবিধি যথা—

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি চৈতন্যমন্ত্রমুত্তমং।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ ভবাব্ধৌ ন নিমজ্জতি॥
তন্মন্ত্রং শৃণু দেবেশি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপকং।
কামবীজং সমুদ্ধৃত্য ছাদ্যবর্ণং সমুদ্ধরেৎ॥
দক্ষিণাক্ষিসমাযুক্তং নাদবিন্দুবিভূষিতং।
চৈতন্যায় ততঃ পশ্চাৎ পুনঃ কামং সমুদ্ধরেৎ॥
সপ্তাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বমন্ত্রপ্রদীপকঃ।
জীবানাং মুক্তিদো মন্ত্রো ধর্ম্মকামার্থদায়কঃ॥
একোচ্চারেণ দেবেশি কিং পুনর্ব্রহ্ম কেবলং।
আদ্যবীজেন দেবেশি ষড়ঙ্গাদীন্ প্রকল্পয়েৎ॥
ধ্যানং শৃণু মহামায়ে যথা তন্ত্রানুসারতঃ।
যং ধ্যাত্বা পামরো লোকঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥
দ্বিভুজং গৌরবর্ণঞ্চ বরদাভয়পাণিকং।
হরিনামাঙ্কিততনুং বনমালাবিভূষণং॥
আনন্দাশ্রুকলাপূর্ণং পুলকাবলিবিহ্বলং।
কৈবল্যদায়কং শান্তং ভজেৎ ত্রিভুবনেশ্বরং॥
ইতি ধ্যাত্বা মহেশানি পুষ্পং দদ্যাত্তু মস্তকে।
মানসৈঃ পূজনং কৃত্বা ততোহর্ঘ্যস্থাপনঞ্চরেৎ॥
পুনরঙ্গন্তু সংযোজ্য পুনর্ধ্যাত্বা তু সাধকঃ।
আবাহ্যপূজয়েৎ ভক্ত্যা ষোড়শৈরুপচারতঃ॥
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সাধ্যনাম তথোচ্চরেৎ।
চতুর্থ্যন্তেন সংযোজ্য পূজয়েচ্চ যথাবিধিঃ॥

শতমন্ত্রোত্তরং জপ্ত্বা গীতাদ্যৈঃ প্রণমঞ্চরেৎ।
প্রদক্ষিণঞ্চ গানাদ্যৈশ্চৈতন্যস্য বিশেষতঃ॥
অশুচির্বা শুচির্বাপি যো জপেন্মন্ত্রমেকতঃ।
ভবাব্ধিং দুস্তরং তীর্ত্বা সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ॥
হরিকীর্ত্তনমধ্যে তু যদি মন্ত্রপরায়ণঃ।
জিত্বাখিলান্ ষড়ূর্ম্ম্যাদীন্ অন্তে বিষ্ণুস্বরূপকং॥
ইতি মন্ত্রং মহেশানি তব প্রীত্যা ময়োদিতং।
সন্ন্যাসিনামুপাস্যেনং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥
বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় শিববিষ্ণুরতায় চ।
জিতেন্দ্রিয়ায় সত্বায় নির্ম্মলায় মহাত্মনে॥
বিষ্ণুভক্তায় শৈবায় সংযমাদি রতায় চ।
দদ্যাদ্ভক্তায় শান্তায় ন দদ্যাৎ নিন্দকায় চ॥
ইতি রুদ্রযামলে শিবপার্ব্বতীসম্বাদে শ্রীচৈতন্য-
মন্ত্রোদ্ধারো নাম দ্বাত্রিংশৎ পটলঃ।

অপিচ, ঊর্দ্ধাম্নায়সংহিতায়াং ব্যাসনারদসম্বাদে যথা—
শ্রীব্যাস উবাচ।
কেন রূপেন ভগবান্ পূজিতঃ স্যাৎ সুখাবহঃ।
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে তন্মে বদ দয়ানিধে॥
শ্রীনারদ উবাচ।
কৃষ্ণরূপেন ভগবান্ কলৌ পাপপ্রণাশকৃৎ।
গৌররূপেন ভগবান্ ভাবিতঃ পূজিতস্তথা॥
শ্রীব্যাস উবাচ।
মহাপাতকরাশীংশ্চ দহত্যাশু ন সংশয়ঃ।
কেন মন্ত্রেণ ভগবান্ গৌরাঙ্গঃ পরিপূজিতঃ।

সুখাবহঃ স্যাৎ লোকানাং তন্মে ব্রূহি মহামুনে ॥
শ্রীনারদ উবাচ।
অহো গূঢ়তমঃ প্রশ্নো ভবতা পরিকীর্ত্তিতঃ।
মন্ত্রং বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্ মহাপুণ্যপ্রদং শুভং ॥
ওঁ গৌরায় নম ইত্যেষ মন্ত্রো লোকেষু পূজিতঃ।
দ্বিভুজং স্বর্ণরুচিরং বরাভয়করং তথা ॥
প্রেমালিঙ্গনসম্বদ্ধং গৃণন্তং হরিনামকং।
মায়ারমানঙ্গবীজৈর্বাগ্বীজেন চ পূজিতঃ ॥
ষষ্ঠাক্ষরঃ কীর্ত্তিতোহয়ং মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ।
এবং বহুবিধা ব্রহ্মন্ মন্ত্রাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
বর্ণলক্ষং জপেৎ মন্ত্রং দশাংশশ্চ মধুপ্লুতৈঃ।
তুলসীপত্রসংযুক্তৈর্জুহুয়াৎ পঙ্কজৈঃ শুভৈঃ ॥
ভক্তান্ সংভোজয়েৎ তত্র পুরশ্চর্য্যাবিধৌ সদা।
হরিসঙ্কীর্ত্তনং ব্রহ্মন্ সদা কার্য্যং দয়ান্বিতৈঃ ॥
দেবদ্বিজাতি নিন্দাঞ্চ মনসা পরিবর্জ্জয়েৎ।
গঙ্গাতীরে কুরুক্ষেত্রে বারাণস্যাং বিশেষতঃ ॥
বৃন্দাবনে চ মন্ত্রোহয়ং সাধিতঃ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
পুরুষোত্তমে চ মন্ত্রোহয়ং শীঘ্রং সিদ্ধ্যতি সাধিতঃ ॥
ইতি শ্রীঊর্দ্ধাম্নায়সংহিতায়াং গৌরমন্ত্রোদ্ধারো
নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

অথ ঈশান সংহিতায়াং।

তত্র শ্রীপার্ব্বতীং প্রতি শ্রীমহাদেব বাক্যং যথা—
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
যুগে যুগে তনুং গৃহ্য হরিরব্যয়মৈশ্বরং।

চতুর্ব্বর্গপ্রদোবিষ্ণুঃ কলৌ মানুষবিগ্রহঃ ॥
তস্য মন্ত্রান্ প্রবক্ষ্যামি কল্পবৃক্ষানিব প্রিয়ে।
যান্ শ্রুত্বা মানবোনিত্যং নান্যমন্ত্রং সমীহতে ॥
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য ঙেন্তং গৌরাঙ্গমুদ্ধরেৎ।
হৃদয়ান্তো মনুঃ সোঽয়ং গৌরাঙ্গস্য ষড়ক্ষরঃ ॥
মহাপ্যয়ং মহামন্ত্রঃ বাঞ্ছাধিকফলপ্রদঃ।
মায়াদিক তদন্তশ্চেন্মন্ত্রোঽয়ং সুরপাদপঃ ॥
অপরং শৃণু চার্ব্বঙ্গি মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে।
আদৌ মায়াং সমুচ্চার্য্য গৌরচন্দ্রং ততোবদেৎ ॥
ঙেযুক্তং চৈব দেবেশি ততোমায়াং সমুদ্ধরেৎ।
এষঃ সপ্তাক্ষরো মন্ত্রঃ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ ॥
গঙ্গাগর্ভে সরিত্তীরে তীর্থস্থানে সুপুণ্যদে।
দেবালয়ে পুণ্যভূমৌ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে ॥
পুরশ্চর্য্যাং বিনা দেবি গৌরচন্দ্রশ্চ মোক্ষদঃ।
কৃষ্ণবিদ্যাহিতো দেবি সপর্য্যাবিধিরুত্তমঃ ॥
বিশেষং কথয়াম্যত্র শৃণু দেবি প্রিয়ম্বদে।
স্নানান্তং কর্ম্মসম্পাদ্য ধৌতবস্ত্রং বিধারয়েৎ ॥
গোপীচন্দন তোয়াভ্যাং তিলকং ধারয়েৎ সুধীঃ।
আচম্য পূর্ব্বদিগ্বক্ত্রঃ সন্ধ্যাতর্পণ কর্ম্মণী ॥
নিষ্পাদ্য ভক্তিযোগেন গৌরাঙ্গং পূজয়েৎ প্রিয়ে।

ইতি ঈশানসংহিতা বচনং ॥

দ্বাদশাক্ষরঃ শ্রীগৌরমন্ত্রঃ।
শ্রীচৈতন্যতত্ত্বদীপিকায়াং, যথা—
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ বদ্ধাগৌরং প্রপূজয়েৎ।

প্রণবাদি সমাযুক্তং নমস্কারান্ত কীর্ত্তিতং ॥
স্বনাম সর্ব্বসত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে।
অনেনৈব বিধানেন গন্ধপুষ্পে নিবেদয়েৎ ॥
অতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় প্রণবাদিনা।
নমোঽন্তেন পুমান্ ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ ॥
শ্রীমদুত্তর ভাগবতে।
শ্রীচৈতন্যকবচং, যথা—
শিরো মে পাতু চৈতন্যো ভালং বিশ্বম্ভরঃ প্রভুঃ।
নয়নে শ্রীগৌরচন্দ্রঃ শ্রবণে দ্বিজনন্দনঃ ॥
গণ্ডৌ শচীসুতো নাসাং জগন্নাথাত্মজোঽবতু।
রসনাং কৃষ্ণচৈতন্যস্তালুকৃষ্ণোঽধরং মুহুঃ ॥
ওষ্ঠং বিষ্ণুপ্রিয়ানাথো দন্তপংক্তিং দ্বিজোত্তমঃ।
বাচং সঙ্কীর্ত্তনানন্দঃ স্বরূপানন্দবিগ্রহঃ ॥
চিবুকং ধরণী দেবো বিশ্বরূপানুজোমুখং।
লক্ষ্মীনাথং কণ্ঠদেশং গ্রীবাং ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥
স্কন্ধযুগ্মং দ্বিজপ্রাণো মনঃ পাতু শচীসুতঃ।
নাম-সূত্রধরঃ কুক্ষিং হৃদয়ং নামতৎপরঃ ॥
কুমতিধ্বংসনো নাভিং কটিদেশং করঙ্গধৃক্।
ধ্বজং দণ্ডধরঃ পাতু উরু ন্যাসিশিরোমণিঃ ॥
জানূ কাষায়বসনো জঙ্ঘে পাতু দ্বিজোত্তমঃ।
গুল্ফযুগ্মং দ্বিজঃ পাতু পাদৌ ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥
গদাধরপ্রিয়প্রাণো দেহং পাতু চ সর্ব্বদা।
শয়নে মাং সদা পাতু নিত্যানন্দৈকবান্ধবঃ ॥
ভোজনে পাতু মাং নিত্যমদ্বৈতৈককৃতাত্মভুক্।

পাতু মাং গমনে শ্রীমদ্গয়াগমনতৎপরঃ ॥
শ্রীমদ্বীরাসনাসীনো মামাসীনং সদাবতু।
শ্রীমদ্ভাগবতাধ্যায়ী কথনে পাতু মাং সদা ॥
ভগবৎপাদসেবায়াং পাতু মাং ভক্তরূপধৃক্।
গুরুপাদার্চ্চনে শিক্ষাগুরুর্ম্মাং পাতু নিত্যশঃ ॥
সর্ব্বেশ্বরো গৌরহরিঃ সর্ব্বতঃ পাতু মাং সদা।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে পর্ব্বতারোহণে তথা।
দুর্গবর্ত্মনি বৃক্ষে চ পাতু মাং ভক্তবৎসলঃ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য কবচং।

শ্রীভগবান্ অনন্ত, তাঁহার মন্ত্রাদিও অনন্ত এবং শাস্ত্রও অনন্ত। বহু বহু শাস্ত্র গৌরচন্দ্রের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, শাস্ত্র সমুদ্রের পার নাই। আমি যতদূর পারিলাম শ্রীগৌরচন্দ্রের তান্ত্রিক পূজা, মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম; বহু বহু বিজ্ঞ পাঠক ইহা অপেক্ষাও বেশী জানেন। যে সকল তন্ত্র হইতে এই সকল মন্ত্রাদি সংগৃহিত হইল, সেই সকল তন্ত্র অতি বিখ্যাত, বহু বহু সংগ্রহকার উহা হইতে অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সকল তন্ত্রোক্ত কৃষ্ণমন্ত্র বৈষ্ণবসমাজে আদান প্রদান চলিতেছে এবং বহু বহু প্রাচীন ভক্তগণ এই সকল তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসাধনে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এখনও অনেকে হইতেছেন। অতএব এতাদৃশ প্রত্যক্ষ শাস্ত্রাদিতে যাঁহারা সন্দিহান হইয়া, চিত্ত কলুষিত করেন, তাঁহারা ধন্য! শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ উভয় মূর্ত্তিই নিত্য, উভয় মূর্ত্তিই উপাস্য, উপাসিত ও শাস্ত্রসিদ্ধ। যখন ঐ উভয় বর্ণের ধ্যান শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন কৃষ্ণ মন্ত্র আছে, গৌরমন্ত্র নাই, এরূপ ভ্রান্তবাদ কোন সুবিজ্ঞ আস্তিক ব্যক্তিই মনে স্থান দিতে পারেন না। তবে শ্রীগৌরচন্দ্রের ধ্যান পূজা মন্ত্রাদি শাস্ত্র মধ্যে এবং বৈষ্ণবসমাজে অতি গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন, এই জন্য অনেকের নিকট ইহা অপরিচিত বা নবপরিচিত বলিয়াই অল্পদর্শী ব্যক্তিগণের তর্কের বিষয়ীভূত হয়। সুবিজ্ঞ গৌরতত্ত্বদর্শী শ্রীপাদ গোস্বামিগণ ও তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবগণ কর্তৃক এই সুদুর্ল্লভ কলিযুগোপযোগী শ্রীগৌর রহস্য

সমাজে যতই প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। আমরা প্রার্থনা করি, শ্রীগৌর-তত্ত্বজ্ঞ প্রভুপাদগণ এমন উপাদেয় বস্তু, এমন গৌরতত্ত্বপিপাসু সমাজে আর পরম রহস্য বোধে গুপ্ত না রাখিয়া, জগৎকে বিতরণ করুন। আমরা নিতান্ত অল্পদর্শী, তাঁহাদের কৃপায় ধন্য হই এবং সন্দিগ্ধচেতা ব্যক্তিগণ বিশেষ অবগত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল করুন। জগৎ ধন্য হউক, কলিযুগের সার্থকতা হউক।

ইতি পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্বনিরূপণ—শ্রীগুরুতত্ত্ব।

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাভূমি এই গৌড়মণ্ডল। মথুরামণ্ডলে ও গৌড়মণ্ডলে মহিমার তারতম্য নাই। উভয় মণ্ডলই শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি। বরং মহিমায় গৌড়মণ্ডলই শ্রেষ্ঠ অনুমিত হয়, কেন না, ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের যে আশা অপূর্ণ, তাহা গৌড়মণ্ডলেই পূর্ণ হয়। অতএব এই গৌড়মণ্ডল শ্রীভগবানের পরিপূর্ণতম ধাম। মাথুরমণ্ডলে যেমন শ্রীবৃন্দাবন নিত্যধাম, গৌড়মণ্ডলে সেইরূপ শ্রীনবদ্বীপ নিত্যধাম। মথুরামণ্ডলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন দেহে নিত্যলীলা আস্বাদন করেন, গৌড়মণ্ডলে এক দেহে। সেখানে যে লীলা গুহ্য, এখানে সকলেই তাহার অধিকারী। মথুরামণ্ডলের ন্যায় এই গৌড়মণ্ডলেরও যেন সর্ব্বত্র গৌরলীলা মাখা। উভয় মণ্ডলই দেবদুর্ল্লভ, চিন্ময়ভূমি। ব্রজভূমিতে জন্ম যেমন দেববাঞ্ছিত, ভূরিপুণ্যসাপেক্ষ, গৌড়মণ্ডলেও তাই, কিন্তু মথুরামণ্ডলে যাও, দেখিবে, ব্রজবাসী কানাইয়ালাল নামে উন্মত্ত, রাধারাণী কিষনজী নামে তাহাদের হৃদয় মন বাক্য ভরিয়া আছে, অন্য ভাব নাই। যাহাতে অনুমাত্রও সে অভাব আছে, এমন হৃদয়

সেখানে বোধ হয় পশু পক্ষী প্রভৃতিতেও নাই, কিন্তু শ্রীগৌড়মণ্ডলে সে অভাব অনেক, গৌড়মণ্ডলে শ্রীগৌরনামে উন্মত্ত হৃদয় অল্পই দৃষ্ট হয়। যে কালে গৌড়দেশ শ্রীগৌরাঙ্গনামে উন্মত্ত হইয়াছিল, সে কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে কত কত সিদ্ধবৈষ্ণব গৌড়ভূমির গৌরবান্বিত মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মাত্রেই অবগত আছেন। ক্রমে সমাজে যেমন যেমন শ্রীগৌরানুশীলন ও শ্রীগৌরাঙ্গভজন বিস্মৃতিগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, সিদ্ধবৈষ্ণব সংখ্যাও তেমনি ক্রমে কমিয়া আসিলেন; এমন কি সম্প্রতি সে সকল কথা যেন উপকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব গৌরাঙ্গ-ভজনই বৈষ্ণবগণের ভাবসাধনের মূল, আদর্শ ও উপাদান।

জল-তণ্ডুলপূর্ণ পাকপাত্র চুল্লীতে স্থাপন করিলেই কি পাককার্য্য সমাধা হয়? বিনা অগ্নিতে তাহা শত চেষ্টাতেও সুসিদ্ধ হয় না—কিঞ্চিৎ কোমল হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সিদ্ধ করিতে অগ্নির শক্তি আবশ্যক। শ্রীগৌর-ভজনই সেই অগ্নি, এই অগ্নিসাহায্যেই সকল গোস্বামী, সকল মহান্ত উপ-মহান্ত সমকালবর্ত্তী বা পরকালবর্ত্তী সকল বৈষ্ণব ভাবসাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অলৌকিক ইতিহাস সে মহিমার কণামাত্র প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু কি ভাগ্যহীনতা, সেই সকল পবিত্র কাহিনী, অতিরঞ্জিত বলিয়া আধুনিক শিক্ষিত সমাজে উপেক্ষিত। "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে" এমন শক্তি যাহাদের, সেই সিদ্ধ গৌরপার্ষদগণের কোন কার্য্য কি অতিরঞ্জিত হইতে পারে? তাঁহাদের অলোকসামান্য মহিমার কণামাত্রও লেখনীমুখে প্রতিফলিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, কেন না তদনুদাসগণের মহিমাও অত্যদ্ভুত। এই অদ্ভুতমহিমার মূল উপাদান শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন।

অধুনা সেই পবিত্রসমাজ অনাচার, কদাচার, অর্থলিপ্সা ও পরানুকরণ দোষে সেই পবিত্র ভাব হারাইয়া অন্ধ হইয়াছে, আপন ঘরের তত্ত্ব না লইয়া পরের তত্ত্ব লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছে, আপন দেশের গৌরব না বুঝিয়া, আপন জন্মের মূল্য না বুঝিয়া, আপন পুণ্যের পরিমাণ না বুঝিয়া মদিরা-পায়ীর ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে নানাভাবে পরিচালিত হইতেছে। আহা! কি দুঃখের কথা—নানা মণ্ডল হইতে কত কত ভক্তগণ এই শ্রীগৌরধাম গৌড়-মণ্ডল দর্শন করিতে আসিতেছেন, কিন্তু গৌড়বাসী গৌর জানে না, গৌর

মানে না; যে গৌড়বাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে শ্রীবাস-প্রাঙ্গণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখন আর সেই পবিত্র হৃদয়প্রাঙ্গণে শ্রীগৌরচন্দ্র নৃত্য করেন না, এখন তাহা কুভাবে পরিপূর্ণ। সাধারণের কথা কি—শ্রীপ্রভু যাঁহাদের উপর আমাদের ভার দিয়া অপ্রকট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পবিত্র বংশেও প্রায় শ্রীগৌরানুশীলন নাই। সাধারণ জীবের দোষ কি? তাহাদের আদর্শ কই? উপদেষ্টা কই? তাহারা কি দেখিয়া গৌরাঙ্গ ভজিবে? কি শুনিয়া গৌরাঙ্গ বুঝিবে? কি পাঠ করিয়া গৌরতত্ত্বানুশীলন করিবে? সমাজে সকলই অভাব। এ অভাব বড় কম অভাব নহে, এ অভাব সকল সদ্ভাবের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে।

দেখ! গৌড়বাসি ভক্ত! ভক্তির আকর্ষণেই হউক বা অর্থের উত্তেজনাতেই হউক, তোমরা অনেকেই বহু অর্থব্যয় ও বহু পরিশ্রম করিয়া শ্রীমথুরামণ্ডল শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শন করিয়া আসিতেছ? না? কিন্তু ইহাতেই কি বুঝিতে পারিতেছ না? শ্রীবৃন্দাবনে যে যায় সে কি আর ফিরিয়া আইসে? "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" অর্থাৎ যেখানে যাইলে আর পুনরাগতি নাই, তাহাই আমার পরমধাম। ভগবান্, গীতায় ইহা স্বমুখে বলিয়াছেন; তবে তোমার তাহা হইল কই? তুমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া ফিরিলে কেন? ফিরিলে কেন শুন, নিজের যুক্তি বলিব না, সিদ্ধ ভক্তের অকাট্য প্রমাণ বলিব। ব্রজভূমিতে কে যাইবার এবং থাকিবার অধিকারী শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তাহা সকলকে সরলভাষায় কি বুঝাইয়াছেন, শুন।

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।
শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে, শ্রীগোবর্দ্ধনের প্রতি গুহাতে গুহাতে কৃষ্ণবিরহে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন, কোথাও শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা দেখিতে পাইতেছেন না, বিরহে প্রাণ আকুল—কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তর—গুহা হইতে গুহান্তর অনুসন্ধান করিতেছেন, হা রাধে—হা কৃষ্ণ দেখা দাও বলিয়া

কাঁদিয়া ধূলায় পড়িতেছেন, আবার উঠিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন, কোথায় কৃষ্ণ? অহো! এমন ভাবে যিনি ব্রজপরিক্রমণ করিতেছেন, তিনিও কৃষ্ণ দেখিতে পাইতেছেন না। শ্রীনরোত্তম বড়ই আকুল হইয়া একটী গুহা তন্ন তন্ন করিয়া খুজিতেছেন, এমন সময় একটী কিশোরবয়স্ক গোপবালক আসিয়া কহিল, "খুজিয়া বেড়াইলে কি কৃষ্ণের দেখা পাওয়া যায়।" বালক ঈষৎ হাঁসিয়া অদৃশ্য হইল, নরোত্তম, প্রভুকে পাইয়াও পাইলেন না। আবার যখন তিনি ভজনতত্ত্ব উত্তম বুঝিলেন, যখন গৌড়মণ্ডল ভূমিকে চিন্তামণি ভূমি বলিয়া চিনিলেন, তখন এই গৌড়মণ্ডলে বসিয়াই নিত্যবৃন্দাবন নিত্যলীলা অবিচ্ছেদে দেখিতে লাগিলেন, এই গৌড়মণ্ডলে খেতুরী শ্রীপাঠে বনময়ী সেই ভজনস্থলী এখনও বর্ত্তমান, কিন্তু শ্রীনরোত্তম এখন কোথায়? শ্রীনরোত্তম এখন সিদ্ধভক্তদেহে শ্রীনবদ্বীপে—ভাবসিদ্ধ মঞ্জরী দেহে শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যপ্রভুর নিত্যলীলাপরিকর হইয়াছেন। এমন সিদ্ধভক্তের বাক্যে আস্থা না করিয়া তুমি কাহার কথায় পরিচালিত হইতে চাও? শ্রীনরোত্তম দয়াময়, তাই গীতচ্ছলে সেই পরমরহস্যকথা ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। সেই পবিত্র পদাবলীর আজ্ কাল্ অভাব নাই, কেবল বুঝিবার শক্তির অভাব। বৃন্দাবন দর্শন করিতে হইলে, ঐ মহাবাক্যের অনুসরণ করিতে হয়, অনুসরণ করিতে পারিলে আর বৃন্দাবন দর্শন করিয়া ঘর বাড়ি করিতে ফিরিয়া আসিতে হয় না। অতএব হে গৌড়বাসি! শ্রীগৌড়মণ্ডলে বাস করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গবিমুখ হইয়া থাকিও না, সচেষ্ট হও, নিজের ঘরের তত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব অনুশীলন কর, শ্রীগৌরচন্দ্র কি বস্তু, সৎশাস্ত্রসমালোচনা করিয়া জানিতে চেষ্টা কর, দেখিবে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের পদাবলীতে কি অপূর্ব্ব পদার্থ নিহিত রহিয়াছে। এক্ষণে আমরা কিরূপে মহাজনদিগের পদানুসরণ করিতে শক্তি পাই, তাহার উপায় কি, ইহাই আমাদের চিন্তনীয়। চিন্তার পরিণামে ইহাই বোধ হইতেছে, সুনিপুণভাবে শ্রীগৌরতত্ত্বানুশীলনই ইহার উপায়। অতএব সমাজের হিতকামী তত্ত্বজ্ঞ ভক্তগণ এবং অবিকৃতচিত্ত সুসভ্য শিক্ষিতগণ শ্রীগৌরতত্ত্বানুসন্ধানে বদ্ধপরিকর হউন।

শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তুটী কি, জানিবার জন্য যে গবেষণা তাহারই নাম শ্রীগৌরতত্ত্বানুসন্ধান। কিন্তু সেই অচিন্ত্য বস্তুকে কি চিন্তার দ্বারা ধরা যায়? যায়

না বলিয়াই "অবাঙ্মনসোগোচরঃ" বলিয়া নিরস্ত থাকিতে হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসু ভক্তের মন তাহা বুঝে কই? ভক্ত জানেন, "আমাদের শ্রীগৌরচন্দ্র পরিপূর্ণতম, নিত্যবিগ্রহ;—তার্কিক তাহা মানে না, উদ্ভট্ উদ্ভট্ তর্ক তুলিয়া ভক্তের প্রাণে ব্যথা দেয়, সে ব্যথা ভক্তের প্রাণে অতি দুঃসহ, ভক্ত সহিতে পারেন না,"অবাঙ্মনসোগোচরঃ" বস্তু বাক্যে বুঝাইতে যান, কিন্তু বুঝাইতেও পারেন না, অথচ শ্রীগৌরে যে বিশ্বাস, তাঁহার প্রতিশিরায়-শোণিতের প্রতি অনুতে পরমাণুতে মিশিয়া গিয়াছে, সে বিশ্বাসও ত্যাগ করিতে পারেন না। এই অবস্থায় ভক্তের মনে যে একটা কাতরতা আইসে, তাহাই সেই অচিন্ত্য বস্তুকে ধরিয়া দেয়।

শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বসম্বন্ধে শ্রীপাদ গোস্বামিগণ ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি অনেক তত্ত্ব-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গসম্বন্ধে গোস্বামিগণের কোনই তত্ত্ব-গ্রন্থ নাই, যাহা আছে তাহাও অতি সংক্ষেপে। অনেকে ইহার প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভ্রান্তিতে পতিত হন। একটু তলাইয়া বুঝিলেই এ ভ্রান্তিটুকু থাকে না, কিন্তু তাঁহারা সে দিকে না গিয়া কুতর্কের বশবর্ত্তী হন, ইহা বড় দুঃখের কথা। প্রত্যক্ষ বস্তুর আবার অনুসন্ধান কি? তৎকালে শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব লইয়া কেহ বিচার উপস্থিত করিলেই তত্ত্বানুসন্ধানের আবশ্যক হইত, তাহাই গোস্বামিগণের শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বনিরূপক গ্রন্থাদি প্রণয়নের উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গসম্বন্ধে কোন তর্ক উপস্থিত হইলে, সেরূপ তত্ত্বানু-সন্ধানের আবশ্যক হইত না, কেন না একবার শ্রীগৌরচন্দ্রকে দেখিলেই সকল তর্ক মীমাংসিত হইয়া যাইত। এই জন্যই গৌরতত্ত্বানুশীলনে শ্রীপাদ গোস্বামি-গণের প্রাণে সেরূপ কাতরতা আসিবার কোন কারণ ছিল না বলিয়াই শ্রীগৌরতত্ত্ব তৎকালে অধিক আলোচিত হয় নাই। ইহাতে এরূপ বুঝিতে নাই যে, শ্রীগোস্বামিপাদগণের শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রতি ভগবান্ বলিয়া তাদৃক্ বিশ্বাস ছিল না। ইহা কে না জানেন যে, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের চরণাশ্রয় জন্য অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া ভিক্ষাশী তরুমূলবাসী প্রপন্নাশ্রমী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হইয়া সুদীনভাবে কালাতিপাত করিয়াছেন, গোস্বামিগণের গৌরবিশ্বাস কত ইহা কি আবার কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয়? তার পর যখন প্রভু অপ্রকট হইলেন, তখন ক্রমে পরবর্ত্তী মহানুগণের মনে সেই কাতরতা আসিল এবং শ্রীগৌরতত্ত্ব বিচার আরম্ভ হইল, শ্রীগৌরতত্ত্ব প্রকাশক গ্রন্থাদির

সৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু সেই সকল গ্রন্থ অধিকাংশই অষ্টক, অষ্টকালীয় লীলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে প্রণীত হইয়াছিল। কতক গুলি অনতিবৃহৎ পুস্তকাকারে, কতকগুলি কোন কোন গ্রন্থের ভাষ্যাকারে এবং কতক বা পদ্য প্রবন্ধে পদাবলীরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল। সংখ্যায় অধিক হইলেও ক্ষুদ্রাবয়বের জন্যই অধুনা তাহার অধিকাংশ প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা আছে, তাহাও প্রায় অজানিতভাবেই বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থাদির পশ্চাদ্ভাগে পড়িয়া পচিতেছে। কারণ, সে সকল যাঁহাদের গৌরবের দ্রব্য, তাঁহাদের তাহাতে আস্থা নাই। শ্রীগৌরার্চ্চনের নিত্যত্বসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে কোন কোন গোস্বামিসন্তান ও ঠাকুরসন্তানগণ বলিয়া বসেন, "কই গৌরপূজাসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে কোন ব্যবস্থা নাই" হায়! ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের কথা আর কি হইতে পারে? যখন হরিভক্তিবিলাসে দেখিতে পাই সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজার ব্যবস্থা, আর দেখিতে পাই যে শ্রীগোপালভট্ট লিখিয়াছেন—

তং শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুং।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাঽপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং॥

তখন আর গৌরপূজার নিত্যত্ব বলিতে বাকি কি রাখিয়াছেন। "তং নতোঽস্মি গুরূত্তমং" এবং "জগদ্গুরুং" এই দুই বাক্যেই শ্রীগৌরপূজার নিত্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে, তবে শ্রীগৌরচন্দ্রের নিষেধ হেতু প্রকাশ্য কিছু লিখেন নাই বলিয়া কি এই সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যটুকু গ্রহণ করিতে হইবে না? জীবের দুর্ভাগ্য বশতই আজ এ সকল কথা এরূপভাবে আমাদিগকে লিখিতে হইতেছে। গোস্বামিসন্তানগণেরই ইহা আমাদিগকে বুঝান কর্ত্তব্য। কেন না, শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে যে সন্ন্যাসধর্ম্ম ছাড়াইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবেশ করাইয়াছিলেন, তাহার অমৃতময় ফলস্বরূপ গুরুবংশ গোস্বামী ও ঠাকুরসন্তানগণ। অতএব আমাদের সমুদয় ভার প্রভু তাঁহাদের প্রতি রাখিয়াছেন। এখন তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলে আমাদের গতি কি?

শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে দেখিবার ও দেখাইবার উপযুক্ত সদ্গ্রন্থ অভাবে শ্রীগৌরতত্ত্ববিমূঢ় সমাজে কুতর্কেরই জয় হইয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি কোন কোন সংসাহসী মহাত্মা সমাজের সে অভাব কথঞ্চিৎ দূরীভূত করিয়াছেন; সমাজে এক্ষণে শ্রীগৌরতত্ত্বানুশীলন আরম্ভ হইয়াছে, শ্রীগৌরতত্ত্বপ্রকা-

শক গ্রন্থও সংগ্রহ বা আংশিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অত্যল্প বলিয়া এবং সর্ব্বজনের অজ্ঞাত বলিয়া এখনও সম্পূর্ণ অভাব বিদূরিত হয় নাই। ভজন ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে সমাজ এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হন নাই। না হইলেও শীঘ্র হইবে, এরূপ আশা করা যায়। কেন না, অনুকূল অনুশীলনই উত্তমা ভক্তির লক্ষণ এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির উপায়। তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রেও থাকে না, বাক্যেও থাকে না, উহা সদ্‌গুরু ও সংশাস্ত্রানুমোদিত ঈশানুশীলনের ফল স্বরূপ, ঈশকৃপাপ্রেরিত হইয়া ভক্তহৃদয়ে আপনি উদিত হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে, যথা—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে॥ ১০॥

যে সকল ব্যক্তির চিত্ত ও প্রাণ আমাতেই রত, যাঁহারা আমার বিষয়, পরস্পরকে বুঝাইয়া এবং পরস্পর আমার কথা আলাপ করিয়া পরিতোষ ও পরমাহ্লাদ লাভ করেন, সেই সকল নিত্যযুক্ত প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারি ভক্তগণকে আমি এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহাতে তাহারা সহজে আমাকে প্রাপ্ত হয়॥ ৯॥ ১০॥

এই ভগবৎকৃপালব্ধ বুদ্ধিযোগই তত্ত্বজ্ঞান। নিরন্তর ঈশানুশীলন এবং প্রীতিপূর্ব্বক ভজন, এই দুইটী সদুপায় হইতেই উহা লাভ করা যায়। সম্প্রতি সমাজে যেরূপ অনুকূল গৌরানুশীলন আরম্ভ হইয়াছে, সেই সঙ্গে প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীগৌরভজন আরম্ভ হইলেই, সমাজ শ্রীগৌরতত্ত্বে দরিদ্র রহিবেন না, ইহাই আমাদের ভরসা। ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রই কলিযুগের উপাস্য, আলোচ্য ও কীর্ত্তনীয়। ইহাই জীবের নিত্যধাম প্রাপ্তির পন্থা, প্রাচীন মহাজনগণ ইহার পান্থ ও পথদর্শক, তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্র ও পদাবলীই তাঁহাদের মধুরাহ্বান, সেই মধুরাহ্বান যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবে, তিনি অন্য পথ ছাড়িয়া তাঁহাদের অনুগত হইবেন। সুপথে পদার্পণ করিলেই সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত, অতএব বন্ধুগণ অন্য অন্য বৃথা কোলাহলে কালক্ষেপ না করিয়া উৎকর্ণ হইয়া

সেই মধুরাহ্বান শুনিতে ইচ্ছা করুন এবং অন্য অন্য সকলকে শুনিতে অবকাশ ও উৎসাহ দেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

যখন যখন ভগবান্ পূর্ণতম অবতার গ্রহণ করেন, সেই সেই কালে সকল ধামের সকল মূর্ত্তি সেই নিত্য মূর্ত্তিতে মিলিত হন। শ্রীশচীনন্দন যখন বৈবস্বতীয় মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে কলির প্রথম সন্ধ্যায় সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে শ্রীনবদ্বীপ নিত্যধামে প্রকট হইতে ইচ্ছা করিলেন, তৎকালে সকল ধামের সকল মূর্ত্তিই শ্রীনিত্যগৌরবিগ্রহে মিলিত হইলেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিতমূর্ত্তিই শ্রীগৌরাঙ্গ; শ্রীকৃষ্ণের রসরাজমূর্ত্তি (১) এবং শ্রীরাধার মহাভাবময়ীমূর্ত্তি, এই মূর্ত্তিদ্বয়ের একত্র সম্মিলনই শ্রীনবদ্বীপবিহারীর নিত্যমূর্ত্তি। প্রকট প্রাক্মুখে পরব্যোমনাথের বিশুদ্ধ জ্ঞানতত্ত্বাত্মিকা শ্রীনারায়ণমূর্ত্তি—ক্ষীরোদশায়ীর বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা বিষ্ণুমূর্ত্তি—এবং পরমব্যোমনাথের বিলাসমূর্ত্তি পরমাত্মতত্ত্ব বাসুদেব, শ্রীগৌরবিগ্রহে মিলিত হইয়াছিলেন। এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীলীলাগৌরাঙ্গবিগ্রহ। ক্রমে বিশদরূপে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা এই সকল তত্ত্ব মীমাংসিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রথমে ছয়তত্ত্বে মহাপ্রভুকে নমস্কার করিয়াছেন। যথা—১ গুরুতত্ত্ব। ২ ভক্ততত্ত্ব। ৩ ঈশতত্ত্ব। ৪ অবতারতত্ত্ব। ৫ প্রকাশতত্ত্ব। ৬ শক্তিতত্ত্ব। এই ছয়টী প্রধান তত্ত্ব, ইহার মধ্যে গুরুতত্ত্ব ও ঈশতত্ত্ব অভেদরূপে বিচার করিয়া অপর চারিটী তত্ত্ব আবরণতত্ত্বরূপে স্বীকার করিয়াছেন। পরে আবার "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমহাপ্রভুকে পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রণাম করিয়াছেন। যথা—ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত, ভক্তশক্তি, এই পাঁচটী ভাবতত্ত্ব। এখানেও ভক্তরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র মূলতত্ত্ব, অপর চারিটী আবরণতত্ত্বে পরিগণিত হইয়াছেন। মূল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বে অনেক গুলি তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। যথা—১ গুরু। ২ পরমাত্মা। ৩ জীবান্তর্যামী। ৪ শ্রীরাধা। ৫ শ্রীকৃষ্ণ। ৬ মথুরানাথ। ৭ দ্বারকানাথ। ৮ শ্রীনারায়ণ ও ৯ বিষ্ণু। এই নয়টী বিশেষ

---

(১) অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।

টীকা যথা—অখিলা রসা বক্ষ্যমাণাঃ শান্তাদ্যাঃ দ্বাদশরসাঃ যস্মিন্ তাদৃশমমৃতং পরানন্দ এব মূর্ত্তির্যস্য সঃ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

বিশেষ রূপে বিচারিত হইয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে ১। ২। ৩। তত্ত্বকে বাসুদেব বা গুরুতত্ত্বের ও ৬। ৭ তত্ত্বকে কৃষ্ণতত্ত্বের অন্তর্ভূত করিয়া শ্রীগৌর-বিগ্রহকে পঞ্চতত্ত্বাত্মক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমে এই পরিচ্ছেদে আমরা গুরুতত্ত্বের অনুশীলন করিব।

গুরুতত্ত্বে ও গৌরতত্ত্বে কতদূর সামঞ্জস্য তাহা বুঝিতে হইলে, অগ্রে গুরুতত্ত্বটী কি, তাহা বুঝিতে হইবে। "মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তঃ" ইত্যাদি প্রমাণে মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরুকেই আমরা গুরু স্বীকার করি, কিন্তু গুরুর ধ্যান করিতে হইলে মন্ত্রদাতার প্রত্যক্ষ আকৃতি ধ্যান না করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে গুরুর অন্য একটী ধ্যানানুরূপ মূর্ত্তি ধ্যান করি। ইহার কারণ কি, অনু-সন্ধান করিতে হইলে মন্ত্রদাতা গুরু ও ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত গুরু বস্তুতঃ কি জানিতে হয়।

নির্গুণঞ্চ পরং ব্রহ্ম গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ং॥

কঙ্কালমালিনীতন্ত্র।

ধ্যানানুরূপ মূর্ত্তিতে ব্রহ্মরন্ধ্রেই চিন্তিত হউন বা প্রত্যক্ষ মন্ত্রদাতা গুরুই হউন, গুরু এই বর্ণ দুইটী নির্গুণ পরম ব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্মরন্ধ্রে চিন্তিত হন, তিনি তুরীয় (১), দীক্ষাগুরু তাঁহারই প্রকাশ।

যঃ শিবঃ সর্ব্বগঃ সূক্ষ্মো নিষ্কলশ্চোন্মনাব্যয়ঃ।
ব্যোমাকারো হ্যজোহনন্তঃ স কথং পূজ্যতে প্রিয়ে।
অতএব গুরুঃ সাক্ষাৎ গুরুরূপং সমাশ্রিতঃ।
ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্দেবি ভুক্তিং মুক্তিং প্রযচ্ছতি॥

কুলার্ণবতন্ত্র।

যিনি শিব অর্থাৎ নিত্য মঙ্গলময়, সর্ব্বগামী, সূক্ষ্ম, নিষ্কল অর্থাৎ কলা-রহিত, উন্মনা অর্থাৎ সঙ্কল্পরহিত, অব্যয়, ব্যোমাকার, অজ, অনন্ত সেই তুরীয় গুরুতত্ত্ব কিরূপে বাহ্য পূজাদির বিষয় হইতে পারেন। অতএব সেই তুরীয় গুরুই সাক্ষাৎ গুরু অর্থাৎ গোচরীভূত দীক্ষাগুরুরূপ আশ্রয় করিয়া

(১) অবস্থাত্রয়াভাবাৎ ভাবসাক্ষী স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা তদা তত্তুরীয়ং চৈতন্যমিত্যুচ্যতে। সর্ব্বোপনিষৎসারঃ।

মন্ত্র ও তত্ত্ব উপদেশ দ্বারা শিষ্যকে ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব চিন্তা দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে তুরীয় গুরুর এবং সেবাদি দ্বারা দীক্ষাগুরুর পূজা করিবে।

যেমন আবেশনি মন্ত্রবলে নরদেহে কোন দেবতার আবেশ হইয়া সেই মনুষ্যের ভাষাতেই তিনি তাঁহার কথা প্রকাশ করেন, তদ্রূপ পরমাত্মাই দীক্ষাগুরুদেহ আশ্রয় করিয়া দীক্ষা ও উপদেশ দিয়া থাকেন, দেহ আশ্রয় মাত্র।

তস্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্ রক্ষতি সর্ব্বদা।
মনুষ্যচর্ম্মণা নদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং॥

কুলার্ণবতন্ত্র ১৩শ উল্লাস।

পরমাত্মরূপ মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না, এই জন্য মনুষ্যচর্ম্মাবৃত সাক্ষাৎ পরম শিব অর্থাৎ পরমাত্মা দীক্ষাগুরুরূপে সর্ব্বদা শিষ্যকে রক্ষা করেন। অতএব তুরীয় গুরুই দীক্ষাগুরু দেহ আশ্রয় করিয়া নিজ জীবোদ্ধারিণী শক্তি প্রকাশ করেন বলিয়া তাঁহার তুরীয় মূর্ত্তিই ধ্যানযোগ্য। গঙ্গা দৃষ্টতঃ জলময়ী হইলেও পূজাকালে যেমন তাঁহার একটী শ্বেতবর্ণা চতুর্ভুজা মকরারূঢ়া মূর্ত্তি ধ্যান করা যায়, দীক্ষাগুরুও তদ্রূপ দৃষ্টতঃ প্রাকৃত নররূপ হইলেও তাঁহার প্রাকৃত দেহ চিন্তা না করিয়া তুরীয়বিগ্রহই ধ্যান করিতে হয়। কিন্তু দীক্ষাগুরু আদি, গুরুগণকে প্রত্যক্ষে পূজাকালে জলগঙ্গার তুল্য অভেদাত্মক ব্রহ্মময় দেখিবে। তৎকালে ব্রহ্মরন্ধ্রে তুরীয়রূপ চিন্তা করিবে না। যথা—

নির্ব্বাণতন্ত্রে তৃতীয় পটলে শ্রীশঙ্করচণ্ডিকাসম্বাদে।
শ্রীদেব্যুবাচ।
তুরীয়ধামে (২) যো দেবঃ পরমাত্মা স এব হি।
শিরঃ পদ্মে স্থিতে বাহ্যে নমস্কারং কথং ভবেৎ॥
শ্রীশিব উবাচ॥
শিরঃ পদ্মে মহাদেবস্তথৈব পরমোগুরুঃ।

(২) তুরীয়ং মূর্দ্ধ্নি সংস্থিতং। (ব্রহ্মোপনিষৎ।)

তৎসমো নাস্তি দেবেশি পূজ্যোহি ভুবনত্রয়ে।
তদ্রূপং চিন্তয়েন্মন্ত্রী বাহ্যে গুরুচতুষ্টয়ং।
তদংশা ভাবসম্ভূতা যে চান্যে গুরবো জনাঃ॥
তথৈব ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে চাংশাবতারসংস্থিতাঃ।
যদৈব বাহ্যে চৈতাংশ্চ প্রত্যক্ষে ভাবয়েত্তদা॥
সহস্রারে মহাপদ্মে তদা চিন্তাং বিবর্জ্জয়েৎ।
প্রত্যক্ষে দর্শনে দেবি বাহ্যে তদ্ব্রহ্মচিন্তয়েৎ।
নমস্কারাদিকং দেবি কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ॥

"তুরীয় ধামে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে যিনি গুরুদেব, তিনিই পরমাত্মা, শিরঃপদ্ম অর্থাৎ সহস্রার তাঁহার অধিষ্ঠান স্থান। অতএব বাহ্যে কি প্রকারে তাঁহাকে নমস্কার করা যাইতে পারে?" দেবীর এই প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর কহিলেন, "সহস্রারে যে মহাদেব অর্থাৎ তুরীয় গুরুতত্ত্ব পরমাত্মা বাস করেন, ত্রিভুবনে তাঁহার সমান কেহ নাই। তদ্রূপ পরমগুরু প্রভৃতি অর্থাৎ ললাটস্থ দ্বিদল আজ্ঞাচক্রে মন্ত্ররূপী পরম গুরু, বিশুদ্ধাখ্য কণ্ঠস্থিত ষোড়শদলপদ্মে মন্ত্রশক্তি-রূপ পরাপরগুরু এবং হৃদয়স্থিত দ্বাদশদল অনাহত পদ্মে মন্ত্রদেবতারূপ পরমেষ্ঠি গুরুকেও জানিবে। সাধক বাহ্যদেহেও সেইরূপ গুরুচতুষ্টয় ভাবনা করিবে। (সিদ্ধ প্রণালী দ্রষ্টব্য) এবং যাঁহারা তাঁহার (পরমাত্মার) অংশসম্ভূত ও, যাঁহারা জন্মসম্ভূত গুরু অর্থাৎ পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইত্যাদি এবং তাঁহার অংশাবতার স্বরূপ ব্রাহ্মণ সকলকেও তদ্রূপ পূজাদি করিবে। যৎকালে গুরুকে দীক্ষাগুরুরূপে সাক্ষাৎকারে পূজাদি করিবে, তৎকালে প্রত্যক্ষ ভাবনা করিবে, ব্রহ্মরন্ধ্রে চিন্তা করিবে না। প্রত্যক্ষ দর্শনে তাঁহার প্রাকৃত দেহাদি লক্ষ্য না করিয়া ব্রহ্মময় চিন্তা করিয়া নমস্কারাদি করিবে।

যেমন মৃৎশিলাময়ী প্রতিমার পূজায় তদধিষ্ঠাতৃ উদ্দিষ্ট দেবতারই তুষ্টি হইয়া থাকে, তদ্রূপ মন্ত্রদাতা গুরুর প্রাকৃত দেহ শুশ্রূষাদি দ্বারা সেই তুরীয় পরমাত্মাই তুষ্ট হন। অতএব উভয়তঃ পরমাত্মাই লক্ষ্য।

সহস্রদলপদ্মে চ হৃদয়স্থো হরিঃ স্বয়ং।

সর্ব্বেষাং প্রাণীনাং বিপ্র পরমাত্মা নিরঞ্জনঃ (১) ॥

নারদপঞ্চরাত্র।

সহস্রদল পদ্মে গুরুরূপে এবং হৃদয়ে উপাস্যরূপে হরিই পূজিত হন, কেন না নিরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রাণীরই পরমাত্মা।

সহস্রদলপদ্মঞ্চ সর্ব্বেষাং মস্তকে মুনে।
তত্রৈব তিষ্ঠতি গুরুঃ সূক্ষ্মরূপেণ সন্ততং।
তদ্গুরোঃ প্রতিবিম্বশ্চ সর্ব্বত্র নররূপকঃ।
গুরুরূপী স্বয়ং কৃষ্ণঃ শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া ॥

নারদপঞ্চরাত্র।

সকলের মস্তকে সহস্রদল পদ্মে সূক্ষ্মরূপে গুরু বাস করিতেছেন। সর্ব্বত্র নররূপ দীক্ষাগুরু তাঁহারই প্রতিবিম্ব স্বরূপ। শিষ্যের হিতকামনায় জন্যই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গুরুরূপী।

যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্।
আচার্য্য চৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১স্ক ২৯অ।

যো ভগবান্ বহিরাচার্য্যবপুষা গুরুরূপেণ, অন্তশ্চৈত্য বপুষা অন্তর্যামিরূপেণ, অশুভং বিষয়বাসনাং বিধুন্বন্ নিরস্যন্ স্বগতিং নিজরূপং ব্যনক্তি প্রকটয়তি। শ্রীধরস্বামী।

যেহেতু আপনি (শ্রীকৃষ্ণ) বাহিরে আচার্য্যরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামিরূপে শরীরীদিগের অশুভ নাশকরত স্বীয় গতি প্রদান করেন।

একমাত্র অবিনাশী অখণ্ড পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। অপ্রবিষ্ট থাকিয়াও নিজ অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে তিনি যেমন অনুপ্রবিষ্ট আছেন, ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তী প্রতি জীবদেহেও তদ্রূপ তিনিই পরমাত্মরূপে বাস করিতেছেন। তিনি নিত্য প্রভু, জীব নিত্যদাস, যেহেতু জীব তাঁহা-

(১) নিরঞ্জন—অবিদ্যাদোষাস্পৃষ্টঃ

রই নিত্য অনুগামী। তাঁহার সেবাই জীবের স্বধর্ম্ম, দেহে আসক্তির নাম পরধর্ম্ম, পরধর্ম্মাবিষ্ট জীবকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করাই তাঁহার ধর্ম্ম। জীব যেমন তাঁহার অনুবর্ত্তী, তিনিও তদ্রূপ জীবের অনুবর্ত্তী হইয়া নানাদেহে ভ্রমণ করেন, কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করেন না, ইহাই তাঁহার স্বভক্ত-বাৎসল্য। সকল অবস্থাতেই তিনি জীবের রক্ষাকর্ত্তা ও উপদেষ্টা এই জন্যই তিনি গুরুতত্ত্ব। তিনি জীবদেহে নিত্য বাস করিতেছেন, কিন্তু জীব তাঁহাকে জানিতে পারে না। কারণ সে অবিদ্যা আবরণে আবৃত। জীবের গন্তব্য-পথ একটী, কিন্তু গতি দুই প্রকার,—বিদ্যা ও অবিদ্যা। জীব ঈশ্বরকে পশ্চাৎ রাখিয়া যে গমন করে, এই গতি অবিদ্যা, আর ঈশাভিমুখ গতির নাম বিদ্যা; এই গতির আর একটী নাম পরেশসাম্মুখ্য; ইহাই জীবের শুভগতি। জীব অবিদ্যা গতি আশ্রয় করিলে ভগবান্ অন্তর্যামিরূপে নিত্য তাহার গন্তব্যপথে অশুভ নিক্ষেপ করিয়া গতি রোধ করেন এবং করুণস্বরে আহ্বান করেন, এই আহ্বানের নামই বিবেক। জীব সম্মুখ হইলে তিনিই তাহাকে প্রাপ্তির পথ দেখান, এই জন্য তিনি গুরু। যিনি গুরু, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই পরব্রহ্ম। যথা—

> সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম ইতি এতদ্বস্তুচতুষ্টয়ং যস্য লক্ষণং দেশকালনিমিত্তেষ্বব্যভিচারি স তৎপদার্থঃ পরমাত্মা পরং ব্রহ্মেত্যুচ্যতে।
>
> ইতি সর্ব্বোপনিষৎসারঃ।

সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ, এই চতুষ্টয় স্বরূপ, দেশ ও কাল দ্বারা অব্যভিচারী অর্থাৎ কোন কালে এবং কোন কারণে যাঁহার স্বরূপের অন্যথা হয় না, তাদৃশ চৈতন্য "তৎ" পদের প্রতিপাদ্য। এতাদৃশ চৈতন্যকে পরমাত্মা ও পরংব্রহ্ম বলা যায়।

জীবদেহে এই পরমাত্মা ত্রিবিধরূপে প্রকাশ পান। যথা—অন্তর্যামী, কূটস্থ ও তুরীয়।

তুরীয়, যথা—

নেত্রস্থং জাগ্রতং বিদ্যাৎ কণ্ঠে স্বপ্নং বিনির্দ্দিশেৎ।

সুষুপ্তং হৃদয়স্থন্তু তুরীয়ং মূর্দ্ধ্নি সংস্থিতং ॥

ব্রহ্মোপনিষৎ।

অবস্থাত্রয়াভাবাৎ ভাবিসাক্ষি স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা তদা তত্তুরীয়ং চৈতন্যমিত্যুচ্যতে।

সর্ব্বোপনিষৎসারঃ।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত এই অবস্থাত্রয় রহিত, নির্লিপ্ত, সাক্ষিস্বরূপ, ব্যবধান রহিত, চৈতন্যরূপ প্রকাশমান্ মূর্দ্ধ্নিসংস্থিত পরমাত্মা, তুরীয় চৈতন্য কথিত হন।

কূটস্থ, যথা—

ব্রহ্মাদি পিপিলিকাপর্য্যন্তঃ সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধিষ্ববিশিষ্টতয়োপলভ্যমানঃ সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধিস্থো যদা তদা কূটস্থ ইত্যুচ্যতে।

সর্ব্বোপনিষৎসারঃ।

কূটে বুদ্ধ্যাদৌ মিথ্যাভূতে তিষ্ঠতি কূটস্থঃ॥ টীকা॥

ব্রহ্মাদি পিপিলিকা পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর বুদ্ধিতে অবিশেষ রূপ প্রতীয়মান, সকল প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত চৈতন্যকে কূটস্থ চৈতন্য কহে। ইনি হৃদয়স্থ প্রদ্যুম্নতত্ত্বাত্মক তৃতীয় ব্যূহ। (১)

অন্তর্যামী, যথা—

কূটস্থাদ্যুপহিতভেদানাং স্বরূপলাভহেতুর্ভূত্বা মণিগণসূত্রমিব সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বনুস্যূতত্বেন যদা প্রকাশতে আত্মা তদান্তর্যামীত্যুচ্যতে। সর্ব্বোপনিষৎসারঃ।

সূত্রে যেমন মণিমালা গ্রথিত থাকে, এই প্রকার যে চৈতন্য সর্ব্বশরীরে অনুস্যূত রহিয়াছেন, যিনি কূটস্থাদি সমস্ত উপাধিযুক্ত বিশেষ বিশেষ অবস্থা স্বরূপ লাভের কারণ, তাদৃশাবস্থা আত্মাকে অন্তর্যামী বলা যায়। ইতি।

---

(১) লঘুভাগবতামৃতে বাসুদেবাদি ভ্রমনিরাসে ৯ম শ্লোকে এবং হরিভক্তিবিলাসে তত্ত্বন্যাসে ৬৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যেমন কোন বৃক্ষ হইতে একটী স্থুল মূল নির্গত হইয়া, রসসংগ্রহ নিমিত্ত উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূল প্রসারণ করে, অথচ তাহা ঐ স্থুল মূলেরই পোষক স্বরূপ তদেকাত্ম বস্তু, পৃথক্ নহে। যিনি জীবের সাধনলভ্য পরম করুণাময় ভগবান্, তিনিই জীবের ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুরূপে বাস করেন, তিনিই মন্ত্ররূপে সাধকদেহে শক্তিসঞ্চার করেন, তিনিই হৃদয়ে উপাস্য রূপে পূজিত হন, তিনিই ভক্তবাৎসল্য হেতু অন্তর্যামিরূপে জীবের শুভবিধান ও অশুভ নাশ করেন, তিনিই দৃষ্টির গোচরে দীক্ষাগুরুকে প্রকাশ করিয়া শিষ্যের সেবা গ্রহণ ও স্বপদ প্রদর্শন করেন। অতএব মূল একবস্তু, পার্থক্য নাই।

প্রাণতোষণী ধৃত জামল, যথা—

অতো মন্ত্রে গুরৌ দেবে ন হি ভেদঃ প্রজায়তে।
কদাচিৎ স সহস্রারে পদ্মে ধ্যেয়ো গুরুঃ সদা।
কদাচিৎ হৃদয়াম্ভোজে কদাচিৎ দৃষ্টিগোচরে॥

অতএব মন্ত্রে গুরুতে এবং উপাস্যদেবতাতে ভেদ নাই। এক বস্তুই কখন সহস্রারে গুরুরূপে ধ্যাত হন, কখন হৃদয়পদ্মে উপাস্যরূপে পূজিত হন, কখন দৃষ্টিগোচরে মন্ত্রদাতা গুরুরূপে সেবিত হন।

কেহ কেহ গুরুতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব পৃথক্ অনুমান করেন, কিন্তু উহা ভাব ভেদমাত্র, যেমন এক ব্যক্তি কাহারও পিতা, কাহারও পুত্র, ভাব ভেদে কাহারও স্নেহের পাত্র কাহারও ভক্তির পাত্র হন, উহাও তদ্রূপ মাত্র। বাস্তব তুরীয় গুরুতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব এক এবং শ্রীকৃষ্ণের তদেকাত্মরূপ।

প্রপঞ্চাতীত ধাম সকলে শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ, এই ত্রিবিধরূপে প্রকাশ পান। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ। তদেকাত্ম যথা—

যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে।
আকৃত্যাদিভিরন্যা দৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ॥

লঘুভাগবতামৃত।

অনাদি ধাম সকলে স্বয়ংরূপের অভেদস্বরূপ অথচ আকৃতি ও বৈভবাদিতে বিভিন্ন যে রূপ প্রকাশ পায় তাহার নাম তদেকাত্মরূপ। বিলাস ও স্বাংশ ভেদে তদেকাত্মরূপ দুই প্রকার। বিলাস যথা—

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাস নিগদ্যতে॥
পরমব্যোমনাথস্তু গোবিন্দস্য যথাস্মৃতঃ।
পরমব্যোমনাথস্য বাসুদেবশ্চ যাদৃশঃ॥

লঘুভাগবতামৃত।

স্বয়ংরূপের বিলাসহেতু প্রায় তুল্য শক্তি যে অন্যরূপ আকৃতি প্রকাশ পায় তাহার নাম বিলাস। যথা গোবিন্দের বিলাস মূর্ত্তি পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ, পরব্যোমনাথের বিলাস মূর্ত্তি বাসুদেব।

সর্ব্বভূতাধিবাসঞ্চ যদ্ভূতেষু বসত্যধি।
সর্ব্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ।

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ।

প্রলয়কালে ভূত সকল যাঁহাতে বাস করে অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতের আশ্রয়, এবং যিনি পরমাত্মরূপে সকল ভূতে বাস করেন, আমি সেই সর্ব্বানুগ্রাহক বাসুদেব। ইহাতে শ্রীবাসুদেব সকলের আশ্রয় এবং দেহান্তর্ব্বর্ত্তী পরমাত্মা, আর অনুগ্রাহক বাক্যে উক্ত ইহাই বুঝাইতেছে। এই বাসুদেব চতুর্ব্যূহের আদ্যব্যূহ নির্গুণ পরমাত্মা। যথা—

একা ভগবতো মূর্ত্তির্জ্ঞানরূপা শিবামলা।
বাসুদেবাভিধানা সা গুণাতীতা সুনিষ্কলা॥

কৌর্ম্মে ৪৮ অধ্যায়ঃ।

ভগবানের চতুর্ব্যূহের প্রথম মূর্ত্তি বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ, মঙ্গলময়, অমল অর্থাৎ নিত্য, গুণাতীত ও কলারহিত বাসুদেব।

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, ভগবানের এই চতুর্ব্যূহ প্রপঞ্চাতীত ধামে ও প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তী ধামে অবস্থিত থাকিয়াও, জীব দেহান্তবর্ত্তী হইয়া আত্মারূপে প্রকাশিত হন। হৃদয় অবধি মস্তক পর্য্যন্ত পরমাত্মার অধিষ্ঠান স্থান। স্থান ও শক্তির তারতম্যানুসারে এক আত্মা চতুর্ব্বিধরূপে অভিহিত

হন্। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটী অন্তরিন্দ্রিয়। এই চারিস্থানে পরমাত্মার শক্তি প্রকাশিত হয়। অনিরুদ্ধ অন্তর্যামিরূপে মনস্তত্ত্বে, প্রদ্যুম্ন কূটস্থ চৈতন্যরূপে বুদ্ধিতত্ত্বে, সঙ্কর্ষণ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অহঙ্কারতত্ত্বে (১) বাসুদেব চিত্তাধিষ্ঠাতৃরূপে পরমাত্মতত্ত্বে (২) শরীরিগণের দেহে দেহে অধিষ্ঠিত। এই আত্মচতুষ্টয় মধ্যে বাসুদেব পূর্ণ, পরমাত্মা ও তুরীয়তত্ত্ব। জাগ্রতে ব্রহ্মা (ব্রহ্মার আন্তর্যামী প্রদ্যুম্ন) স্বপ্নে বিষ্ণু (বিষ্ণুর অন্তর্যামী অনিরুদ্ধ) সুষুপ্তে রুদ্র (রুদ্রের অন্তর্যামী সঙ্কর্ষণ) তুরীয় অর্থাৎ এই অবস্থাত্রয়ের অতীত পরমাক্ষর অর্থান্তরে পরমাত্মা। বাসুদেবও এই দেবত্রয় ও অবস্থাত্রয়ের অতীত হওয়ায় তুরীয় পরমাত্মা। বিশেষ হরিভক্তিবিলাসে তত্ত্বন্যাসে মস্তকে বাসুদেবের ন্যাস লিখিত হইয়াছে। উপনিষদে মূর্দ্ধি সংস্থিত পরমাত্মাই তুরীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন অতএব গুরু, পরমাত্মা বাসুদেব একতত্ত্ব তুরীয়-চৈতন্য। বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণের তদেকাত্মরূপ হওয়ায় গুরুও শ্রীকৃষ্ণের তদেকাত্মরূপ তদেকাত্মরূপ ইহা মীমাংসিত হইল। তবে বিশেষ এই যে শ্রীকৃষ্ণ চতুষ্পাদ পূর্ণবিভূতি, পরব্যোমনাথ ত্রিপাদবিভূতি, বাসুদেব পাদবিভূতি। কিন্তু অঙ্গাঙ্গিভেদে তত্ত্বতঃ অভিন্ন।

ত্রিপাদ পাদবিভূতির্যথা—লঘুভাগবতামৃতে—
কিন্তু শ্রীবাসুদেবোঽত্র সর্বৈশ্বর্য্যনিষেবিতঃ।
ত্রিপাদপাদবিভূত্যোশ্চ নানারূপ ইব স্থিতঃ।
উন্মীলদ্বালমার্ত্তণ্ডপরার্দ্ধ মধুরদ্যুতিঃ।

টীকা—ত্রিপাদবিভূত্যৌ পাদবিভূত্যৌ চ নানারূপ ইব অধিকরণানুরূপ ইব স্থিতোঽয়ং ভাবঃ। ত্রিপাদবিভূত্যৌ পরব্যোম্নি, চাতুষ্পাদিকবিভূতি-মদ্বৃন্দাবনস্থং বৈকুণ্ঠে একপাদবিভূতিমানেব স্থিতঃ। কেষাঞ্চিন্মতে কারণার্ণ-

(১) ক্ষেত্রজ্ঞানাৎ জীবাত্মনঃ ক্ষেত্রত্বমুক্তমিতি। বলদেব বিদ্যাভূষণ। জীবয়তীতি জীবঃ ন তু স্বয়ং জীব ইতি সর্ব্বজ্ঞভাষ্যকৃদ্ব্যাখ্যানাৎ।

(২) আত্মভ্যঃ পরমাত্মভ্যঃ পুরুষত্রয়েভ্যঃ পরমঃ পরমাত্মা ভগবত্ত্বাৎ। বৃন্দা পরমাত্মনিজাংশত্বাৎ পরমাত্মা ইতি। লঘুভাগবতামৃত টীকা।

বাত্মকস্য সঙ্কর্ষণস্যোপরি ব্যূহান্তরেণ বাসুদেবস্য পুরুষত্বেন পরিণতত্বাদেক-পাদবিভূতি মত্ত্বমবধেয়ং।

কিন্তু এই চতুর্ব্যূহ মধ্যে শ্রীবাসুদেব সর্বৈশ্বর্য্য নিষেবিত। এই বাসুদেবই পরার্দ্ধসীমাপর্য্যন্ত উদয়শীল বালতপনের ন্যায় মধুরকান্তিবিশিষ্ট। ইনিই ত্রিপাদবিভূতি ও পাদবিভূতিতে অধিকারানুরূপ নানারূপে অবস্থিত। শ্রীবৃন্দাবনে চতুষ্পাদিক পূর্ণবিভূতি, পরব্যোমে ত্রিপাদবিভূতি বৈকুণ্ঠে পাদবিভূতি। কাহারও মতে কারণার্ণবশায়ী সঙ্কর্ষণের উপরিব্যূহ অর্থাৎ মূল বাসুদেব পাদবিভূতি; দেহান্তর্বর্ত্তী বাসুদেব তাঁহারই প্রকাশ অতএব পাদ-বিভূতি। যথা—

লঘুভাগবতামৃতে—

প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথক্।

টীকা—যো যস্য প্রকাশঃ স তৎস্বরূপ ইত্যর্থঃ।

যেমন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম সূর্য্যের প্রকাশক, সূর্য্যের কিরণজাল লোকপ্রকাশক আবার ঐ কিরণের অনুকিরণ আলোকরূপে তমোনাশক, আবার ঐ অনুকিরণের সূক্ষ্মাংশ সকল রুদ্ধদ্বার গৃহের অভ্য-ন্তরেও যেমন সূর্য্যের প্রকাশ অনুমান করায়, পরমাত্মশক্তিবিকাশও তদ্রূপ। মূল জ্যোতির আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহাকে "জ্যোতিরভ্যন্তরে শান্তং দ্বিভুজং শ্যাম-সুন্দরং" বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে" বলিয়া গীতা যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই জ্যোতিঃ বিকাশের ন্যায় সেই মূল পরমাত্মা হইতে জীবানুজীব পর্য্যন্ত সেই পরমাত্মশক্তি পরিস্ফুরিত হইতেছে, এই জন্যই বলা যায়—

গুরুরূপী স্বয়ং কৃষ্ণ শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া॥

এবং কবিরাজগোস্বামী কহিয়াছেন—

গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের বিধানে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন শিষ্যগণে॥

এই মহাবাক্যের সার গ্রহণ করিয়া অনেকে শ্রীকৃষ্ণকৃপা লাভ করিয়া-ছেন, অধুনা অনেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার অসদর্থ ঘটাইয়া অনন্ত নরকের

পথ প্রশস্ত করিতেছেন। এই জন্য এই গুরুতত্ত্ব বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল, ঐ মহাবাক্যোক্ত গুরু শব্দ তুরীয় গুরু। দীক্ষাগুরুতত্ত্ব ও তুরীয় গুরুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি এক্ষণে সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। যথা—

কামাখ্যাতন্ত্রে ৪র্থ পটলে।

মন্ত্রদাতা শিরঃপদ্মে যদ্ধ্যানং কুরুতে গুরোঃ।
তদ্ধ্যানং শিষ্যশিরসি চোপদিষ্টং ন চান্যথা।
অতএব মহেশানি কুতো হি মানুষো গুরুঃ।
মানুষে গুরুতা দেবি কল্পনা ন তু তথ্যতা॥

মন্ত্রদাতা গুরু শিরঃপদ্মে যাঁহাকে ধ্যান করেন, শিষ্যমস্তকেও সেই ধ্যানই উপদিষ্ট অর্থাৎ মন্ত্রদাতা যাঁহাকে নিজমস্তকে ধ্যান করেন শিষ্যও নিজ-মস্তকে তাঁহারই ধ্যান করেন। অতএব মনুষ্যে গুরুতা কোথায়? মানুষে গুরুতা কল্পনা মাত্র, তথ্যতঃ পরমাত্মাই গুরু। নরমূর্ত্তি গুরু তৎপথপ্রদর্শক, তুরীয় গুরুতত্ত্ব নহেন। যথা—

কামাখ্যাতন্ত্রে ৪র্থ পটলে।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
প্রসিদ্ধমিতি যদ্দেবি তৎপদং দর্শকো নরঃ॥

যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত, তাঁহার পদ অর্থাৎ স্থল যিনি দেখান, সেই গুরুকে নমস্কার, এই প্রসিদ্ধ বাক্যে যিনি তৎপদ দর্শক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তিনিই নররূপী পথদর্শক দীক্ষাগুরু। দীক্ষা ও শিক্ষা ভেদে পথ দর্শক গুরু দুই প্রকার। যিনি মন্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জানান তিনিই দীক্ষাগুরু, যিনি উপদেশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীগুরুতত্ত্ব জানান তিনিই শিক্ষাগুরু। উভয় গুরুই পূজনীয়, কিন্তু ভজনতত্ত্বে দীক্ষাগুরুই শিষ্যের আশ্রয়। অতএব এস্থলে দীক্ষাগুরুতত্ত্বই লিখিত হইতেছে।

সকল দেহেই জীবতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব এই দুইটী তত্ত্ব আছে। একটী ভোক্তা অপরটী নির্লিপ্ত সাক্ষিস্বরূপ (১)। অবিদ্যা আবরণে আবৃত অহঙ্কারতত্ত্বাত্মক যে আত্মা, তাহাই জীবাত্মা, পরমাত্মা স্বপ্রকাশ নির্লিপ্ত গুণাতীত। জীব তিন প্রকার, বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত। বিষয়াবিষ্ট মায়াবদ্ধ সাধনবিমূঢ় বদ্ধজীব; সাধকাবস্থাপন্ন জীব মুমুক্ষু, সিদ্ধাবস্থাপন্ন জীব মুক্ত। নিষ্ঠাভেদে মুমুক্ষু দুই প্রকার, জ্ঞানী ও ভক্ত। জ্ঞানিগণ অদ্বৈতবাদী ভক্তগণ দ্বৈতবাদী। ভক্তির দ্বৈধতা হেতু ভক্তও দুই প্রকার বৈধিভক্ত ও রাগানুগ-ভক্ত, রুচিভেদে বৈধি ভক্ত দ্বিবিধ, মুমুক্ষু ও রাগেপ্সু। মুক্তিকামীকে মুমুক্ষু কহে, মুমুক্ষু ভক্তগণ বিধিমার্গে ভগবানের উপাসনা করিয়া বৈভবধামে সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করেন, সেখানে জ্ঞানের পরিপক্বতা লাভ করিয়া, শেষে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। শুদ্ধ ভক্তগণ মুক্তি ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা নিষ্কাম, ভগবানে তাঁহাদের অহৈতুকী ভক্তি, এইজন্য তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। রাগেপ্সু ভক্তগণ রাগে রতিনিবন্ধন শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বৈধী ভক্তি আচরণ করিয়া ক্রমে রাগানুগা ভক্তির অধিকারী হন এবং ভাবানুরূপ সিদ্ধদেহে নিত্য লীলাপরিকরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। সাধনভেদে মুক্তও দুই প্রকার, মুক্তদেহ ও সিদ্ধদেহ। সিদ্ধদেহ দ্বিবিধ, মন্ত্রসিদ্ধ ও ভাবসিদ্ধ। ভাবহীন, সালোক্যাদির অধিকারী। ভাবসিদ্ধভক্ত ভাবানুরূপ নিত্যদেহে, নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করিয়া থাকেন। ভাবসিদ্ধও আবার দুই প্রকার, ভক্তভাবে সিদ্ধ ও ব্রজভাবসিদ্ধ। ভক্তভাব ঐশ্বর্য্যপর, ব্রজভাব রাগাত্মকা ভক্তির চরমফল প্রেম, প্রেমের প্রথমাবস্থার নাম ভাব; রতিভেদে এই ভাব পাঁচ প্রকার, যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য, এই তিনটী ব্রজভাব। বৈধিভাবসিদ্ধদেহভক্ত বৈভব ধামে নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করেন। ব্রজভাবসিদ্ধদেহভক্ত ভাবসিদ্ধ দেহে শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য লীলাপরিকরত্ব লাভ করেন। সাধনতত্ত্বে এই প্রকার বিবিধ ভাব থাকিলেও রতির সাম্যহেতু সাধারণতঃ সাধক তিন প্রকার, যথা—জ্ঞানপর, ঐশ্বর্য্যপর ও রাগানুগ। সাধকভেদে গুরুতত্ত্ব ভাবনার তারতম্য আছে; এই জন্য এস্থলে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

---

(১) স্বয়মেবগাবির্ভাব তিরোভাব হীনঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ স সাক্ষীত্যুচ্যতে। সর্ব্বোপনিষৎসারঃ।

নররূপী গুরুদেহেও জীবতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব উভয় তত্ত্বই আছে। কিন্তু শিষ্য তাঁহার জীবত্ব ভাবনা করিবেন না। যথা—

শ্রীমদ্ভাগবতে।
আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়োগুরুঃ॥

আচার্য্যকে আমার স্বরূপ জানিবে, কদাচ মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা বা অসূয়া করিবে না। যেহেতু গুরুতে সকল দেবতার অধিষ্ঠান আছে।

নীলতন্ত্রে।
গুরুং ন মর্ত্ত্যং বুদ্ধ্যেত যদি বুদ্ধ্যেত তস্য হি।
ভবেৎ কদাপি ন সিদ্ধির্মন্ত্রৈর্ব্বা দেবতার্চ্চনৈঃ।

গুরুকে মনুষ্য বুদ্ধি করিবে না, যদি করে, তাহার মন্ত্রসাধন বা দেবতার্চ্চনের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় না।

পিঙ্গলাতন্ত্রে, যথা—
শ্রীগুরুং প্রাকৃতৈঃ সার্দ্ধং যে স্মরন্তি বদন্তি চ।
তেষাং হি সুকৃতং সর্ব্বং পাতকং ভবতি প্রিয়ে॥

শ্রীগুরুকে প্রাকৃতমনুষ্য তুল্য যিনি বলেন বা মনে করেন, তাঁহার সমুদায় পুণ্য পাপে পরিণত হয়।

অতএব প্রাকৃত দেহধারী হইলেও দীক্ষা গুরুর জীবত্ব ভাবনা করিবে না তাঁহাকে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বস্বরূপ জানিবে। জ্ঞানপর সাধক তাঁহার মুক্তদেহ অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত ঐক্যত্ব চিন্তা করেন, সাক্ষাৎকারেও ব্রহ্মময় চিন্তা করেন। ভক্তগণ অদ্বৈতভাবনা স্বীকার করেন না, এজন্য তাঁহারা স্বগুরুর মুক্তদেহ অর্থাৎ বিদেহত্ব চিন্তা না করিয়া সিদ্ধদেহ চিন্তা করেন। সাধনভেদে ভক্তেরও এই চিন্তার ভেদ লক্ষিত হয়। ঐশ্বর্য্যপরসাধক গুরুর সিদ্ধদেহের সহিত সাধনের কোন সংস্রব রাখেন না; সাধনকালে ব্রহ্মরন্ধ্রে তুরীয় গুরুতত্ত্ব গুরূপদিষ্ট ধ্যানানুরূপ মূর্ত্তিতে চিন্তা করেন, প্রত্যক্ষ দর্শনে

দীক্ষাগুরুকে নিত্যমুক্ত ভগবৎপ্রকাশস্বরূপ ভাবনা করিয়া সেবাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। রাগপর সাধক ব্রহ্মরন্ধ্রে তুরীয় গুরুর চিন্তা করেন না, তাঁহারা স্বগুরুর সিদ্ধদেহ ভাবনা করেন। ভাবসিদ্ধ নির্গুণ দেহের নাম সিদ্ধদেহ। সেই ভাবসিদ্ধ দেহ দুই প্রকার, নিত্যপার্ষদ ও নিত্যলীলাপরিকর। নিত্যপার্ষদগণ ঐশ্বর্য্যময় ধামে ভক্তভাবে শান্ত ও দাস্য ভাবানুগত হইয়া ভগবৎ সেবাদি করেন। নিত্যলীলা-পরিকরগণ ব্রজভাবে সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্যভাবানুগত অর্থাৎ রতিভেদে এই তিন ব্রজভাবের কোন এক ভাবের অনুগত হইয়া ব্রজধামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত নিত্যলীলাসুখানুভব করিয়া থাকেন। রাগানুগ সাধক ব্রজভাবের অনুগত, তাঁহারা স্বগুরুর ব্রজভাব বিভাবিত সিদ্ধদেহ ভাবনা করেন। সিদ্ধদেহ অবিদ্যাবর্জ্জিত ব্রজভাবাত্মক নিত্যদেহ। সেই ভাবসিদ্ধ নিত্যদেহ গুরু শ্রীনবদ্বীপে নিত্য ভক্তবিগ্রহে ও শ্রীবৃন্দাবনে ভাবসিদ্ধ মঞ্জরীদেহে বা ব্রজভাবানুসারী অন্যসিদ্ধদেহে এক সমকালে শ্রীগৌর গোবিন্দ নিত্যলীলায় মগ্ন থাকেন। ব্রজভাবসাধক শিষ্য গুরুদত্ত ভাবসিদ্ধদেহে ভাবসিদ্ধ নিত্যদেহ গুরুর অনুগত হইয়া শ্রীগৌর ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবার অধিকারী হন। এই জন্যই নররূপী গুরুই নিত্যধামের পথদর্শক, তুরীয় গুরুতত্ত্ব নহেন। কেন না, তুরীয় গুরুতত্ত্ব গৌরতত্ত্বে সিদ্ধগুরু ও শিষ্য উভয়েরই উপাস্য। পর পরিচ্ছেদে গৌর ও গুরুতত্ত্বের সামঞ্জস্য দেখান যাইবে। সিদ্ধগুরুই ভাবসাধনের মূল এবং সাধক ও সিদ্ধাবস্থার আশ্রয়, ব্রজভাবসিদ্ধ গুরুর আশ্রয় ব্যতীত নিগূঢ় ব্রজভাব প্রাপ্তি হয় না, এই জন্য সিদ্ধগুরুকে অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বে উপাসনা করিবে।

অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব শ্রীচরিতামৃতে, যথা—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

নিত্যপরিকর দুই প্রকার। নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ। সাধনসিদ্ধগণও নিত্যসিদ্ধগণের ন্যায় নিত্যদেহ, কেন না নিত্যবস্তু না হইলে নিত্যবস্তুর সান্নিধ্যে থাকিতে পারে না, অতএব নিত্যসিদ্ধগণ যেমন শ্রীরাধাকৃষ্ণের কায়-ব্যূহ, সাধনসিদ্ধ নিত্যদেহও সেইরূপ হরির দেহান্তর মাত্র।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শিব নারদ সম্বাদে, যথা—
ব্রহ্মভালোদ্ভবোঽহঞ্চ সর্ব্বাদিসর্গতো মুনে।
প্রাপ্তঃ মৃত্যুঞ্জয়ং জ্ঞানং কৃষ্ণাচ্চ পরমাত্মনঃ।
সিদ্ধো মৃত্যুঞ্জয়োঽহঞ্চ নিত্যনূতনবিগ্রহঃ॥
ব্রহ্মণঃ পতনেনৈব নিমেষো মে যথা হরেঃ।
এবং তেষাং পার্ষদানাং নাস্তি মৃত্যুর্যথা হরেঃ॥

হে নারদ! সৃষ্টির আদিতে আমি ব্রহ্মার ললাট হইতে উদ্ভূত হইয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকট মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সিদ্ধ হইয়া মৃত্যুঞ্জয়ত্ব ও নিত্য নূতন বিগ্রহত্ব লাভ করিয়াছি। হরির এক নিমিষে যেমন এক ব্রহ্মার পতন হয়, আমার এবং হরিপার্ষদগণের এক নিমেষ তদ্রূপ এক ব্রহ্মার পতন হয়। হরির স্থায় হরির নিত্য পার্ষদগণও অবিনাশী নিত্য বিগ্রহ।

দীক্ষাগুরুর অসিদ্ধত্ব বা প্রাকৃত হেয়গুণাদি লক্ষিত হইলেও শিষ্য তাহাতে বিচলিত হইবে না। বাহ্য প্রাকৃত হেয়গুণাদি গুণময় দেহের ধর্ম্ম, আত্মার নহে; সিদ্ধ মন্ত্রপ্রভাবে জীবাত্মার জড়ত্ব বিমুক্ত হইয়া সিদ্ধত্ব প্রাপ্তি হয়, সিদ্ধমন্ত্রের শক্তিই এইরূপ। ফেণবুদ্‌বুদ্ শৈবাল পঙ্কাদি সাধারণ জল-তুল্য হইলেও যেমন গঙ্গাজল ব্রহ্মদ্রব, পবিত্র বস্তু, দীক্ষিত দেহও তদ্রূপ নিত্য পবিত্র। মহাপ্রসাদ যেমন কোন অবস্থাতেই অপবিত্র বা মহিম শূন্য হয় না, কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত দেহও তদ্রূপ জানিবে। সিদ্ধ কৃষ্ণমন্ত্রপ্রভাবে দীক্ষিত মাত্রেই সিদ্ধদেহের অধিকারী হয়, ইহাতে সংশয় নাই। যথা—

নারদপঞ্চরাত্রে।
যস্মিন্ দেহে লভেন্মন্ত্রো বৈষ্ণবো বৈষ্ণবাদপি।
পূর্ব্বকর্ম্মাশ্রিতং দেহং ত্যক্ত্বা স পার্ষদো ভবেৎ॥

বৈষ্ণব, বৈষ্ণব গুরুর নিকট যে দেহে কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করেন, সেই পূর্ব্ব-কর্ম্মাশ্রিত দেহান্তেই পার্ষদদেহ লাভ করেন। অতএব মন্ত্রগ্রহণ মাত্রেই সাধকের সিদ্ধদেহ প্রাপ্তির অধিকার শাস্ত্রসিদ্ধ হওয়ায়, দীক্ষাগুরু ও সাধক-

শিষ্যের সিদ্ধদেহে অবিশ্বাস করিতে নাই এবং সিদ্ধ ভক্তের অনুগত সাধক সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ, যথা—

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনৃসিংহবাক্যং।
ভবন্তি পুরুষালোকে মদ্ভক্তাস্তামনুব্রতাঃ।
ভবান্মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্‌॥

শ্রীনৃসিংহদেব কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! যে কোন পুরুষ তোমার অনুগত, তাহারাও এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া আমার ভক্ত হইয়া থাকে, অতএব তুমি আমার ভক্তদিগের আদর্শ স্বরূপ। এই বাক্যে সিদ্ধভক্তের অনুগত সাধকও সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পার্ষদরূপ নিত্য দেহ পাইয়া থাকে এবং সিদ্ধ ভক্তই সাধকের আদর্শ, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। ব্রজভাব সাধন করিতে হইলে, ব্রজভাব সিদ্ধ ভক্তের অনুগত হইতে হয়, কেন না সিদ্ধভক্তই আদর্শ স্বরূপ। অতএব সিদ্ধ প্রণালী অনুসারে মন্ত্রদাতা গুরুর সিদ্ধদেহে ভাবনা করিয়া নিজ গুরুদত্ত ভাবসিদ্ধ দেহে গুরুর অনুগত হইয়া মানসীসেবায় নিযুক্ত হইবে। সিদ্ধ দেহের ভাবনা ৪র্থ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। পাঠক! আনুসঙ্গ অন্যান্য তত্ত্বের সহিত গুরুতত্ত্ব লিখিত হইল, এ সকল বিষয় অতি জটিল ও গুরুতর। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সরলভাবে লিখিত হইল। নিবিষ্ট ভাবে এই পরিচ্ছেদের লিখিত তত্ত্বগুলি পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য করিয়া অনুশীলন করিলে কৃতার্থ হইব।

ইতি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রীগৌরতত্ত্বনিরূপণ।

বর্ণতত্ত্ব।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে শ্রীগৌরাঙ্গে যে কয়েকটী তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীপাদ গোস্বামিগণ ও প্রাচীনগণ ঐ সকল তত্ত্ব তিনটী মূলতত্ত্বে বিচার করিয়াছেন। যথা—স্বরূপতত্ত্ব, বর্ণতত্ত্ব ও অবতারতত্ত্ব। স্বরূপতত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য-বিগ্রহ। বর্ণতত্ত্ব গৌরবর্ণের নিত্যত্ব। অবতারতত্ত্ব প্রয়োজন ও পূর্ণত্ব। এই সকল তত্ত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ কি না, ইহারই যাথাতথ্য বিচার করিয়াছেন। এই তিনটী তত্ত্ব মিমাংসিত হইলে শ্রীগৌরতত্ত্বে আর কোন বিচার্য্যই অবশিষ্ট থাকে না। অতএব আমরা শ্রীপাদগণের পদানুসরণ করিয়া তিনটী পরিচ্ছেদে এই তিনটী তত্ত্বের অনুশীলন করিব। শ্রীগৌরতত্ত্বে ও গুরুতত্ত্বে সামঞ্জস্য এই বর্ণতত্ত্ব বিচারেই দেখান হইবে। এই পরিচ্ছেদ কয়টী পাঠকগণ বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক পূর্ব্বাপর লক্ষ্য রাখিয়া অনুশীলন করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ। বর্ষে বর্ষে যেমন গ্রীষ্মাদি বসন্তান্ত ষড়্‌ঋতু পর্য্যায়ের মত আসিতেছে যাইতেছে, প্রতিকল্প ও মন্বন্তরে সেইরূপ চতুর্যুগ পর্য্যায়ক্রমে আসিতেছে ও যাইতেছে। পাপপুণ্যের বলাবল অনুসারে ঐ চারি যুগে চারি প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারই নাম যুগধর্ম্ম। যথা—

> ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
> যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবং॥
>
> শ্রীবিষ্ণুপুরাণ।

> কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
> দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
>
> দ্বাদশস্কন্ধ।

শ্রীলঘুভাগবতামৃত টীকাধৃত শ্রুতি, যথা—

কৃতত্রেতা দ্বাপরেষু ধ্যানযজনসেবাভির্যদশ্নুতে তৎকলৌ কৃষ্ণকীর্ত্তেতি।

এই সকল শাস্ত্র প্রমাণে সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পূজা, কলিতে শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তন, এই চারিটী যুগধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে যুগের যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট, সে যুগে সেই ধর্ম্মই উপযোগী অর্থাৎ যুগানুবর্ত্তী জীবের সাধ্যায়ত্ত। এক যুগের পর অন্য যুগ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বযুগানুকুল ধর্ম্ম পরযুগানুকুল না হওয়ায় অসাধ্যহেতু ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয়। সুতরাং অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় পাপির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সেই কালে অসুরগণও মনুষ্যলোকে আবির্ভূত হইয়া লোক সকলকে কুপথে প্রবর্ত্তিত ও সাধুগণকে নিপীড়ন করে। ভগবান্ সর্ব্বধর্ম্মমূল আদি গুরু, তিনি ভিন্ন তাঁহার উপাসনা স্বরূপ তৎপ্রাপ্তির উপায় অন্যে জানে না। এই জন্য তাঁহাকে তৎকালে অবতার গ্রহণ করিতে হয়, ইহারই নাম যুগাবতার। যুগধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য চারি যুগে চারিটী যুগাবতার হয়। যথা—

শ্রীমদ্ভাগবতে নিমিকরভাজনসম্বাদে।

শ্রীরাজোবাচ।

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যেতে তদিহোচ্যতাং॥ ১৮॥

১১স্ক ৫অ ১৮ শ্লোকে।

নিমিরাজ করভাজনকে জিজ্ঞাসিলেন, কোন্ কালে সেই ভগবান্ কিরূপ বর্ণ ও আকৃতিতে, কি নাম ও কিরূপ বিধিতে পূজিত হন। ১৮। পঞ্চমাধ্যায়ের টীকারম্ভে শ্রীস্বামিপাদ স্বকৃত শ্লোক লিখিয়াছেন, যথা—

পঞ্চমে ভক্তিহীনানাং কা নিষ্ঠা কো যুগে যুগে।
বিষ্ণোঃ পূজাবিধিরিতি প্রশ্নোস্যোত্তরমুচ্যতে॥

এই মুখবন্ধে যুগে যুগে অর্থাৎ প্রতিযুগে বিষ্ণুপূজার বিধি কি, এই প্রশ্নের উত্তর কথিত হইতেছে স্বীকার করায় এবং পরের শ্লোকে করভাজন

প্রত্যুত্তরে চারি যুগের নাম লিখিত থাকায় ইহা চারি যুগের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মাদি জিজ্ঞাসা এবং উত্তরে চারি যুগের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম, অবতার ও উপাসনাবিধি বলা হইতেছে, ইহাই স্পষ্ট বুঝাইতেছে।

শ্রীকরভাজন উবাচ॥

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥ ১৯॥

১১স্ক ৫অ।

করভাজন কহিলেন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগে ভগবান্ কেশব নানাবর্ণ, বিবিধ নাম ও আকৃতিতে এবং বিবিধ বিধিতে পূজিত হন। ১৯। ইহাতেই প্রকাশ থাকিল যে, চারি যুগের পৃথক্ পৃথক্ অবতার, তাঁহার আকৃতি, বর্ণ, নাম এবং উপাসনাবিধি বলা হইতেছে। সত্যযুগের যুগাবতার যথা—

কৃতে শুক্লচতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলুং॥ ২০॥

১১স্ক ৫অ।

সত্যযুগের যুগাবতার শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটা, বল্কল, কৃষ্ণাজিন, যজ্ঞসূত্র, অক্ষমালা, দণ্ড, কমণ্ডলুধারী। ২০। শুক্লবর্ণে জ্ঞানপ্রবর্ত্তক বুঝাইতেছে। কেন না, জ্ঞানিগণ গুরুর শুক্লবর্ণ চিন্তা করেন। সত্যযুগের যুগধর্ম্ম ধ্যান,— "ধ্যানন্তু ব্রহ্মচিন্তনং" এবং "ন ধ্যানধ্যানমিত্যাহু ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ" এই সকল প্রমাণে ধ্যানযোগ জ্ঞানিগণেরই সাধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অতএব এই শুক্লবর্ণ যুগাবতার সত্যযুগ নির্দ্দিষ্ট যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।

মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ॥ ০॥

১১স্ক ৫অ।

তৎকালে শান্ত, নির্বৈর, সর্ব্বপ্রাণির সুহৃৎ ও সর্ব্বত্র সমদর্শী মনুষ্যগণ, সম, দম এবং তপ অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন। ০। সম,

দম এই দুইটী ধ্যানসাধনের অঙ্গ এবং "তপসা ধ্যানেন" স্বামির টীকায় এই অর্থ প্রকাশ থাকায়, সত্যযুগধর্ম্ম ধ্যানযোগে উপাসনা বুঝাইতেছে। আর "তদা" এই শব্দ ব্যবহারহেতু উহা ঐ যুগেরই অনুকূল ধর্ম্ম ইহাও বুঝাইতেছে।

হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্ম্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ২১ ॥

১১স্ক ৫অ।

এবং হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত, পরমাত্মা, এই সকল নামে ভগবান্ তাঁহাদের গানের বিষয়ীভূত হন। ২১। এই নাম গুলির মধ্যে কয়েকটী সেই যুগাবতীর্ণ কল্পাবতার ও মন্বন্তরাবতার, অবশিষ্ট গুলি ব্রহ্মবাচক ও বিশেষণ স্বরূপ। আর এখানে গানশব্দে সামগান বুঝিতে হইবে। এই তিন শ্লোকে সত্যযুগের যুগাবতার, তাঁহার বর্ণ, আকৃতি, নাম, উপাসনা বিশেষরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং অন্যান্য অবতার সত্ত্বেও এই শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজকে এই যুগের যুগাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ত্রেতাযুগের যুগাবতার যথা—

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥ ২২ ॥

১১স্কঁ ৫অ।

ত্রেতাযুগের যুগাবতার রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, দীক্ষাঙ্গভূতা ত্রিগুণা মেখলাধারী, পিঙ্গল কেশ, ত্রয্যাত্মা অর্থাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি, স্রুক্ স্রুবাদি যজ্ঞসাধন দ্রব্যে ভূষিত। ২২। স্রুক্ স্রুবাদি যজ্ঞীয় দ্রব্য ধারণহেতু ইহাঁকে যজ্ঞপ্রবর্ত্তক বুঝাইতেছে, যজ্ঞই ত্রেতাযুগের যুগধর্ম্ম।

তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিং।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২৩ ॥

১১স্ক ৫অ।

তৎকালে ধার্ম্মিক ব্রহ্মবাদী মনুষ্য সকল ত্রয়ীবিদ্যা অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজুর্বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বদেবময় হরির উপাসনা করেন। ২৩। ত্রয়ীবিদ্যা

শব্দে বেদত্রয়োক্ত কর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞই বুঝাইতেছে (১)। এবং "তদা" এই শব্দে উহা ঐ যুগেরই অনুকূল ধর্ম্ম বুঝাইতেছে। আর এখানে সত্যযুগোক্ত ধর্ম্মের পুনরুক্তি না থাকায় একযুগের ধর্ম্ম অন্য যুগের অনুকূল ও আচরণীয় নহে, ইহাও বিশদরূপে বুঝা যাইতেছে।

বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেব উরুক্রমঃ।
বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে॥ ২৪॥

১১স্ক ৫অ।

এই যুগে বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্ব্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত, উরুগায় এই কয়েকটী নামে হরি কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ২৪। এই নামগুলির মধ্যে কেহ গুণাবতার, কেহ কল্প ও মন্বন্তরাবতার, কতক বা ভগবদ্বাচক, কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে রক্তবর্ণ চতুর্ভুজই যুগাবতার ও যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই তিন শ্লোকে ত্রেতাযুগের অবতার তাঁহার বর্ণ, আকৃতি, নাম, উপাসনা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দ্বাপরযুগের যুগাবতার, যথা—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ২৫॥

১১স্ক ৫অ।

ভগবান্ দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর, নিজায়ুধ অর্থাৎ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, সুদর্শনচক্র, কৌমোদকী গদা, পদ্মনিধি, নন্দক খড়্গ, শার্ঙ্গধনুক, এই সকল অস্ত্রের সহিত এবং শ্রীবৎসকৌস্তুভাদি পরিশোভিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ২৫। এস্থলে ভগবান্ শব্দে পূর্ণত্ব বুঝাইতেছে। কেন না, পূর্ব্বাবতারদ্বয়ে ভগবৎ শব্দ প্রযোজিত হয় নাই। আর শ্যামবর্ণ ও আয়ুধাদির উল্লেখে বাসুদেবই বুঝাইতেছে এবং শঙ্খচক্রাদি ধারণহেতু চতুর্ভুজ প্রতিপাদিত হইতেছে। এইরূপ মূর্ত্তি মথুরায় দেবকীর সূতিকাগারেই প্রকাশিত

---

(১) ত্রৈবিদ্যানাং সোমপা পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে

গীতা।

হইয়াছিল, নন্দালয়ে নহে। পর পর শ্লোকে ইহা আরও পরিস্ফুটরূপে প্রমাণিত হইতেছে। যথা—

তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণং।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥ ২৬ ॥

১১স্ক ৫অ।

তৎকালে তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু মনুষ্যগণ বেদ ও তন্ত্রবিহিত উপাসনাবিধিতে মহারাজ-লক্ষণে উপলক্ষিত পরমপুরুষের অর্চ্চনা করেন। ২৬। এখানে "বেদ" এই মাত্র উল্লেখ থাকায় ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব এই চারি বেদই বুঝাইতেছে। তন্ত্র ও অথর্ব্ববেদ পূজা ও পরিচর্য্যাত্মক এবং সমুদয় সাকার উপাসনার মন্ত্রাদি প্রায় ইহাতেই সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তাপনী প্রভৃতি শ্রুতি প্রায় অথর্ব্ববেদান্তর্গত। অতএব পূজা ও পরিচর্য্যা দ্বাপরযুগধর্ম্ম ইহা প্রমাণিত হইতেছে এবং "তদা" এই বাক্যে তাহা কেবল দ্বাপরযুগের অনুকূল ধর্ম্ম হইলেও, দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যায় ভগবান্ অবতীর্ণ হওয়ায় উহা কলিযুগের ধর্ম্মের সহিত সংস্রবশূন্য নহে, ইহাই বোধ হইতেছে। যেহেতু তন্ত্রোক্ত বিধান দ্বাপর ও কলি উভয় যুগেই বিহিত হইয়াছে। আর "মহারাজোপলক্ষণং" বাক্যে রুক্মিণীবল্লভকেই এ যুগের উপাস্য বুঝাইতেছে, অতএব চিরানর্পিতচরী উজ্জ্বলরসাশ্রিতা ভক্তির শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রই প্রবর্ত্তক, ইহা এই স্থলেই প্রমাণিত হইয়া রহিল। কেন না, এই ভক্তি শ্রীব্রজসম্পত্তি, দ্বারিকার নহে। বিশেষ—

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥
নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ।
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশস্তুবন্তি জগদীশ্বরং ॥ ২৭ ॥

১১স্ক ৫অ।

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নরনারায়ণ ঋষি, পুরুষ, মহাত্মা, বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব অর্থাৎ বিশ্বরূপ, সর্ব্বভূতাত্মা, দ্বাপরযুগে জগদীশ্বর

হরি এই সকল নামে স্তবনীয় হন। ২৭। বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের নামোল্লেখ হেতু দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইয়াছে, শ্রীনন্দনন্দন স্বয়ংরূপ, অবতার নহেন। এই চতুর্ব্যূহের আদি দুই বূ্যহ মথুরায় প্রকাশ হন, শেষ দুই ব্যূহ দ্বারকায় প্রকাশিত হন। অতএব রুক্মিণীবল্লভই এই যুগের উপাস্য, ইহাঁকে কেহ নারায়ণ, কেহ নরনারায়ণ, কেহ সহস্রশীর্ষা পুরুষাবতার, কেহ পরমাত্মা, কেহ নিখিল বিশ্বের ঈশ্বর, কেহ বিশ্বব্যাপক ব্রহ্ম, কেহ জীবান্তর্যামী, ইত্যাদি রূপে স্তুতি করিয়াছেন। ইহাঁতে সমস্তই সঙ্গত, যেহেতু ইনি সকল অংশকলায় যুক্ত পূর্ণাবতার। শ্রীভাগবতামৃতে ইহাঁকেই কল্পাবতাররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, যুগাবতার ইহাঁরই অন্তর্ভূত। ইনি কখন দ্বিভুজ কখন চতুর্ভুজ (১)। ভক্তিযোগাঙ্গপরিচর্য্যা দ্বাপরযুগের যুগধর্ম্ম, ভগবান্ এই যুগে বৈধীভক্তিযোগ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উদ্ধবকে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে যে যোগ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য যোগের কথা বলিয়া ভক্তিযোগেরই অধিক মহিমা দেখাইয়াছেন। দ্বাপরযুগোক্ত শ্রীকৃষ্ণোপদিষ্ট ভক্তিযোগ বৈধী। রাগাত্মিকা বা রাগানুগা ভক্তিযোগ শ্রীগৌরাবতারেই প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব বৈধীভক্ত্যঙ্গপরিচর্য্যা দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম এবং মহারাজোপলক্ষণ শ্রীরুক্মিণীকান্তই ঐ যুগের উপাস্য, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকত্রয়ের দ্বারা ইহা মিমাংসিত হইল। এক্ষণে কলিযুগের অবতারাদি বলা হইতেছে। যথা—

নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥ ২৮॥

১১স্ক ৫অ।

"তথা" অর্থাৎ পূর্ব্বে যেমন তিন যুগের ধর্ম্ম, অবতার, তাঁহার বর্ণ, আকৃতি, নাম, উপাসনা কহিলাম, নানা তন্ত্রের বিধানে কলিযুগেরও সেই প্রকার যুগধর্ম্ম, যুগাবতার, তাঁহার বর্ণ, আকৃতি, নাম ও উপাসনা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ২৮। ইহাই ভাবার্থ। কিন্তু ভাবী অবতার হেতু আকৃতি ও

---

(১) এষ মাতরি দেবক্যাং পিতুরানকদুন্দুভেঃ।
প্রাদুর্ভূতো ঘনশ্যামো দ্বিভুজোঽপি চতুর্ভুজঃ॥
ইতি লঘুভাগবতামৃতং।

নাম সম্পূর্ণ প্রকাশ করেন নাই, সঙ্কেতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পরে লিখিত হইতেছে।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ২৯॥

১১স্ক ৫অ।

নিজ কান্তি দ্বারা অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপে পরিদৃশ্যমান্ কৃষ্ণবর্ণ, অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সহ কলিযুগে অবতীর্ণ হন। তৎকালে পণ্ডিত সকল পূজাসম্ভার, নামসঙ্কীর্ত্তন ও স্তুতি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন। ২৯।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকেই শ্রীগৌরচন্দ্রের ভগবত্তা ও অবতারত্ব অতি সুন্দর—অতি পরিস্ফুটরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিলে এই শ্লোকই শ্রীগৌরতত্ত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু এই শ্লোক লইয়া গোস্বামিসম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের চিরদিন বিরোধ চলিতেছে, এই শ্লোকটী, ন্যায় প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় কেবল তর্কের উপাদান স্বরূপ হইয়াছে, বাদী বিবাদী উভয় দলই জিগীষা পরবশ হইয়া ইহা লইয়া চিরদিন বিরোধমাত্রই করিতেছেন, তত্ত্বানুসন্ধান করেন না, কিন্তু তত্ত্বোপলব্ধি সাধনলভ্য, তর্কলভ্য নহে। সুতরাং অচিন্ত্য বস্তুকে তর্কের দ্বারা জানা যায় না বলিয়া উহাতে তর্কারোপ করা নিতান্ত অবিধেয়। যথা—

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে—
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
ইতি স্কান্দবচস্তচ্চ মণ্যাদিষ্বপি দৃশ্যতে॥ ইতি॥

যে সকল ভাব অচিন্ত্য তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোজনা করিবে না। এই স্কন্দপুরাণীয় বচনহেতু মণি, মন্ত্র, মহৌষধাদিতে দুর্ঘটঘটনা দেখা যায়।

শ্রীপাদ রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃতানুবাদ।

ইহার ভাবার্থ এই যে মণিতে জ্যোতির্ম্ময়তা স্বাভাবিক, মন্ত্র সামান্য কয়েকটী অক্ষরসমষ্টি হইলেও আশ্চর্য্য শক্তি বিকাশ করিতে পারে, মহৌষধি দ্রব্যমাত্র, কিন্তু তাহার আরোগ্যকরণ শক্তি অসীম, এ সকল গুণ প্রত্যক্ষ না দেখিলে তর্কের দ্বারা যেমন মিমাংসা হয় না, কিম্বা যেমন নির্দ্দিষ্ট গুণ ও

জ্যোতির অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষতা দ্বারা মণি পরীক্ষিত হয়, সাধন দ্বারা মন্ত্রের শক্তি অনুভূত হয়, যেমন ব্যবহার করিয়া মহৌষধির গুণ জানিতে হয়, বাক্যে বা তর্কে মিমাংসা হয় না। তদ্রূপ সেই অনুভবানন্দ অবিতর্ক্য অচিন্ত্যতত্ত্ব জানিতে হইলে সাধকপরম্পরানুগত পদ্ধতিক্রমে সাধন করিতে হয়, বাক্যে বা তর্কে হয় না। এই অচিন্ত্য গৌরতত্ত্ব তৎসমকালবর্ত্তিগণ মণির ন্যায় প্রত্যক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিয়াছেন, পরবর্ত্তিগণ সাধন ও সেবন দ্বারা জানিয়াছেন, কিন্তু সাধন সেবন বিহীন আধুনিকগণ তাঁহাকে জানিতে হইলে অনুকূল অনুশীলন দ্বারা ক্রমে জানিতে পারেন। অনুকূল অনুশীলনকারির নাম জিজ্ঞাসু, তার্কিক জিগীষু, এই জন্য তার্কিকগণ নিতান্ত তত্ত্বজ্ঞানবিমূঢ়, ভক্তিহীন, সান্দিগ্ধচিত্ত। জিজ্ঞাসুগণ তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে ক্রমে জানিতে পারেন ; কেন না, সেই ভক্তবৎসলই ভক্তহৃদয়ে নিজ তত্ত্ব সকল প্রকাশিত করিয়া থাকেন। অতএব শুষ্ক তর্কাদি দূর করিয়া একান্ত বিশ্বস্তহৃদয়ে অনুকূল অনুশীলন দ্বারা এই শ্লোকের নিগূঢ় ভাবার্থ জানিতে সকলে যত্ন করুন, ইহাই শ্রীগৌরতত্ত্ব জানিবার সদুপায়।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" এই অংশটী শ্রীপাদ গোস্বামিগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। ক্রমসন্দর্ভে, যথা—

"ত্বিষাকান্ত্যা যোঽকৃষ্ণোগৌরস্তং সুমেধসো যজন্তি"। "ত্বিষা" অর্থাৎ কান্তির দ্বারা যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই অর্চ্চনা করেন। বাদীগণ ইহা মানিতে চাহেন না, অথচ ইহার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু স্থাপন করিতেও পারেন না। কেবল শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামির টীকা লইয়া গোলযোগ করেন, কিন্তু আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, শ্রীধরস্বামির টীকার গূঢ় তাৎপর্য্য তাঁহারা আদৌ জানেন না, বা জানিয়াও সদর্থ গোপন করিয়া বিতণ্ডাপরায়ণ হন। শ্রীধরস্বামির টীকার অর্থেই গৌরবর্ণ প্রতিপন্ন হইয়া রহিয়াছে। যথা—

"ত্বিষাকান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং।" শ্রীধরস্বামির টীকা।

ত্বিষা অর্থাৎ কান্তি দ্বারা যিনি অকৃষ্ণ, এখানে "অকৃষ্ণ" এই বাক্যার্থে কি গৌরবর্ণ বুঝাইতেছে না? কৃষ্ণবর্ণ অথচ অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ, ইহা কি রূপে সঙ্গত হয়, ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন "ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং" অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল। ইন্দ্র-

নীলমণি যেমন উজ্জ্বল কিরণ দ্বারা নিজ বর্ণ আচ্ছন্ন রাখে তদ্রূপ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও নিজকান্তি দ্বারা যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, ইহাই স্বামিপাদের টীকার পরিস্ফুট তাৎপর্য্য। কেহ বলিতে পারেন "অকৃষ্ণ অর্থে গৌর, ইহারই বা নিশ্চয়তা কি ?" অন্য বর্ণও ত হইতে পারে ? তাহা হইতে পারে না, কান্তি শব্দের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গৌরবর্ণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেন না, "রুক্মাভং" "রুক্মবর্ণং" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বেদ, মন্ত্র, পুরাণাদি সকল শাস্ত্রই ভগবৎকান্তি বা ব্রহ্মজ্যোতির স্বর্ণবর্ণত্ব স্বীকার করিয়াছেন, অতএব স্বামিপাদের টীকা দ্বারাই গৌরবর্ণ নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইয়া রহিয়াছে। পুনশ্চ প্রকারান্তর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীগৌরাঙ্গই প্রতিপন্ন হইয়াছেন। যথা—

"যদ্বা ত্বিষাকৃষ্ণ, কৃষ্ণাবতারং। অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি।" শ্রীধরস্বামির টীকা।

"অথবা নিজ কান্তি দ্বারা কৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণাবতার, ইহা দ্বারা করভাজন কলিতে কৃষ্ণাবতারেরই প্রাধান্য দেখাইয়াছেন।" এই টীকার অর্থে কি বুঝাইতেছে না যে, তিনি দৃষ্টতঃ কৃষ্ণবর্ণ নহেন, কিন্তু নিজ জ্যোতির দ্বারা তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া জানাইতেছে। যেমন কোন হীরকখণ্ড কাচরাশি মধ্যে থাকিলেও নিজ জ্যোতি দ্বারা হীরক বলিয়া পরিচিত হয়, তদ্রূপ।

বাদীগণ বলিতে পারেন "অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি" বলায় গৌরাঙ্গবাদ নিরস্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হয় নাই, ইহাতে গৌরত্বই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। কেন না, তিনি সর্ব্বলোক দৃষ্টিতে কৃষ্ণ হইলে জ্যোতিঃ দ্বারা কেন "কৃষ্ণ" বলিয়া জানাইতে হইবে ? অতএব তিনি যে কৃষ্ণবর্ণ নহেন, ইহাই বুঝাইল। যদি কৃষ্ণবর্ণ না হন, তাহা হইলে গৌর ইহা নিশ্চিত। কেন না, শাস্ত্রে যুগাবতারগণের শ্বেত, রক্ত, শ্যামল ও পীত এই চারি বর্ণ স্থিরীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সত্যে শ্বেত, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে শ্যামবর্ণ অতীত। সুতরাং কলির যুগাবতার গৌরবর্ণ, ইহাতে সংশয় নাই। অতএব শ্রীধরস্বামির টীকার দ্বারা "ত্বিষাকান্ত্যা অকৃষ্ণং গৌরং" এই গোস্বামিবাক্য প্রতিপন্ন হইল। ইহাতেও যদি তর্ক থাকে, থাকুক। যিনি শ্রীধরস্বামির বাক্য মানেন না, গোস্বামিবাক্য মানেন না, তিনি জগতে তবে কি মানিবেন ? এরূপ নাস্তিকের কথায় নিরুত্তর থাকাই উচিত।

শ্রীপাদ গোস্বামিগণ এবং প্রাচীনগণ এই "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" বাক্যের যে মিমাংসা করিয়াছেন, তাহা কতদুর হৃদয়গ্রাহী ও অলৌকিক গবেষণাপূর্ণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞতার পরিচায়ক, পাঠকগণকে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার নিমিত্ত এ প্রবন্ধে তাঁহাদের টীকার সারসংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীপাদগণের বাক্যের যদিও কোনটীই হীন সার নহে, কিন্তু সমগ্র টীকা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সঙ্কুলান হওয়া সুকঠিন, এই জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় কতকগুলি মিমাংসা সংগৃহীত হইতেছে। যথা—

কৃতে শুক্লঃ সবর্ণস্ত্রেতায়ামপি রক্তঃ।
দ্বাপরে দ্বাপরে শ্যাম এব মূর্ত্ত ইব কলৌ কলৌ পীতঃ॥

কবিকর্ণপূরকৃত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ।

এই কর্ণপূরকৃত পদ্যে করভাজনবাক্যের স্থূলার্থ সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা সাধারণ যুগাবতার। বৈবস্বতমন্বন্তরীয় কলির অবতারে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, সেই বিশেষত্ব জানাইবার জন্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী করভাজন বাক্যের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন। যথা—

কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্ল সত্যযুগে হরিঃ।
রক্ত শ্যাম ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী করভাজন বাক্য ও স্বামিপাদবাক্য দ্বারা কলিতে কৃষ্ণ ও গৌর উভয় বর্ণেরই গৌরব রক্ষা করিয়া স্বীকার করিতেছেন যে, কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যক্ষ, কিন্তু ইহাতে কৃষ্ণবর্ণও প্রত্যক্ষ। কেন না, পরিপূর্ণতম শ্রীগৌরমূর্ত্তির অন্তর্ভূত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তী, অন্তরঙ্গ ভক্তগণ দর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদগণের এবং প্রাচীনগণের ব্যাখ্যাতে ইহা পরিস্ফুট রহিয়াছে। ক্রমসন্দর্ভে, যথা—

সর্ব্বলোক দৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং। তাদৃশ শ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈবাবির্ভাববিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। ইতি।

সকল লোকের দৃষ্টিতে অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণ চক্ষুতে গৌরমূর্ত্তি হইলেও প্রকাশভেদে অর্থাৎ কোন কোন মহাপ্রকাশে কোন কোন ভক্ত তাঁহার সেই "জ্যোতিরভ্যন্তরে শান্তং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরং" মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। অতএব শ্রীগৌর শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব বিশেষ, ইহাই ভাবার্থ। পুরাণ, পঞ্চরাত্র এবং গোস্বামিশাস্ত্র প্রভৃতিতে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই স্বয়ংরূপ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই সকল মূর্ত্তির মূল, নিত্যমূর্ত্তি। সেই দ্বিভুজমুরলীধর মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কোন মূর্ত্তিই ভক্তগণ স্বরূপ মূর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করেন না, শাস্ত্রতাৎপর্য্যেও তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে, ভগবান্ বলিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই ভাগবতবাক্যে এবং অন্যান্য বহুশাস্ত্র প্রমাণে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। পরব্যোমনাথ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি, আর অন্যান্য সকল মূর্ত্তিই কেহ অংশ, কেহ কলা, কেহ আবেশ ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীগৌরমূর্ত্তিকেও স্বয়ংরূপ বলা হইয়াছে, অতএব ইহা বিলাস বা অংশ কলাদি নহে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশমূর্ত্তি বলা যাইতে পারে, নচেৎ স্বয়ংরূপত্ব সম্ভাবিত হয় না। কিন্তু প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের তুল্যরূপ, তাহাতে আকৃতির বিভিন্নতা নাই, তবে গৌরবর্ণত্ব হেতু শ্রীগৌরাঙ্গ কি রূপে তাঁহার প্রকাশ হইতে পারেন? এরূপ সন্দেহ হইতে পারে; হইতে পারে বলিয়াই শ্রীপাদগণ শ্রীগৌর-মূর্ত্তিতে কৃষ্ণবর্ণ লইয়া ঐত বিচার করিয়াছেন এবং এই সন্দেহ নিরসন জন্যই শ্রীভগবান্ গৌরচন্দ্র স্বজ্যোতিরভ্যন্তরস্থ নিজ সনাতন কৃষ্ণমূর্ত্তি ভক্ত-গণকে দেখাইয়াছেন এবং তিনিই জানাইয়াছেন যে, এই গৌরমূর্ত্তি ও কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহার অভেদ স্বরূপ, এক মূর্ত্তিই কখন কৃষ্ণ, কখন গৌর। যখন নিজ হ্লাদিনী শক্তিরূপা শ্রীরাধার সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেহে বিলাস করেন তখন কৃষ্ণ, যখন একদেহে স্বমাধুর্য্যামৃত আস্বাদন করেন তখন গৌর। অতএব বর্ণবিপর্য্যয় হইলেও যখন আকৃতি আদির বিপর্য্যয় নাই, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর, স্বরূপ বিগ্রহ। কিন্তু সেই গৌরবিগ্রহ অতি গূঢ়, তাই তাহা তিনি ভিন্ন অন্যে জানাইতে পারে না, অন্যে তাহা দেখিতে পায় না, কারণ, তাহা বৈভবধামে দুর্নিরীক্ষ্যজ্যোতির্ম্ময়, লীলাধামে মধুরভাবাপন্ন কিন্তু কেবল অন্তরঙ্গ ভক্তগম্য তাঁহার ভক্তভিন্ন সেই রাধাকৃষ্ণ মিলিত দেহ, সেই সাক্ষাৎ মহাভাব মূর্ত্তিমান্ গৌরবিগ্রহ অন্যের অগোচর, যাহা

শ্রীনবদ্বীপে নিত্য বিরাজিত রহিয়াছে। এই উভয় মূর্ত্তিই তুরীয় পদার্থ বলিয়া, প্রাকৃত দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না, এই জন্য যুগাবতারের স্বত্বমূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া স্বয়ংরূপ প্রকট হইয়া থাকেন। অতএব গৌরমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ইহা সঙ্গত সিদ্ধান্ত, সন্দেহ নাই। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী এই তত্ত্ব বিচার করিয়াই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে লিখিয়াছেন। যথা—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং গৌরং কৃষ্ণমপি স্বয়ং।
যো রাধাভাবসংলুব্ধঃ স্বভাবনিতরাং জহৌ॥

ভগবৎসন্দর্ভারম্ভে শ্রীগোস্বামিপাদ শ্রীগৌরে উভয় বর্ণই স্মরণ করিয়াছেন। যথা—।

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

শ্রীলঘুভাগবতামৃতের টীকায়, যথা—

অতঃ প্রকাশ এব স্যাৎ তস্য অসৌ দ্বিভুজস্যচেতিবদভিমানাভেদে গৌরত্বেঽপি প্রকাশত্বমবিরুদ্ধঃ। ইতি।

কোন সময় শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু নিজ কৃষ্ণবর্ণ ত্যাগ করেন নাই, অতএব তাঁহাকে যেমন সেই দ্বিভুজেরই প্রকাশ বলা যায়, তদ্রূপ অভিমানাভেদে গৌরত্ব গ্রহণেও তাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বলা বিরুদ্ধ নহে। কেন না, বাহিরে গৌরবর্ণ গৃহীত হইলেও অন্তরে কৃষ্ণবর্ণের প্রকাশ হেতু কৃষ্ণরূপত্ব পরিত্যক্ত হয় নাই।

তস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বথা শ্রীকৃষ্ণস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈব সাক্ষাদাবির্ভাবঃ স ইত্যর্থঃ। অত্র তৎ শ্যামগৌরাদীনাং প্রাকৃতগুণাতিরিক্তত্বাত্তথা ব্যপদেশ ইতি মন্তব্যং। তস্য তু নবমপদার্থাতিরিক্তত্বং। ইতি লঘুভাগবতামৃত টীকা।

সেই জন্য সেই গৌরবিগ্রহে সর্ব্বকালই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হেতু শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব সেই গৌরাঙ্গ, ইহাই পরিস্ফুট অর্থ। এখানে যে শ্যাম-গৌরাদি বর্ণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রাকৃতগুণের অতিরিক্ত হওয়ায়, গৌরত্ব পরিদর্শন ছদ্মমাত্র, স্বরূপতঃ তিনিই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, ইহাই পণ্ডিতগণ ও ভক্তগণের মন্তব্য, যেহেতু তাঁহার রূপ নবম পদার্থের অতীত অর্থাৎ তুরীয়।

যথা—

ক্ষরাক্ষরাভ্যাং পরমস্ত স এব পুরুষোত্তমঃ।
চৈতন্যাখ্যং পরং তত্ত্বং সর্ব্বকারণকারণং॥

চৈতন্যোপনিষৎ।

ক্ষরং জগৎ অক্ষরোজীবঃ তয়োঃ পরং। ইতি টীকা।

নবম পদার্থো যথা—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং।
জীব ভূতা মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭অ, ৪।৫ শ্লোক।

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটটী অপরা-প্রকৃতি এবং জীবভূতা পরাপ্রকৃতি, এই নয়টী প্রকৃতি। ইহার আটটী অর্থাৎ অপরাপ্রকৃতি জড়শক্তি, পরা জীবশক্তি তটস্থা, এই নবম পদার্থের অতীত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য। হ্লাদিনী শক্তিও এই নবম পদার্থের অতীতা, এই হ্লাদিনী শক্তিই কৃষ্ণ ও গৌর উভয় মূর্ত্তির আশ্রয়, উভয় বিগ্রহেই একমাত্র হ্লাদিনী শক্তিরই লীলা বিকাশ হয়, অন্য মূর্ত্তিতে হয় না, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ একই বিগ্রহ। যখন ভগবান্ হ্লাদিনী শক্তিরূপা শ্রীরাধার সহিত ভিন্ন দেহে লীলা করেন তখন কৃষ্ণ, যখন এই হ্লাদিনীর ভাব-কান্তির অন্তর্ভূত হইয়া এক দেহে লীলা করেন তখন গৌর। শ্রীপাদ গোস্বামিগণের ইহাই শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরতত্ত্বের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান। এই জন্য গোস্বামিমিমাংসা সকল মিমাংসার শীর্ষস্থানীয় চরম মিমাংসা। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এই জন্য কলিতে কৃষ্ণাবতার স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সকল কলিতে নহে, কেবল শ্বেতবরাহ কল্পীয় বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপর ও কলির সন্ধ্যায় হইয়া থাকে, দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, কলির প্রথম সন্ধ্যায়

শ্রীগৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হন। অতএব উভয়তঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবই স্বীকার্য্য ও শাস্ত্রসিদ্ধ। ক্রমসন্দর্ভে যথা—

তদেবং যদা দ্বাপরে কৃষ্ণোবতরতি তদেব কলৌ শ্রীশ্রীগৌরোপ্যবতরতি ইতি সারস্য লব্ধে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি॥ ইতি॥

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ॥

করভাজন বাক্যে কৃষ্ণবর্ণ ও অকৃষ্ণবর্ণ উভয় বর্ণের গ্রহণ হেতু কলিযুগাবতারের উভয় বর্ণই স্বীকৃত হইয়াছে, শ্রীস্বামিপাদ ও শ্রীগোস্বামিপাদগণ উভয় বাক্যের যেরূপ গৌরব রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা লিখিত হইল। ইহা বৈবস্বতীয়মন্বন্তর উপলক্ষে বলা হইয়াছে, কিন্তু তদতিরিক্ত অন্য প্রতি কলিতে এরূপ হয় না, অন্য কলিতে যুগাবতারই অবতীর্ণ হন। যুগাবতারের কৃষ্ণবর্ণ যাহা অন্য শাস্ত্রপ্রমাণে ধৃত হইয়াছে, তাহা অন্যান্য কলিপক্ষে। যথা—

তন্ত্রবিধানেন নানা কলৌ—(প্রতি কলিযুগে) কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণনামাবতারং) যজন্তি বৈবস্বতীয়াষ্টবিংশতিচতুর্যুগীয় কলৌ তু অকৃষ্ণং (গৌরাঙ্গং) যজন্তীতি। লঘুভাগবতামৃত টীকা।

তন্ত্র বিধানে অন্যান্য কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার পূজিত হন, কিন্তু বৈবস্বতীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিতে গৌরাঙ্গই পূজিত হন। ইহাই যুক্তি ও শাস্ত্রসিদ্ধ, যদি কেহ বর্ত্তমান কলিতে কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার বাক্য অবশ্য গ্রহণীয়। নতুবা গৌরবর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র কলিযুগের উপাস্য ইহাতে কেহ বৃথা তর্কারোপ না করেন। শ্রীকরভাজনোক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" এই অংশের ব্যাখ্যায় স্বামিপাদের ও গোস্বামিপাদগণের ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য দেখান হইল। এক্ষণে নাম ও আকৃতি যাহা সঙ্কেতে ঐ শ্লোক মধ্যেই গূঢ়ভাবে রক্ষিত হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ অনুশীলন করা যাইতেছে।

ভাবী অবতার বলিয়া শ্রীকরভাজন, শুকদেব ও শ্রীধরস্বামী কলিযুগাবতারের আকৃতি, নাম, প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু সঙ্কেতে একরূপ তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। "কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র" কলিযুগপাবনাবতারের নাম, ইহা "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা অকৃষ্ণং" এই দুই বাক্যেই প্রকারান্তে বলা হইয়াছে।

শ্লোকের আদিতে "কৃষ্ণ" এই নাম গৃহীত হইয়াছে এবং "ত্বিষা অকৃষ্ণং" এই বাক্যেই চৈতন্য বলা হইয়াছে। কেননা উপনিষৎ প্রভৃতিতে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে চৈতন্য বলা হইয়াছে, অতএব আদিতে কৃষ্ণ পরে জ্যোতির উল্লেখে কৃষ্ণচৈতন্যই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিম্বা—

যদ্বা ভীমো ভীমসেনবৎ পরপদাভাবে তাদৃক্ প্রতীতিঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামানমিত্যর্থঃ।

অথবা "ভীম" এই পরপদহীন বাক্যে যেমন "ভীমসেন" এই পরপদ যুক্ত নামেরই প্রতীতি হয়, তদ্রূপ করভাজনোক্ত "কৃষ্ণ" এই পরপদহীন বাক্যে "কৃষ্ণচৈতন্য" এই পরপদ যুক্ত নামেরই প্রতীতি হইতেছে। এই প্রাচীন বাক্যার্থে তাঁহার নাম স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

আর আকৃতি সম্বন্ধে বক্তব্য এই, নিজ কান্তিদ্বারা "গৌরবর্ণ কৃষ্ণ" এই অর্থে শ্রীকৃষ্ণের গৌরগোবিন্দ মূর্ত্তির পরিচয় দিতেছে, সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি, কেবল বর্ণ মাত্র প্রভেদ এই জন্য আকৃতির বিশেষ উল্লেখের আবশ্যক হয় নাই। পূর্ব্বাবতারত্রয়ে চতুর্ভুজ স্পষ্ট উল্লেখ আছে, এ অবতারে তাহা না থাকায় দ্বিভুজেরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব দ্বিভুজ হেমগৌরাঙ্গ নিত্য কৈশোর শ্রীগৌরগোবিন্দ মূর্ত্তিই শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যস্বরূপ।

শ্রীগৌরগোবিন্দ মূর্ত্তিধ্যান যথা—

অষ্টপত্রং বিকশিতং হৃৎপদ্মং তত্র সংস্থিতং।
দিব্যধ্বজাতপত্রৈস্তু চিহ্নিতং চরণদ্বয়ং॥
শ্রীবৎসলাঞ্ছনং হৃৎস্থং কৌস্তুভং প্রভয়াযুতং।
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রশার্ঙ্গপদ্মগদান্বিতং॥
সুকেয়ূরান্বিতং বাহুং কণ্ঠং মালা সুশোভিতং।
দ্যুমৎ কিরীটং বলয়ং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলং॥
হিরণ্ময়ং সৌম্যতনুং স্বভক্তায়াভয়প্রদং।
ধ্যায়েন্মনসি মাং নিত্যং বেণুশৃঙ্গধরং তু বা॥

গোপালতাপনী॥

অথবা দ্বিভুজং ধ্যায়েদিত্যাহ বেণুশৃঙ্গধরং তু বেতি॥

শ্রীপাদ বিশ্বেশ্বরকৃত টীকা।

"ভগবান হরি ব্রহ্মাকে কহিলেন, বিকশিত অষ্টদল হৃৎপদ্মে প্রথমে আমার অতি রমণীয় ধ্বজ ও ছত্রাদি চিহ্নিত চরণদ্বয় ধ্যান করিবে, তারপর আমার হৃদয়স্থ শ্রীবৎস চিহ্ন এবং উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত কৌস্তভ, শঙ্খ চক্রাদি শোভিত ভুজচতুষ্টয়, সুন্দর কেয়ুরশোভিত বাহু, মাল্য-পরিশোভিত কণ্ঠদেশ, ভাস্বর কিরীট, মণিবন্ধে বলয়, এবং কর্ণে দীপ্তিমান মকর কুণ্ডল চিন্তা করিবে, এই প্রকার আমার স্বর্ণবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় প্রসন্ন বিগ্রহ যাহা স্বভক্তগণের নিত্য অভয়প্রদ সেই চতুর্ভুজ কিম্বা শৃঙ্গ বেণুধারী দ্বিভুজ মূর্ত্তি মানসে ধ্যান করিবে।" গোস্বামিশাস্ত্রে পুরাণাদি শাস্ত্র প্রমাণে চতুর্ভুজকে দ্বিভুজের বিলাস মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্বরূপ যদি আকৃতিতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হয় এবং প্রায় তুল্যশক্তি প্রকাশ করে তাহাকে বিলাস কহে।

স্বরূপ মন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েনাত্ম সমং শক্ত্যা সবিলাসো নিগদ্যতে।।

লঘু ভাগবতামৃতং।

অতএব দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজে রূপের পার্থক্য নাই, কেবলা দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ এই মাত্র পার্থক্য, অন্যান্য অবয়ব বেশাদি উভয় মূর্ত্তিতেই একরূপ, এবং চতুর্ভুজের অস্ত্রাদি ধারণ ও দ্বিভুজের শৃঙ্গবেণু প্রভৃতি গোপাল বেশ এই মাত্র প্রভেদ। এই জন্য এক ধ্যানেই উভয় মূর্ত্তির বিকাশ দেখান হইয়াছে। সাধকভেদে কেহ কেহ চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রাদিধারী, কেহ কেহ দ্বিভুজ মুরলীধারী চিন্তা করেন। অতএব এখানে গৌরগোবিন্দ ধ্যানে চতুর্ভুজ ও অস্ত্রাদি ব্যতীত সমস্তই অবিকল গ্রহণীয়। শ্রীনবদ্বীপে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রকাশভেদে শ্রীগৌর বিগ্রহে, দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ উভয় প্রকাশই দর্শন করিয়াছেন। ঐ দ্বিভুজ গৌরগোবিন্দ মূর্ত্তিই শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের নিত্যমূর্ত্তি, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুই কেবল এই মূর্ত্তিতে দর্শন পাইয়াছিলেন এবং দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে পূজা করিয়াছিলেন। অতএব কৃষ্ণ ও অকৃষ্ণ এই বাক্য দ্বয়েই শ্রীগৌরচন্দ্রের মূর্ত্তি ও নামের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা কেহ রূপক ভাবিয়া লইবেন না, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত; শ্রীগৌরচন্দ্রে এই টুকু জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হউন, অবশ্য জানিতে পারিবেন। বাক্যে আর ইহার অধিক কি বলা যাইতে পারে। এখন করভাজন বাক্যের অন্যান্য অংশ অনুশীলন করুন।

"সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং", এই চরণে "অস্ত্র" এই বাক্য উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলেন "শ্রীচৈতন্য অস্ত্র ধারণ করেন নাই, অতএব এই শ্লোকে অস্ত্রের উল্লেখ থাকায় ইহাতে কল্কীকেই যুগাবতার বলা হইয়াছে।" এ তর্কও ভ্রান্তিমূলক, সাঙ্গ অর্থাৎ অংশ উপাঙ্গ অর্থাৎ কলাসহ বলায়, ইহাঁর পূর্ণত্বই বুঝাইয়াছে, কিন্তু কল্কী শাস্ত্রানুসারে পূর্ণাবতার নহেন, আবেশাবতার। এবং সংকীর্ত্তন দ্বারা কল্কী অর্চ্চিত নহেন, কেননা প্রাচীন পৌরাণিক কোন নাম সংকীর্ত্তনে কল্কীর নাম দেখা যায় না, বরং কৃষ্ণ নাম গ্রহণে কৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ সিদ্ধ হইয়াছে। যেমন ভীম বলিলে ভীমসেন এই পর পদকেও বুঝাইয়া দেয় তদ্রূপ। এবং "নানা তন্ত্র বিধানেন" বাক্যে কলিতে তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি স্বীকৃত হওয়ায় কল্কী নিরস্ত হইলেন, তন্ত্র মধ্যে কল্কীর উপাসনা কিছুই দেখা যায় না, বরং ক্রূর মূর্ত্তি বলিয়া পরশুরাম ও কল্কী উপাসনার অযোগ্যই হইয়াছেন। ঊর্দ্ধাম্নায়, রুদ্রযামল, ঈশান সংহিতা ইত্যাদি বহু বহু তন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান, মন্ত্র, পূজাপদ্ধতি প্রকাশ থাকায় শ্রীগৌরাঙ্গই এ যুগের উপাস্য হইয়াছেন। সাধুগণের রক্ষা, পাপীগণের দমন, এবং যুগধর্ম্ম সংস্থাপন এই কয়টী যুগাবতারের কার্য্য ও উদ্দেশ্য। শ্রীগৌরাবতারে এই সমুদয় কার্য্যই সংসাধিত হইয়াছে। কলিযুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ, শ্রীগৌরচন্দ্রই এই যুগধর্ম্ম প্রচারক, কল্কী নহেন, বা অন্য কোন অবতারই নহেন। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গই যে কলির যুগাবতার ও উপাস্য ইহাতে কোনই তর্ক নাই, তবে অস্ত্র সম্বন্ধীয় যে তর্ক তাহা প্রথম শ্রীধর স্বামিপাদ-বাক্যেই বুঝাইতেছি।

উভয় যুগের সংযোগকে সন্ধি বা যুগসন্ধ্যা কহে, সুতরাং প্রতি যুগেরই প্রথম ও শেষভাগ যুগসন্ধ্যা। যুগসন্ধ্যা উভয় যুগাত্মক, দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যায় শ্যামাবতার, কলির প্রথম সন্ধ্যায় গৌরাবতার, এই জন্য উভয় অবতারে ওতঃপ্রোতঃ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই সম্বন্ধ হেতু শ্রীরুক্মিণিবল্লভ শ্রীরাধাবল্লভ শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াবল্লভ, তিন মূর্ত্তিই কলিতে উপাস্য, তিন মূর্ত্তিই একাত্মক, অভেদ তত্ত্ব। তবে যুগানুকুল বলিয়া শ্রীগৌরাবতারেরই প্রাধান্য আছে, এই জন্যই প্রাচীন পদ্ধতি এবং প্রাচীন আচারে পূজা, পাঠ, কীর্ত্তনাদিতে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগৌর পূজাই বিহিত হইয়াছে। করভাজন বাক্যে দ্বাপর ও কলি উভয় যুগেই তন্ত্রোক্ত

উপাসনাবিধি অনুকূল বলিয়া গৃহিত হইয়াছে, তান্ত্রিক পূজা বৈধী, এই জন্য শ্রীধরস্বামিপাদ বৈধী পূজাঙ্গ উপলক্ষ করিয়া টীকায় লিখিয়াছেন, যথা—

অঙ্গানি হৃদয়াদীনি, উপাঙ্গানি কৌস্তুভাদীনি, অস্ত্রানি সুদর্শনাদীনি, পার্ষদাঃ সুনন্দাদয়ঃ তৎ সহিতং যজ্ঞৈরর্চ্চনৈর্যজন্তি ॥

শ্রীধরস্বামিটীকা ॥

হৃদয়াদি অঙ্গ, কৌস্তুভাদি উপাঙ্গ, সুদর্শনাদি অস্ত্র এবং সুনন্দাদি পার্ষদ, ইহাঁদের সহিত অর্চ্চনাবিধি অনুসারে পণ্ডিতগণ উপাসনা করেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থে অঙ্গোপাঙ্গ পূজা ৭ম বিলাসে লিখিত হইয়াছে, উহার প্রয়োগ যথা—শিরসে চূড়ায়ৈ নমঃ, মুখে বেনবে নমঃ বাম স্তনোর্দ্ধে কৌস্তুভায় নমঃ, দক্ষস্তনোর্দ্ধে শ্রীবৎস চিহ্নায় নমঃ, কণ্ঠে বনমালায়ৈ নমঃ, ইতি শিষ্ট পদ্ধতি। উক্ত গ্রন্থে আবরণ পূজায় সপ্তম আবরণে সুদর্শনাদি অস্ত্র ও সুনন্দাদি পার্ষদগণ পূজিত হইয়াছেন। করভাজনোক্ত শ্লোকে অস্ত্রাদি ধারণের কোন কথা নাই, উহা পূজার অঙ্গ স্বরূপ লিখিত হইয়াছে; শ্রীধরস্বামিরটীকায় ইহার পরিস্ফুট তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব কল্কীর সহিত এ বাক্যের কোনই সংশ্রব নাই।

এক্ষণে বাদীগণ এই সূত্র ধরিয়া আরও তর্ক উঠাইতে পারেন যে, "তবে কলিতেও মহারাজোপলক্ষণ বাসুদেবই উপাস্য, ইহাই স্বামিটীকার তাৎপর্য্য, এবং দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যায় তাঁহার অবতার হেতু তিনি উভয় যুগেরই উপাস্য "কৃষ্ণবর্ণং" এই বাক্য দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে, এবং—

প্রত্যক্ষরূপধৃগ্‌দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।
কৃতাদিষ্বেব তেনাসৌ ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥

লঘুভাগবতামৃতং।

সত্যাদি যুগত্রয়ের ন্যায় কলিতে হরি প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করিয়া দর্শন দেন না, এই জন্য তাঁহার নাম ত্রিযুগ। এই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় প্রমাণে কলিতে অবতার নাই ইহাই প্রমাণ হইতেছে, অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্যামাবতার উভয় যুগেরই উপাস্য।" এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, কিন্তু কিঞ্চিৎ প্রনিধান করিয়া

দেখিলে এ সন্দেহ দূরীভূত হইবে। পূর্ব্বাপর না দেখিয়া কোন শাস্ত্রে তর্কারোপ করিতে নাই, তর্ক, চলিষ্ণু জলদখণ্ডের ন্যায় আগন্তুক অস্থির ভ্রান্তি মাত্র, উহা কখনই স্থায়ীভাবে গ্রহণ করিতে নাই, শাস্ত্র আর্য্যগণের স্থির সিদ্ধান্ত, সম্পূর্ণ অভ্রান্ত, একান্ত সত্য, ইহাতে যে তর্ক উঠে, তাহা ভ্রান্তি মাত্র, যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, তদ্রূপ। অতএব স্থিরচিত্তে পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া দেখিতে হয়, হঠাৎ উন্মত্ত হইতে নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে করভাজন বাক্যে যেখানে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের নাম পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ চারিযুগের অবতার, বর্ণ, আকৃতি, নাম ও উপাসনা কথিত হইয়াছে সেই স্থানেই ২৫শ শ্লোকে দেখুন, "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম" বলিয়া শ্যামাবতারকে দ্বাপর যুগের অবতার রূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং কলির অবতারকেও পরে ২৯শ শ্লোকে (কৃষ্ণবর্ণং) ইত্যাদি বাক্যে পৃথক্ করায় শ্যাম দ্বাপর যুগের অবতার ইহা বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে। অন্য শাস্ত্রেও ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

মাৎসে—
বারাহো ভবিতা কল্প স্তস্মিন্মন্বন্তরে শুভে।
বৈবস্বতাখ্যে সংপ্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোকধৃক্ ॥
দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন্নষ্টাবিংশতমং যদা।
তস্যান্তেচ মহানীলো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ ॥
ভারাবতারণার্থন্তু ত্রিধাবিষ্ণুর্ভবিষ্যতি।
দ্বৈপায়নোমুনি স্তদ্বদ্রৌহিণেয়োথ কেশবঃ ॥ ইতি

শ্বেত বরাহ কল্পের সপ্তম মন্বন্তর অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরে, অষ্টাবিংশ দ্বাপর যুগের অন্তে অর্থাৎ অন্তঃসন্ধ্যায় মহা নীলবর্ণ বাসুদেবরূপী জনার্দ্দন, ভূভার হরণার্থ তিন মূর্ত্তি গ্রহণ করিবেন। তন্মধ্যে দ্বৈপায়ন মুনি আবেশাবতার, বলদেব অংশাবতার কেশব অর্থাৎ বাসুদেব পূর্ণাবতার। বাসুদেবের মহানীল ও পীত দুই নিত্যবর্ণ, যিনি সর্ব্বেশ্বর বাসুদেব তিনি স্বর্ণ পদ্মকান্তি, যিনি জগৎকর্ত্তা বাসুদেব তিনি মহানীলাম্বুজদ্যুতি, ইহা হয়শীর্ষ ও কাপিল পঞ্চরাত্রে

উক্তি আছে, আর দ্বাপর যুগের অন্তে বলায় কলি বলা হইয়াছে এরূপ নহে, তাহা হইলে কলি যুগেরই উল্লেখ থাকিত, তাহা না থাকায় দ্বাপরের অন্ত অর্থাৎ শেষ সন্ধ্যা ইহাই বুঝাইয়াছে। এই সকল বিশিষ্ট প্রমাণে শ্যামাবতার বাসুদেব দ্বাপরাবতার ইহাই প্রমাণিত হইল। এবং কলির অবতারাদি বলিবার পূর্ব্বে করভাজনোক্ত ২৮শ শ্লোকে "কলাবপিতথাশৃণু" এই বাক্যে দ্বাপরাবতার হইতে কলির অবতারাদি পৃথক্ করা হইয়াছে। কেননা "তথা" শব্দ "পূর্ব্ববৎ" এই অর্থ প্রকাশ করে। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের অবতারাদি যেমন বলিয়াছি "তথা" অর্থাৎ কলিরও সেই প্রকার পৃথক্ অবতারাদি বলিতেছি শ্রবণ কর, এই অর্থই হইয়াছে। এবং কথারম্ভে ১৯শ শ্লোকে করভাজন "কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু" এই শ্লোকে চারি যুগের নাম ও চতুর্যুগের অবতারের নাম, বর্ণ, আকৃতি ও উপাসনা পৃথক্ পৃথক্ স্বীকার করিয়াছেন। এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদও ইহা স্বীকার করিয়াছেন যথা—

এষু কৃতাদিকালেষু নানাপ্রকারা বর্ণাভিধাকারা যস্য সঃ ইতি

ইহাতে যদি কেহ বলেন স্বামিপাদ "কৃতাদিষু" বলায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর বলা হইয়াছে কলি নহে, ইহা হয় না, কারণ সঙ্কেত, পূর্ব্ব বাক্যকেই লক্ষ্য করে, মূল শ্লোকে চতুর্যুগের উক্তি থাকায় টীকাতেও তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ আর এক প্রমাণ দেখাইতে পারা যায় যে, পরশ্লোকের ব্যাখ্যার আরম্ভেই শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী স্বীকার করিয়াছেন "তদেব বর্ণ চতুষ্টয়মাহ কৃত ইত্যাদিনা" অর্থাৎ সত্যাদি যুগ চতুষ্টয়ের যুগাবতার চতুষ্টয়ের বর্ণ চতুষ্টয় কহিতেছেন, এই বাক্যেই চারি যুগের চারি বর্ণ পৃথক্ অর্থাৎ শ্বেত রক্ত শ্যাম পীত ইহা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে প্রতিপন্ন হইয়া গেল, আর ইহাতে তর্ক নাই, কেন না শ্রীধর স্বামির টীকা সর্ব্ববাদি সম্মত। অতএব সত্য মিমাংসায় তর্কারোপ করা অপরাধ। তবে পূর্ব্ব তিন যুগের অবতারাদি যে প্রকার প্রকাশরূপে বলা হইয়াছে, কলির সেরূপ বলা হয় নাই। গ্রন্থকার, টীকাকার (স্বামী) উভয়েই যেন কলির কথাটা চাপা দিয়া গিয়াছেন। ইহাতে অন্য ভাব আনিতে নাই, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ইহাতে সন্দিহান হওয়া অন্যায়। শাস্ত্রকার মাত্রেই অতীত অবতার সম্বন্ধে যেমন বিস্তাররূপে বর্ণনা করেন, ভাবী অবতার সম্বন্ধে সেরূপ করেন না। ভাবী অবতার কথা সকল শাস্ত্রেই গূঢ়ভাবে লিখিত থাকে। পণ্ডিত ঋষিগণ ভাবী অবতার রহস্য জানিয়াও কাহারও

নিকট সহসা প্রকাশ করিতেন না, বাল্মিকী রামায়ণ কিরূপ গূঢ় ঐশ্বর্য্য ভাবাপন্ন শাস্ত্রদর্শী মাত্রেই জানেন, অন্যান্য শাস্ত্রেও ইহার উদাহরণের অভাব নাই। এই জন্যই পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমকালবর্ত্তী তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ও শাস্ত্রকারগণ, শ্রীগৌরোপাসনা ও গৌরাবতার রহস্য গূঢ়ভাবে রাখিয়া গিয়াছেন, অধিক প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে শ্রীগৌরাবতার ও শ্রীগৌরোপাসনা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, এরূপ কথা বলা নিতান্ত অল্পদর্শী মূঢ়ের কার্য্য। উহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত, যথার্থ সত্য, ইহাতে অবিশ্বাস করার তুল্য মহাপাপ আর নাই।

শ্রীধরস্বামিপাদ যে অঙ্গ উপাঙ্গ ও অস্ত্র পার্ষদাদি আবরণ পূজার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণের বৈধী পূজাঙ্গ সত্য বটে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বৈধীঅঙ্গে উহা শ্রীগৌরাঙ্গেও অযুক্ত নহে। বৈধীভক্তি সাধারণী, এই জন্যই প্রকাশ্য শাস্ত্রে পূজার বৈধী অঙ্গই লিখিত হইয়া থাকে। শ্রীধর স্বামীও এই উদ্দেশ্যেই অতি রহস্য হেতু শ্রীগৌরাঙ্গের ঐকান্তিকী পূজাঙ্গ না লিখিয়া বৈধী অঙ্গই প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব গোস্বামিপাদ ও প্রাচীনগণের টীকার সহিত তাঁহার টীকার অসামঞ্জস্য নাই। "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং" এই চরণের গোস্বামী ও প্রাচীনগণের ব্যাখ্যা যথা—

তস্য ভগবত্তমেব স্পষ্টয়তি, "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং", অঙ্গান্যেব পরম মনোহরত্বাৎ, উপাঙ্গানি ভূষণানি, মহাপ্রভাবত্বাত্তান্যেবাস্ত্রাণি, সর্ব্বদৈবৈকান্ত-বাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ, বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোসাবিতি গৌড় বরেন্দ্র বঙ্গোৎকলাদি দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ। যদ্বা অত্যন্ত প্রেমাস্পদত্বা-ত্তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য মহানুভাবচরণ প্রভৃতয় স্তৈ সহ বর্ত্তমা-নৈর্যমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তঃ॥

ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ।

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ এই বাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্ত্বই স্পষ্ট বলা হইয়াছে। অত্যন্ত মনোহরত্ব হেতু তাঁহার অঙ্গ সকল এবং উপাঙ্গ অর্থাৎ ভূষণাদি সকল পূজার্হ। তাঁহার মহাপ্রভাবই অস্ত্র রূপ, এবং এই সকল নিরন্তর তাঁহার বিগ্রহে বাস করিত বলিয়া ইহারাই পার্ষদ স্বরূপ। গৌড় বরেন্দ্র বঙ্গ উৎকল প্রভৃতি দেশীয় মহানুভাব ভক্তগণের মহাপ্রসিদ্ধ বাক্যে শুনা যায় তাঁহারা বারম্বার শ্রীগৌরাঙ্গকে এইরূপ মহামহিমান্বিত রূপে দর্শন করিয়াছেন। কিম্বা অত্যন্ত

প্রেমাস্পদ তত্তুল্য মহামহিমান্বিত মহানুভাব শ্রীমদদ্বৈতাদি পার্ষদ, এই সকল অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সহ বর্ত্তমান, সেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর শ্রীগৌরাঙ্গকে পণ্ডিতগণ অর্চ্চনা ও গান করেন।

ইতি শ্রীজীবগোস্বামিমন্তব্য।

প্রাচীনোক্তি যথা—

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে রসিকরঙ্গদানাম্নী টীকায়াং। পুনঃ কীদৃশং? সাঙ্গোপাঙ্গেতি অঙ্গমংশঃসতু। অত্র শ্রীবিশ্বরূপ নিত্যানন্দাদি, উপাঙ্গমংশাংশঃ সতু অত্র শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যাদিমহাবিষ্ণ্বাত্মকস্য শ্রীসঙ্কর্ষণাংশত্বাৎ তচ্চ তচ্চ। পার্ষদা পরমান্তরঙ্গশক্তিরূপা শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভৃতয়ঃ, পরমান্তরঙ্গশক্তিরূপাঃ শ্রীশ্রীবাস মুরারি প্রভৃতয়ঃ অস্ত্রাণীব পার্ষদাঃ, তৈঃ সহ বর্ত্তমানং। তেষাং দর্শন স্পর্শন সম্ভাষণাদি ভিরসুর স্বভাবানাং কলি কলিল জনানামন্তর্মালিন্যাদি শত্রু পরাভব করণাদস্ত্র সাধর্ম্ম্যমুচিত মুক্তং।

শ্রীবৃন্দাবন তর্কালঙ্কারঃ।

অঙ্গ অর্থাৎ অংশ শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দাদি, উপাঙ্গ অর্থাৎ অংশাংশ শ্রীঅদ্বৈতাদি, ভক্ত শক্তিরূপ শ্রীগদাধরাদি, ভক্তরূপ শ্রীশ্রীবাস মুরারী প্রভৃতি পার্ষদ এবং তাঁহাদের দর্শন স্পর্শন মধুর সম্ভাষণাদি দ্বারা অসুর স্বভাব ব্যক্তিগণের ও কলিকলুষিতচিত্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্মালিন্য দূরীভূত হয়, সেই পার্ষদগণই দুষ্কৃত বিনাশক অস্ত্রস্বরূপ। এইরূপ অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র ও পার্ষদ সহ পণ্ডিত সকল কলিযুগাবতার শ্রীগৌরগোবিন্দের অর্চ্চনা করেন। ইহাই ভাবার্থ।

অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পার্ষদ এগুলি পূজার অঙ্গ, পূজা দুই প্রকার, বৈধী ও রাগমার্গীয়া। শাস্ত্রানুসারী বিধিমার্গে ঐশ্বর ভাবে পূজার নাম বৈধী। ব্রজজনানুরূপ ভাবমার্গে পরিচর্য্যাত্মক প্রেমসেবার নাম রাগ মার্গীয়া পূজা। শ্রীগৌরাঙ্গই রাগমার্গের আদি গুরু, তৎপূর্ব্বে ইহা কেহ জানিতেন না, বা কোন কোন শক্তিমান ভক্তের ইহা অনুভব থাকিলেও তাঁহার অবতারাপেক্ষায় প্রকাশ করিতেন না, বিশেষতঃ ইহা তাঁহার কৃপা ভিন্ন উপদেশাদি দ্বারা কোন ব্যক্তিকে অনুভব করান যায় না, এই জন্য তৎসমকালবর্ত্তী গোস্বামিগণ কর্ত্তৃকও হরিভক্তি বিলাসাদি প্রকাশ্য গ্রন্থে ইহা লিখিত হয় নাই। ইহা অতি গূঢ়ভাবে প্রভুপার্ষদ পরম্পরায় আচরিত হইয়া আসিতেছে, এবং গূঢ়ভাবে গোস্বামিশাস্ত্রে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। রাগ একটি কৃপালব্ধ অবস্থা বিশেষ, ইহা

কৃপালভ্য, উপদেশ লভ্য নহে, সাধনের পরিপাকে সাধকের হৃদয়ে উহা তাঁহার কৃপায় প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। এইজন্য প্রকাশ্যশাস্ত্রে বৈধীপূজাই লিখিত হয়। বৈধী পূজাও নিষ্ঠাভেদে দুই প্রকার, সাধারণী ও ঐকান্তিকী। শ্রীভগবানের সকল মূর্ত্তির পূজাযোগ্য যে সাধারণ বিধি, তাহার নাম সাধারণী বৈধী পূজা। আর শ্রবণ কীর্ত্তনাদি হইতে শ্রীহরির কোন এক ধামে কোন এক মূর্ত্তিতে যে ঐশ্বর্য্যভাবময়ী নিষ্ঠা তাহার নাম ঐকান্তিকী বৈধীভক্তি, এইরূপ ভক্ত্যাত্মিকা পূজার নাম ঐকান্তিকী বৈধীপূজা। ইহাও সাধনের পরিপাকাবস্থা বিশেষ, ভাবভেদে ইহারই পরিপাকাবস্থায় রাগোদয় হইয়া থাকে। এই জন্য রাগানুগা ভক্তিই সাধনের সার ও অতি সুদুর্লভা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপায় ইহা সুলভ, কেন না শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রাগময়ী রতি স্থাপন করা জীবের পক্ষে যত সহজসাধ্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণে তত সহজ নহে, এই জন্য কলির চঞ্চলমতি, বিষয়াবিষ্ট জীবের শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ শ্রীগৌরোপাসনাই কলিযুগে একান্ত শুভপ্রদ এবং ব্রজভাব লাভের সহজ পন্থা।

শ্রীনন্দনন্দনের ঐকান্তিকী পূজায়, শিরঃ, শ্রীমুখ, হৃদয় এই তিন অঙ্গে; চূড়া, বেণু, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা এই পঞ্চ উপাঙ্গ অর্থাৎ ভূষণের পূজা উল্লেখ আছে, শ্রীগৌরাঙ্গেরও অঙ্গোপাঙ্গ পূজা এইরূপ কেন না শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মিলনের দিন যে মহাপ্রকাশ হয়, তাহাতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সেই শ্রীগৌরচন্দ্রের স্বরূপ মূর্ত্তিতে, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, মুরলী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ভূষণ সকল দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর অভিন্ন স্বরূপমূর্ত্তি। অতএব উভয় বিগ্রহেরই অঙ্গোপাঙ্গ পূজা একরূপ, ইহাতে শ্রীস্বামিপাদের ও শ্রীজীবগোস্বামিপাদের ব্যাখ্যার কোনই অসামাঞ্জস্য নাই। অস্ত্র ও পার্ষদ, আবরণ পূজা। শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিকী ও সাধারণী পূজায় আবরণ পূজার বিভিন্নতা আছে, শ্রীনন্দনন্দনের ঐকান্তিকী আবরণ পূজায় সুদর্শনাদি অস্ত্র ও বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণের পূজা গৃহীত হয় নাই। ইহাতে কেবল ব্রজপার্ষদগণই পূজিত হইয়াছেন। সাধারণী পূজায় সুদর্শনাদি অস্ত্র, সুনন্দাদি বৈকুণ্ঠ পার্ষদ এবং লীলাপরিকরগণের পূজা দেখা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গেরও এইরূপ, ঐকান্তিকী পূজায় অস্ত্র ও বৈকুণ্ঠপার্ষদ পূজা নাই, কেবল শ্রীনবদ্বীপ-পার্ষদগণই পূজিত হন (ভক্তের সহিত হয় তাঁর আবরণ। চরিতামৃত) কিন্তু সাধারণী পূজায় লীলাপরিকর এবং সকল ধামের সকল মূর্ত্তির সমাবেশ হেতু, এবং গৌরলীলায়

সকল ধামের সকল ভক্তের অবতার গ্রহণ হেতু সুনন্দাদি বৈকুণ্ঠ-পরিকরগণ পূজিত হওয়া অযুক্ত নহে। এবং শ্রীগৌরাঙ্গের সাধারণী পূজায় অস্ত্র পূজাও যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, কেন না জগাই মাধাই উদ্ধারলীলায়, তাঁহার আজ্ঞায় সুদর্শনাবির্ভাব শুনা যায়। অতএব ইহাতেও স্বামিপাদের টীকায় বাক্যবিরোধ নাই। বরং শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা সম্পূর্ণ গৌরবাদ, ইহাতে অণুমাত্র সংশয়ের কারণ নাই। প্রাচীন টীকার ব্যখ্যায় শ্রীগৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদিভক্ত এই পঞ্চতত্ব পূজা স্বীকৃত হইয়াছে; ইহাও সঙ্গত ও স্বামিবাক্যের অনুরূপ সন্দেহ নাই।

করভাজন বাক্যের "যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনৈঃ" এই উক্তি এবং স্বামিপাদ টীকায় উহার পূজাসত্তার এবং স্তুতি এই অর্থ প্রকাশ থাকায়, আর ১১শ স্ক ৫ম অ ৩৩ শ্লোকে করভাজন বাক্যে কলিতে এক মাত্র সংকীর্ত্তনেই সকল স্বার্থ লভ্য হয়, এরূপ প্রমাণ থাকায়, শ্রীগৌর পূজা কেহ স্তুতিরূপে, কেহ সংকীর্ত্তনরূপে কেহ কেহ বাহ্যোপচারক্রমে করিয়া থাকেন। কিন্তু অগ্রে শ্রীগৌর পূজা যে কোনরূপেই হউক, সর্ব্বত্র গ্রাহ্য। তবে তন্ত্রে পৃথকরূপে গৌর পূজা প্রয়োগ থাকায়, শ্রীনরহরি প্রভৃতি মহান্তগণ পৃথকরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের বাহ্যপোচারে পূজা করিতেন। কলিতে তান্ত্রিকমতের প্রাধান্য হেতু আমরাও বাহ্যোপচারে গৌর পূজার পক্ষপাতী। স্তুতিরূপ পূজা, পাঠ কীর্ত্তনাদি কালে স্বীকার্য্য, সংকীর্ত্তনরূপ পূজা সর্ব্বকাল যোগ্য। বাহ্যপূজাকালে শ্রীগৌরাঙ্গের বাহ্যোপচারেই পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহা প্রাচীন পরম্পরাচরিত পদ্ধতি ক্রমেই আচরিত হওয়া বিধেয়। কেন না "অবিগীত শিষ্টাচরিতত্বং বেদত্বমিতি প্রাচীনোক্তিঃ" প্রাচীন পরাম্পরা প্রথিত শিষ্টাচারই বেদবৎ প্রামাণ্য।

"কৃষ্ণবর্ণং" এই উক্তিদ্বারা দ্বাপরাবতারকেই যে কলির উপাস্য ইত্যাদি সন্দেহ করা হইয়াছে, তাহার কোন মূল নাই, এই প্রবন্ধের পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া দেখিলেই উহা তিরোহিত হইবে। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" এই বাক্যদ্বয়েই প্রমাণিত হইয়াছে যে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর উভয় মূর্ত্তিই নিত্য উপাসনীয়, একটী ছাড়িয়া একটী ভজিলে কলিতে উপাসনা বিফল হয়। একথার সত্যতা সম্বন্ধে আমি অন্য প্রমাণ দেখাইতে চাহি না, প্রাচীন বৈষ্ণবগণের সিদ্ধিনিদান পদ্ধতি ও তাঁহাদের সিদ্ধপুরুষত্ব, আর আধুনিক গৌর পূজাবিহীন কৃষ্ণপূজকগণের সিদ্ধি হানি, এই দুই প্রত্যক্ষ কারণ অনুসন্ধান

করিলেই ইহা উপলব্ধি হইবে। এখনও নয়নাগ্রে প্রমাণ প্রত্যক্ষ, যিনি যতটুকু শ্রীগৌরানুরক্ত তাঁহার পবিত্রদেহে প্রেমভক্তির মাত্রা তত অধিক. পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। অবশ্য নিষ্কপটভক্ত সম্বন্ধেই বলা হইতেছে।

আর যে "নচপ্রত্যক্ষ রূপধৃগ্" এই শ্লোক প্রমাণে কলিতে অবতার নাই বলা হইয়াছে। ইহাও একটী স্থূল ভ্রান্তি, বুদ্ধ ও কল্কী তবে তাঁহারা অস্বীকার করিবেন কি? এই শ্লোকের প্রকৃত ভাবার্থ এই, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ভগবান্ যেমন প্রত্যক্ষরূপে সাধারণকে দেখা দেন, কলিতে তদ্রূপ দেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে প্রহ্লাদ কহিয়াছেন (ছন্ন কলৌ ইত্যাদি) সত্যাদি তিন যুগে তুমি যেমন সাধুগণের রক্ষার নিমিত্ত অসাধুগণের বিনাশ কর, কলিতে ছন্নবিগ্রহ হেতু কেবল যুগানুবৃত্ত ধর্ম্মই স্থাপন কর, কাহাকেও বিনাশ, কাহারও রক্ষা এরূপ কর না, অর্থাৎ অনুকূল প্রতিকূল সকলের প্রতি সমান ব্যবহার কর, ঐ যুগে তুমি ছন্নমূর্ত্তি অর্থাৎ সাধারণে তোমায় দেখিয়াও জানিতে পারে না, এই জন্য তোমার একটি নাম ত্রিযুগ। এই জন্য কলিতে শ্রীকৃষ্ণ, রাধাভাবকান্তি আশ্রয় করিয়া গৌরাঙ্গরূপে ভক্তভাবে অবতীর্ণ, অথবা দ্বাপরে শ্যামাবতার বাসুদেব যেমন শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভূত হইয়া লীলাদি করিয়াছিলেন, কলিতে তদ্রূপ গৌরবাসুদেববপুর অন্তর্ভূত শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া প্রভাবে সাধারণের নিকট প্রচ্ছন্ন হইয়া লীলা করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া প্রভাব শ্রীকৃষ্ণকে প্রচ্ছন্ন করিতে পারে না, জীবের প্রজ্ঞাচক্ষু আচ্ছন্ন করিতে পারে, এই জন্য কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে, কেহ পারে না। যথা—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি মামেব মজ মব্যয়ং॥ শ্রীগীতা।

যোগমায়া সমাবৃত মূঢ়গণ আমাকে অজ, অব্যয় বলিয়া জানিতে পারে না, এই জন্য আমি সকলের নিকট প্রকাশ হই না। অতএব—

সর্ব্বলোক দৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষ দৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশ বিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃশ শ্যামসুন্দর মেব সন্ত মিত্যর্থঃ।

লঘুভাগবতামৃত টীকা।

সাধারণ দৃষ্টিতে গৌর কিন্তু প্রকাশভেদে ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে সেই শ্যামসুন্দররূপেই দেখা দেন, এই প্রাচীনোক্তি সুসঙ্গত। শ্রীসার্ব্বভৌম,

প্রকাশানন্দ, রামানন্দ এবং শ্রীনদীয়াপার্ষদগণ ইহার প্রমাণ অতএব সর্ব্বলোক দৃষ্টিতে স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া লীলা করেন বলিয়া কলিতে তিনি প্রত্যক্ষরূপে দেখা দেন না, ইহাই বলা হইয়াছে। কলিতে অবতার নাই এরূপ কোন কথা উক্ত শ্লোকে নাই। এই জন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে আর এ বিষয়ে তর্ক থাকে না। প্রণিধান করিয়া দেখিতে হয়, দৃষ্টির ব্যতিক্রমে পুষ্পহারে সর্পভ্রম হয়, হঠাৎ ঐ সাপ বলিয়া ফুলের মালার সুখসেব্য স্পর্শে বঞ্চিত হওয়া উচিত নহে।

অন্ধের বিপদ পদে পদে, পাছে আবার কেহ ভ্রমে পতিত হন, এই জন্য কথাটা আরও কিছু পরিস্ফুট করিতে হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ কলিতে রাধাকান্তি দ্বারা গৌররূপে অবতীর্ণ হন। এইরূপ ব্যাখ্যায় কেহ শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য গৌরবিগ্রহে ও নিত্য নবদ্বীপ লীলায় সন্দেহ না করেন। শ্রীকৃষ্ণের উভয় বর্ণই নিত্য, ইহা ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে যিনি কৃষ্ণ, শ্রীনবদ্বীপে তিনিই গৌরাঙ্গ, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন দেহে লীলা করেন, শ্রীনবদ্বীপে শ্রীরাধাকৃষ্ণ এক দেহে স্বলীলামৃত অস্বাদন করেন। যাঁহারা ব্রজপরিকর তাঁহারাই নদীয়ার নিত্যলীলাপরিকর, যিনি রাধাবল্লভ তিনিই গদাধররসোল্লাসী, উভয়রূপই এক, উভয়রূপই স্বয়ং রূপ, অবতার নহে, কেবল প্রকটাপ্রকট ভেদ মাত্র। প্রকটকালে সকল ধামের সকল মূর্ত্তি যে তাঁহাতে মিলিত হন, তাঁহারাই অবতার; তাঁহারাই স্বস্ব লীলা ঐ এক দেহে থাকিয়াই প্রকাশ করেন। যেমন শ্রীবৃন্দাবনে অসুর মারণাদি শ্রীবাসুদেবের লীলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকটাপ্রকটে সেই একরূপ শুদ্ধ সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্যময়ী। ব্রজবিলাস নিত্য একরূপ, তাহার রূপান্তর নাই ভাবান্তর নাই, নিত্য অচিন্ত্য নব নব মধুরিমা বিকাশে নব নব ভাব ধারণ করিতেছে। সেইরূপ শ্রীগৌরলীলায় সেই কীর্ত্তনোল্লাস—সেই শ্রীবাসপ্রাঙ্গণে নিত্যই হইতেছে। প্রকটাপ্রকটে সেই একই রূপ, মহাভাববিলাসময়ী লীলার রূপান্তর কি ভাবান্তর নাই, কেবল অচিন্ত্য মহিমাবলে ক্ষণে ক্ষণে নব নব ভাব ধরিতেছে। প্রকটকালে যুগধর্ম্ম প্রচারাদি লীলা যুগাবতারের, উহা নিত্য বিগ্রহের নহে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর উভয় বিগ্রহই স্বরূপ-বিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ যেমন সাধারণ চক্ষে প্রচ্ছন্ন, কেন না বসুদেব নন্দগৃহে প্রবেশকালে কেবল যোগমায়ার মূর্ত্তিই দেখিয়াছিলেন, কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহার অগোচর ছিল ও আবার

বাসুদেব মথুরায় গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি যেমন সর্ব্বদৃষ্টির অগোচর হইয়াছিল, শ্রীগৌরচন্দ্রের নিত্যবিগ্রহও তদ্রূপ সাধারণ দৃষ্টির গোচরীভূত নহে। এই জন্য এ স্থলে তাঁহার সর্ব্বজন লোচনানন্দকর লীলাবিগ্রহের কথাই বিচার হইয়াছে। লীলাবিগ্রহ নিত্যবিগ্রহ হইতে ভিন্ন নহে, তবে তেজের প্রচ্ছন্নতা হেতু সকলের দর্শনীয় হইলেও স্বরূপতত্ত্ব সাধারণের দুর্জ্ঞেয়। কেননা যাবৎকাল তিনি আত্মপ্রকাশ না করিয়াছিলেন, তাবৎ তাঁহার নিত্যপার্ষদগণও তাঁহাকে সম্পূর্ণ চিনিতে পারেন নাই। শ্রীনবদ্বীপে প্রকটলীলায় যে কয়েকটী মহাপ্রকাশ হয় তাহার তিনটি বিশেষ তত্ত্বপ্রকাশক, ঐ তিন মহাপ্রকাশে সমুদয় শ্রীগৌরতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত মিলনের দিন যে মহাপ্রকাশ হয় উহাই স্বরূপ প্রকাশ, যে মূর্ত্তি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দেখিলেন——

জিনিয়া কন্দর্প কোটী লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনক সুন্দর কলেবর॥
প্রসন্ন বদন কোটী চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥
দুই বাহু কোটী কনকের স্তম্ভ জিনি।
তঁহি দিব্য আভরণ রত্নের খিচনি॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী মালা দেখে॥
কোটী মহাসূর্য্য জিনি তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে হেম ছত্র ধরয়ে অনন্ত॥
কিবা নখ কিবা মণি না পারি চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশি হাসিতে হাসিতে॥
কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু নাহি দেখে আর॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

পাঠক! শ্রীগৌরগোবিন্দ মূর্ত্তি এই। ইহাই শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের স্বরূপ প্রকাশ। ইহাই শ্রীনবদ্বীপের নিত্যবিগ্রহ। দ্বিতীয় মহাপ্রকাশ সাতপ্রহরিয়া ভাব, শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের রাজরাজেশ্বর অভিষেক। এই মহাপ্রকাশে শ্রীগৌরদেহে সর্ব্বাবতার ও সকল বৈভব মূর্ত্তির সমাবেশ দৃষ্ট হইয়াছিল। এই দিন শ্রীধর ইহাঁকে বিষ্ণুরূপে ও, মুরারী গুপ্ত রামচন্দ্ররূপে দর্শন করেন। এবং অন্যান্য সকল ভক্তই নিজ নিজ উপাস্য মূর্ত্তিতে প্রভুকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

যার যেন মত ইষ্ট প্রভু আপনার।
যেই দেখে বিশ্বম্ভর সেই অবতার॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

তৃতীয় মহাপ্রকাশ শ্রীচন্দ্রশেখর গৃহে। এই দিন ভক্তগণ শ্রীগৌরদেহে সর্ব্বশক্তিশিরোমণি মূলপ্রকৃতি শ্রীরাধার বৈভব প্রকাশ দেখিয়াছিলেন। যাঁহার জ্যোতি সপ্তদিন পর্য্যন্ত শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য গৃহ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। মহাভাবময়ী শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র। যৎকালে শ্রীগৌরদেহে মহাভাবের বিকার পরিলক্ষিত হইত, তৎকালেই তাঁহার দেহে মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধার ভাব-কান্তি প্রকাশিত হইত, অন্য সময় তাহা দুর্জ্ঞেয়। অন্য সময় শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলাবিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রচ্ছন্ন, তেমনি শ্রীরাধার ভাবময়ী মূর্ত্তি ও নিতাগৌর মূর্ত্তিও সর্ব্বজন দৃষ্টিগোচরে প্রচ্ছন্ন। কারণ ঐ তিন মূর্ত্তিই তুরীয় পদবাচ্য। তিন মূর্ত্তিই অভেদ, প্রাকৃত দৃষ্টির বহির্ভূত। সর্ব্বজনদর্শনযোগ্য লীলা বিগ্রহের সে মূর্ত্তির সহিত পার্থক্য নাই, কেবল তেজের প্রচ্ছন্নতা হেতু উহা প্রত্যক্ষ। অতএব শ্রীগৌরচন্দ্রের নিত্য বিগ্রহে কোন সন্দেহ নাই, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত এবং প্রাচীনগণের পদ্ধতি সম্মত। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় কোন কথাই অসঙ্গত নহে, বা তর্কাদির বিষয়ীভূত নহে, সকলই অতিসত্য, অতি বিশ্বাস্য। ইহাতে নিরর্থক তর্কাদি উত্থাপন না করিয়া বা বাক্যবীরত্ব প্রকাশ না করিয়া, ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়াই মনুষ্য মাত্রের কর্ত্তব্য।

ইতি করভাজনোক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"
শ্লোকের মীমাংসা।

শ্রীমদ্ভাগবতীয় করভাজন বাক্যে অন্যান্য যুগের ন্যায় কলিযুগেরও অনুকূল দুইটী স্তব উল্লিখিত হইয়াছে। উহার প্রথমটী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর উভয় মূর্ত্তিরই স্তুতি প্রকাশক, এই উভয়াত্মক স্তুতির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর তুল্যরূপে কলিযুগের উপাস্য ইহাই দেখান হইয়াছে। উভয় মূর্ত্তিই এক বলিয়া স্তুতির পার্থক্য হয় নাই। যথা—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চি নুতং শরণ্যং।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ৩০

হে মহাপুরুষ! হে প্রণতপাল অর্থাৎ ভক্তবৎসল! তোমার ঐ চরণারবিন্দ বন্দনা করি। যেহেতু তোমার ঐ চরণারবিন্দ সদা ধ্যেয় অর্থাৎ সর্ব্বকাল ধ্যান যোগ্য। পরিভবঘ্ন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি কৃত পরাভব নিবারক, কেন না তোমার চরণাশ্রিত ভক্তগণ কখন ইন্দ্রিয়ের দাস হন না। আর ঐ পদকমল অভীষ্টদোহ, অর্থাৎ সেবকের সকল অভীষ্ট পূর্ণ করে, তোমার চরণপদ্মাশ্রিতগণের আর অন্য কামনা থাকে না। তাঁহারা তোমার চরণ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণকাম হন। (কৃষ্ণ ও গৌরভক্ত মধ্যেই প্রকৃত নিষ্কামতা দেখা যায়, যাঁহারা মুনিজনবাঞ্ছিত মোক্ষকেও কাম্য বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন।) হে প্রভো! তোমার পাদপদ্ম তীর্থাস্পদ অর্থাৎ সকল তীর্থের আশ্রয়, যে তীর্থে তোমার চরণ স্পৃষ্ট না হইয়াছে, তাহা তীর্থই নহে। তোমার চরণ স্পর্শ হেতু অতীর্থও তীর্থোত্তম হইয়াছে। তোমার চরণ হইতে উদ্ভূত হইয়া গঙ্গা এমন তীর্থ হইয়াছেন যে, সাক্ষাৎ শঙ্করও যাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিম্বা শ্রীযমুনা বৃন্দাবনবিহারীর পাদধৌত করিয়া যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, গঙ্গাও শ্রীনবদ্বীপে সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়া তীর্থোত্তমা হইয়াছেন। (শ্রীনবদ্বীপের লীলা সূচনা করিয়াই স্বামিপাদ টীকায় গঙ্গার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, নহিলে বহুতীর্থ সত্ত্বেও কেবল গঙ্গাদি বলিবার অন্য তাৎপর্য্য দেখা যায় না, "কলৌ গঙ্গা মুক্তিদাত্রী" এই বচন যাহা আছে তাহাও শ্রীগৌরপাদস্পর্শ হেতু, নচিলে গঙ্গার অপর মহিমা সর্ব্বযুগেই রহিয়াছে, কলিতে তাঁহার এমন কি অধিক মহিমা বৃদ্ধি হইল? সে মহিমা কেবল শ্রীনবদ্বীপ-বিহার সন্দেহ নাই। অতএব স্বামিপাদ-

টীকায় গঙ্গাদি নাম গ্রহণও শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণ স্বরূপ মান্য।) অন্যের কথা কি তোমার ঐ চরণ তোমার অংশভূত শিব ও ব্রহ্মাও স্তব করিয়া থাকেন, তোমার ঐ পদদ্বয় দর্শন করিবার জন্য তাঁহারা অলক্ষ্যে ব্রজধামে আগমন করিতেন কিন্তু স্পর্শ করিতে পান নাই, সেই বাসনাপূর্ণ করিবার জন্যই এই কলিযুগাবতারে তাঁহারা শ্রীনবদ্বীপে ভক্তাবতার গ্রহণ করিয়া তোমার পদরেণুস্পর্শে ধন্য হইয়াছেন। অতএব তাহাই একমাত্র শরণ্য অর্থাৎ তোমার চরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আশ্রয় আর নাই, তাহা অতি সুখাত্মক সুতরাং ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ করে। যে চরণ ব্রহ্মাদির স্তবনীয়, তাহা কিরূপে প্রাকৃতগণের গোচর হয়? ইহার কারণ এই যে সেই চরণ, আশ্রিতগণের দুঃখবিনাশক, এই জন্যই তাহা প্রাকৃত লোক-লোচনের অবিষয়ীভূত হইলেও সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে।' কারণ, সেই চরণই কেবল ভৃত্যগণের দুঃখ বিনাশে সমর্থ। অতএব কলিতে তাঁহার অবতারাদি সুসঙ্গত। যখন সাধুগণের রক্ষা এবং যুগধর্ম্ম স্থাপন তাঁহার অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য, তখন কলিযুগসন্ধ্যার ভয়ঙ্কর ধর্ম্মবিপ্লবে শ্রীঅদ্বৈতাদির সকরুণ আহ্বান ও নদীয়াবাসী ভক্তগণের কাতর প্রাণের নীরব-রোদন, তাঁহাকে প্রকাশ করাইতে পারে না, ইহা কে বলিতে পারেন? সেই চরণযুগল কেবল তাঁহাদেরই তাৎকালিক দুঃখ বিনাশ করিয়াছিল এমন নহে, উহা সর্ব্বকালই ভৃত্যগণের আর্ত্তি হরণ করিয়া থাকে। অতএব সন্ন্যাসী ও সংসারী সর্ব্বজনসুলভ, একান্ত সুখলভ্য, ভবসমুদ্রের তরণীস্বরূপ। কলিযুগা-নুকূল এই প্রথম স্তুতিটী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর উভয় বিগ্রহ ও লীলাকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় স্তুতিটী শ্রীরামচন্দ্রের হইলেও ইহাতে শ্রীচৈতন্যতত্ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

> ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্য-লক্ষ্মীং
> ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং।
> মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাব-
> দ্বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥৩১

যিনি সুদুস্ত্যজ দেববাঞ্ছিত রাজ্যলক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া পিতৃবাক্য পালনার্থ বনগমন করিয়াছিলেন এবং সীতার মনস্তুষ্টির জন্য স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মায়া-মৃগের অনুসরণ করিয়াছিলেন, হে মহাপুরুষ, তুমিই তিনি বা সর্ব্বাবতার

সমাবেশত্ব হেতু তিনিও তোমার অন্তর্ভূত। অতএব তোমার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। শ্রীষড়্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শনকালে এক শ্রীগৌরবিগ্রহে শ্রীরাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ তিন মূর্ত্তির বর্ণাদিসহ ছয়হস্ত ধনুর্ব্বাণ, মুরলী ও দণ্ডকমণ্ডলু পরিশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, ঐ ষড়্ভুজ মূর্ত্তিই এইরূপ ব্যাখ্যার প্রমাণ। এবং কলিযুগোক্ত তারকব্রহ্ম হরিনাম মন্ত্রে রাম নাম গ্রহণ হেতু কলিযুগাবতার স্তোত্রে রামচন্দ্র উক্ত হইয়াছেন, ইহাও সুসঙ্গত। ঐ স্তোত্রে পিতৃসত্যপালনার্থ বনগমন ইহা যেমন লোকশিক্ষার্থ শ্রীগৌরচন্দ্রেরও সংকীর্ত্তন নৃত্যাদি ও সন্ন্যাসাদি তদ্রূপ লোকশিক্ষার্থ এবং মায়ামৃগানুসরণ যেমন অসুর মোহনার্থ লীলাবিশেষ, শ্রীগৌরচন্দ্রেরও মনুষ্য ভাবানুরূপ লীলাদি তদ্রূপ অসুর মোহনার্থ বা লীলামাত্র। এই দুই উপমায় সাদৃশ্য হেতু এই স্তুতি শ্রীগৌরোদ্দেশ্যেই প্রয়োজিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই স্তোত্রেও ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ষড়্ভুজ শ্রীগৌরমূর্ত্তি দ্বারা তিনি জানাইয়াছেন শ্রীগৌর ও কৃষ্ণ এক এবং শ্রীবাসুদেব উভয় মূর্ত্তিরই আশ্রয়। অর্থাৎ কাপিল পঞ্চরাত্রোক্ত মহানীল বাসুদেব যেমন কৃষ্ণলীলার আশ্রয়, স্বর্ণকান্তি বাসুদেব তেমনি গৌরলীলার আশ্রয়, অতএব ব্রজলীলা ও নদীয়ালীলা অভেদ।

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরোহরিঃ। ৩২।
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোহপি লভ্যতে॥ ৩৩॥

ভাগবত ১১শ স্ক ৫মঅ, করভাজনবাক্য॥

যুগানুবর্ত্তী মনুষ্যগণ অর্থাৎ প্রতিযুগজাত নরগণ, এই প্রকার যুগানুরূপ, নাম, রূপাদি (১) দ্বারা প্রকাশমান্ প্রতিযুগের মঙ্গলবিধাতা হরির উপাসনা করিয়া থাকেন। হরিনামই সংকীর্ত্তন কলির সার্ব্বভৌমিক যুগধর্ম্ম ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য কহিলেন, কলির দোষ গুণ বিচার করিয়া গুণজ্ঞ সারগ্রাহী মহাত্মাগণও কলিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। যেহেতু কলিতে

(১) যুগানুরূপাভ্যাং নামরূপাভ্যাং। শ্রীধরস্বামিটীকা।

একমাত্র সংকীর্ত্তনেই সকল অভীষ্ট লাভ হয়। এই শ্লোকে কলিযুগে শ্রীগৌর পার্ষদরূপে দেবাদির অবতার সূচিত হইয়াছে। এবং কলিযুগধর্ম্ম যে হরিনাম সংকীর্ত্তন ইহা গ্রন্থকার ও স্বামীপাদ উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন। যখন "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়" গীতার, এইশ্লোকের তাৎপর্য্য অর্থাৎ যুগধর্ম্ম স্থাপন যুগাবতারের প্রধান কার্য্য, ইহা গ্রন্থকার (ব্যাস) টীকাকার (স্বামী) উভয়েই জানেন, তখন সেই ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষগণ যুগধর্ম্মস্থাপয়িতা শ্রীগৌরচন্দ্রকেই যুগাবতার স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে কি আর সংশয় থাকিতে পারে? তাহা হইলে তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞতায় সন্দেহ করা হয় এবং তাঁহাদের সমুদয় ভবিষ্যদ্বাণী অস্বীকার করিতে হয়। অতএব সর্ব্ববাদীসম্মত শ্রীমদ্ভাগবত ও সর্ব্ববাদীসম্মত শ্রীপাদ স্বামিটীকায় "ত্বিষা অকৃষ্ণং গৌরং" এবং "কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণাবতারং" ইহা শ্রীগৌরোদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন হইয়া গেল এবং স্বামিপাদ ও গোস্বামিপাদ-টীকার এক উদ্দেশ্য ইহাও মিমাংসিত হইয়া গেল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে করভাজন বাক্যে শ্রীগৌরতত্ত্ব।

শ্রীমহাভারতে গৌরতত্ত্ব বিচার।

শ্রীপাদগোস্বামিগণ শ্রীগৌরতত্ত্ব বিচারে মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনামান্তর্গত একটী শ্লোক উল্লেখ করেন। যথা—

সুবর্ণবর্ণোহেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তনিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।

মহাভারত, বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্র।

শ্রীপাদগোস্বামিগণ এই শ্লোক গৌরপক্ষে ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু বাদীগণ ইহাতেও বিবিধ তর্কপ্রক্ষেপ করিয়া নানা গোলযোগ করেন। তাঁহারা সুবর্ণবর্ণ বাক্যে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করেন, হেমাঙ্গ ও সন্ন্যাসকৃৎ বাক্যে কেহ বুদ্ধ কেহ বা হয়গ্রীবকে লক্ষ্য করেন। বিশিষ্টরূপ বিচার করিলে এরূপ তর্ক ভ্রান্তি বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। কারণ সুবর্ণবর্ণে পরমাত্মা হইলেও শ্রীগৌরেই পর্য্যবসিত। কিন্তু "সুবর্ণবর্ণ হেমাঙ্গ" ইত্যাদি উক্তিতে ইহা যে পরমাত্মা বা ব্রহ্মজ্যোতি উপলক্ষে বলা হয় নাই, ইহা সকলেরই বোধগম্য। অতএব জ্যোতিঃ, অঙ্গ ও বেশ উল্লেখ হেতু শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকটাবতারই ইহার

লক্ষ্য, এই গোস্বামিযুক্তিই, যুক্তিসিদ্ধ। পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিলেও হেমাঙ্গ শব্দে বুদ্ধ হইতে পারে না, কেন না শাস্ত্রে তাঁহার পাটল বর্ণ উক্ত হইয়াছে। যথা—

অসৌব্যক্তঃ কলেরব্দ সহস্র দ্বিতয়ে গতে।
মূর্ত্তিঃ পাটলবর্ণাস্য দ্বিভুজাচিকুরোজ্ঝিতা॥

লঘুভাগবতামৃত

কলির দুই সহস্র বৎসর গত হইলে পাটলবর্ণ মুণ্ডিতমস্তক বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়। শ্বেত ও রক্তমিশ্রিত বর্ণের নাম পাটল, ইহা স্বর্ণবর্ণ নহে। এবং মুণ্ডিতমস্তক বলিয়াই তাঁহাকে সন্ন্যাসকৃৎ বলা যায় না, যেহেতু তিনি বেদোক্ত বিধি অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই এবং বৈদিক মতও পালন করেন নাই অতএব বুদ্ধবাদ নিরস্ত হইল। হয়গ্রীব স্বর্ণবর্ণ এইরূপ ব্যাখ্যা থাকিলেও মূলে অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১১শ শ্লোকে "তপনীয় বর্ণঃ" এই উক্তি আছে, উহা গলিত স্বর্ণ বা বালতপন বর্ণ, সুতরাং প্রায় রক্তবর্ণই বলা যাইতে পারে। তপ্তাদি কোন বিশেষণ না থাকায় কেবল স্বুবর্ণবর্ণ হেমাঙ্গ বলিলে হয়গ্রীবকে বুঝায় না এবং তিনি সন্ন্যাস-কৃৎ নহেন, কারণ তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা শাস্ত্রে দেখা যায় না, তিনি সহসা ব্রহ্মচারীরূপে অবতীর্ণ হন, অতএব সন্ন্যাসকৃৎ বলা যায় না। শ্রীচৈতন্যকেই এ শ্লোকের প্রতিপাদ্য বলা যাইতে পারে, কেন না সুবর্ণ-বর্ণে তাঁহার অঙ্গকান্তি, ও হেমাঙ্গ বলায় গৌরমূর্ত্তি এবং বরাঙ্গ শব্দে তাঁহার কমনীয়তা প্রকাশ করিতেছে, আর সন্ন্যাসকৃৎ বলায় সম্পূর্ণরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিই যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছে। অতএব গোস্বামি ব্যাখ্যাই সত্য, ইহাতে ন্যায্য তর্ক নাই

ইতি উপনিষৎ মতে গৌরবর্ণতত্ত্ব।

শুক্ল রক্ত শ্যামল পীত, এই চারিবর্ণ মূর্ত্তিতে চারি যুগে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া চারিযুগের যুগধর্ম্ম স্থাপন করেন। শুক্ল ও রক্ত মূর্ত্তিতে সত্য ও ত্রেতা-যুগের প্রারম্ভে প্রকাশিত হইয়া, বৈদিক ধ্যানযোগ ও কর্ম্মযোগ প্রচার করিয়াছেন। দ্বাপর ও কলিযুগ সন্ধ্যায় শ্যাম ও গৌরমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া, বৈধী ভক্তিযোগ ও রাগভক্তি প্রচার করিয়াছেন। যথা—

অথর্ব্ববেদান্তর্গত পিপ্পলাদশাখায়াং
শ্রীচৈতন্যোপনিষদি ব্রহ্মা পিপ্পলাদ সম্বাদে, যথা—
ভগবন্ কলৌ পাপাচ্ছন্নঃ প্রজাঃ কথং মুচ্যেরন্নিতি ॥ ৩ ॥
কোবা দেবতা কোবা মন্ত্রোব্রূহীতি ॥ ৪ ॥

সহোবাচ—

রহস্যং তে বদিষ্যামি, জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে গোলকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি ॥ ৫ ॥

একোদেবঃ সর্ব্বরূপীমহাত্মা গৌররক্ত শ্যামল শ্বেতরূপঃ।
চৈতন্যাত্মা সবৈ চৈতন্য শক্তি র্ভক্তাকারো ভক্তিদোভক্তিবেদ্যঃ ॥ ৬
শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ ॥

ব্রহ্মার পুত্র পিপ্পলাদ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কলির পাপাচ্ছন্ন প্রজা কি প্রকারে মুক্ত হইবে? কলিকালে কে বা উপাস্য দেবতা এবং কলির তারকব্রহ্ম মন্ত্রই বা কি? ॥ ৩। ৪ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, তোমাকে অতি গুহ্য কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে গোলকাত্মক ধামে, গোবিন্দ দ্বিভুজ গৌর মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন। তিনি সকলের আত্মা, পুরুষগণের মধ্যে মহাপুরুষ, মহান্‌গণেরও আত্মা, যোগ-মায়ার ঈশ্বর, সত্ব রজস্তম ত্রিগুণাতীত বিগ্রহ। (কলিকালে) তিনি সত্বরূপ যুগাবতার আশ্রয় করিয়া লোক সকলে ভক্তিযোগ প্রকাশ করেন। ৫।

ইহার তাৎপর্য্য যথা—ভাবী অবতার হেতু গুহ্য। "গোবিন্দ" প্রভৃতি তিনটী বাক্যে শ্রীগৌর-গোবিন্দ অভেদ নিরূপিত হইয়াছে। "পরমাত্মা" বলায় তুরীয় এবং "মহাপুরুষ" বলায় মূর্ত্তিমান্ বলা হইয়াছে। সুতরাং ত্রিগুণাতীত নিত্যমূর্ত্তি। ত্রিগুণাতীত ও সত্বরূপ একত্র বলায় বুঝাইতেছে সেই নির্গুণ নিত্য-বিগ্রহ সত্বগুণাশ্রিত যুগাবতার আশ্রয় করিয়া লোকে ভক্তিযোগ অর্থাৎ রাগা-নুগা ভক্তিযোগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই বর্ত্তমান ক্রিয়াপ্রয়োগে নিত্যলীলা স্থাপিত হইয়াছে। নচেৎ এক বিগ্রহে সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব বিরুদ্ধভাব হয়। অত-

এব সত্ত্ব গুণাশ্রিত যুগাবতারাশ্রয় সঙ্গতার্থ এবং কলিযুগার্থ প্রশ্নহেতু কলি যুগাবতার প্রতিপন্ন হইতেছে।

সেই একদেবই সর্ব্বরূপ অর্থাৎ সকল মূর্ত্তির নিদান, সকলের পরমাত্মা স্বরূপ। তিনিই সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারিযুগে শ্বেত রক্ত শ্যামল ও গৌর এই চারি বর্ণ মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া যুগধর্ম্ম স্থাপন করেন। তিনিই চৈতন্যাত্মা অর্থাৎ তুরীয় আত্মা শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই চৈতন্যশক্তি অর্থাৎ তুরীয়াশক্তি শ্রীরাধা অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত দেহ, নিত্যভক্তাকার নিত্যই ভক্তিদাতা, একমাত্র ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। ৬। এই শ্লোকেই শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যবিগ্রহ, এবং তাহা নিত্যই ভক্তরূপ, নিত্যই নিজ ভক্তগণকে ভক্তিশিক্ষা দিতেছেন, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এবং শুক্লাদি বর্ণোল্লেখে যুগাবতারত্বও প্রতিপন্ন হইতেছে। এই সকল শ্রুতি প্রমাণে বুঝা যাইতেছে যে, যাবতীয় মহদ্বাক্য বেদার্থ সমন্বিত সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতীয় গর্গোক্তি এই সকল শ্রুতিরই অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে গর্গাচার্য্যবাক্যে শ্রীগৌরতত্ত্ব যথা—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনু যুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

ইতি ভাগবত ১০ম স্ক ৮ম অ ৯ শ্লোক।

হে নন্দ! অনুযুগং তনূর্গৃহ্নতোঽস্য তবপুত্রস্য শুক্লোরক্তস্তথাভূত পীতোঽপি বর্ণাস্ত্রয় আসন্। ইদানীং অস্যাবির্ভাবসময়ে তে বর্ণাঃ কৃষ্ণতাং গতঃ অর্থাৎ এতদ্রূপতাং বা এতস্মিন্নন্তর্ভূততাং প্রাপ্ত ইত্যন্বয়ঃ॥

হে নন্দ! যুগে যুগে তনুগ্রহণকারী তোমার এই পুত্রের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে শুক্ল, রক্ত, সেইরূপ পীতবর্ণও হইয়াছিল। ইদানীং এই দ্বাপর যুগে সেই সকল বর্ণ এই কৃষ্ণবর্ণকেই প্রাপ্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য যথা—"অনুযুগং" এই বাক্যে প্রতিযুগ বুঝাইতেছে এবং "আসন্" এই অতীতকালের ক্রিয়া দ্বারা ঐ তিন বর্ণের অতীতত্ব বুঝাইতেছে অতএব সত্য ত্রেতায় শুক্ল ও রক্ত অতীত, "তথা" শব্দ দ্বারা পীতবর্ণ পৃথক্ করায় এবং অতীতকালের ক্রিয়ার অন্তর্গত হওয়ায়, সত্যের পূর্ব্ব অর্থাৎ বর্ত্তমান্ চতুর্যুগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব চতুর্যুগের অতীত কলিযুগই বুঝাইয়াছে। প্রতি চারিযুগের নাম দিব্যযুগ বা চতুর্যুগ,

অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে শেষ সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণাবতার, অতএব এই অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিব্যযুগান্তর্গত কলিতে পীতবর্ণও হইয়াছিল। ইহাতে প্রতি চতুর্যুগেই এই চতুর্বর্ণ যুগাবতারগণ অবতীর্ণ হন ইহাই বুঝাইতেছে, সুতরাং ভবিষ্যৎ কলিতেও পুনর্ব্বার পীতাবতার হইবেন, প্রকারান্তরে ইহাও বলা হইল।

এখানে আরও একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, পূর্ব্বে শ্রীশুকদেব ১০ম স্কন্ধে এই গর্গবাক্য রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, আবার ১১শ স্কন্ধে গৌরাবতার বলিবার সময় যেন সেই ১০ম স্কন্ধের গর্গবাক্য স্মরণ করাইয়াই বলিতেছেন, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" অর্থাৎ দ্বাপরে এই পীতাদিবর্ণ যাঁহার অন্তর্ভূত বলিয়া গর্গাচার্য্য উল্লেখ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণবর্ণই কলিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরকান্তি আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হইবেন। অন্যান্য কলিতে কেবল যুগাবতার অবতীর্ণ হন, কিন্তু এই বৈবস্বতীয় মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপর ও কলির সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ ও গৌর পরিপূর্ণতম স্বয়ংরূপ প্রকাশ করেন। "যদা দ্বাপরে কৃষ্ণোবতরতি তদেব কলৌ গৌরোঽপ্যবতরতি ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ॥" এই শ্রীজীব গোস্বামিবাক্যই ইহার প্রমাণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীগৌরাবতারও স্বয়ংরূপ শ্রীশুকবাগ্ভঙ্গীতেই ইহা সুপ্রকাশ। সত্বমূর্ত্তি যুগাবতার ইহাঁর অন্তর্ভূত ও আশ্রয়, কারণ গুণাশ্রয় ব্যতীত নির্গুণ নিত্যমূর্ত্তি প্রাকৃত জীবের লোচন-বিষয়ীভূত হয় না। অতএব সত্বগুণাত্মক যুগাবতারকে ঐ স্বয়ংরূপের আশ্রয় বলা অবিধেয় নহে, ইহা তত্বজ্ঞ পণ্ডিতসমাজ বিচার করিবেন। কারণ সেরূপ বিগ্রহ প্রত্যক্ষ হইলে আত্মার দেহান্তর গমনও জীবের প্রত্যক্ষ হইত। তুল্যবস্তুই তুল্যবস্তুর গোচর হয়, ইহা ন্যায়সিদ্ধ। এই জন্য উপনিষদে "ত্রিগুণাতীতঃ, সত্বরূপঃ" একত্রে বলা হইয়াছে।

তার্কিকগণ এই শ্লোকের "তথাপীত" বাক্য লইয়া চিরকাল বিতণ্ডা করিতেছেন, গোস্বামি-মীমাংসা যুক্তিযুক্ত জানিয়াও কেবল তর্কের অনুরোধে ও জিগীষার উত্তেজনায় তাহা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না। তর্ক বিতর্ক পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বটে, কিন্তু সত্যমীমাংসায় উপনীত হইলে উহার বিরামই শোভা ও শুভ। কিন্তু তাহা কুত্রাপি দেখা যায় না, কেবল অন্যায় জিগীষারই জয় দেখা যায়। যাঁহারা চিরদিন বিদ্যা উপার্জ্জন ও শাস্ত্রালোচনাই করিয়াছেন এবং যাঁহাদের কুশাগ্র বুদ্ধি তাঁহারা যে এরূপ সুস্পষ্ট, সুসত্য, অপক্ষপাত, গোস্বামি-

মীমাংসা বুঝিতে পারেন না, ইহা বলা বা মনে করা সঙ্গত নহে, কেবল জীবনের সারব্রত একমাত্র পাণ্ডিত্যের অবলম্বনস্বরূপ তর্কের জীবত্ব রক্ষার জন্যই ইহা কেবল মৌখিক অস্বীকার করেন কিন্তু আপন অন্তরে এই গোস্বামিসিদ্ধান্ত ভক্তির সহিত বিশ্বাস করেন, ইহাই আমার ধারণা। যদিও তার্কিক পণ্ডিতগণ তর্কানুরোধেই এরূপ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু ইহার ফল বড়ই বিষময় হইয়া দাঁড়ায়। কারণ অজ্ঞগণ তাঁহাদের ছদ্মবাক্যে বিভ্রান্ত হইয়া, সমাজে গৌরদ্বেষিতার কুধারণা বদ্ধমূল করিয়া স্বীয় ও পরকীয় সর্ব্বনাশের পথ-প্রশস্ত করিয়া থাকে। অতএব এরূপ তর্ক না করাই ভাল বা সত্যমীমাংসায় সম্মতি দিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করাই শ্রেয়ঃ। তার্কিকগণ পীত না বলিয়া তথা-অপীত অর্থাৎ শ্যামবর্ণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে আমরা তর্কের যোগ্য কিছুই দেখি না, কারণ পীতই বলুন আর শ্যামই বলুন উভয় বাক্যেই আমাদের মূল উদ্দেশ্যের বাধা নাই। শুক্ল রক্ত অতীত, শ্যাম মথুরায় প্রকট হইয়া কৃষ্ণের অন্তর্ভূত হওয়ায় অতীত ক্রিয়ার অন্তর্গত হইতে পারে, অতএব পরম গুহ্যহেতু ভবিষ্যৎ পীতবর্ণের কথা গর্গাচার্য্য বলেন নাই, ইহাতে পীতের অস্তিত্ব নাই ইহা কে বলিয়া দিতেছে? যখন যুগাবতার সকলের বর্ণচতুষ্টয় শাস্ত্রসঙ্গত তখন তিন বর্ণের অতীতত্ব স্বীকারেই পীতের ভাবীত্ব আপনি স্বীকৃত হইতেছে; অতএব বিফল তর্কে প্রয়োজন কি? কিন্তু শ্যামবর্ণ, গর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যাকালে কৃষ্ণে বর্ত্তমান হেতু এবং পরে মথুরা ও দ্বারিকাদিধামে শ্যামের লীলা প্রকাশহেতু এই শ্যামবর্ণকে অতীত ক্রিয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী বলা যেন উত্তম যুক্তি হইতেছে না। গর্গাচার্য্য পরশ্লোকে কহিয়াছেন—

প্রাগেয়ং বসুদেবস্য কচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সংপ্রচক্ষতে॥

১০ম স্ক ৮ম অ ১০শ্লো।

তোমার এই পুত্র কোন সময় বসুদেবের পুত্র হইয়াছিলেন, এই জন্য বিজ্ঞগণ ইহাঁকে বাসুদেব নামেও জানিবেন। এই শ্লোকে যখন শ্যামাবতার বাসুদেবকে পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন পীতকে অপীত অর্থাৎ শ্যাম করিয়া বৃথা বাক্যব্যয় করা অযুক্তি। শ্যামের পৃথক্ উল্লেখ হেতু এবং "তথা" বাক্যে পৃথক্‌ভূত অতীত ক্রিয়ান্তর্গত পীতবর্ণ সত্যযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কলিযুগাবতারকেই

লক্ষ্য করিতেছে। অতএব এখানে গোস্বামি-মীমাংসাই জয়লাভ করিতেছে। প্রকৃতই পীত প্রয়োগকে অপীত বলা কেবল বৃথা তর্ক কি না পণ্ডিতগণ অপক্ষপাতে বিচার করিবেন। এই গর্গবাক্যে প্রথম শ্লোকে শ্বেত রক্ত পীত, এবং পরশ্লোকে শ্যামল এই চারিবর্ণ স্বীকৃত হইয়াছে, পীতকে অপীত করিলে শ্যামের দ্বিরুক্তি এবং পীতের বিলোপ করা হয়। এরূপ বিশিষ্ট প্রমাণসত্ত্বে পীতবর্ণকে ভাবী গৌরাবতারের সূচনা বলিয়া, কে স্বীকার না করিবেন? অতএব শ্রীগর্গবাক্যে শ্রীগৌরতত্ত্ব প্রমাণিত হইল।

ইতি গর্গবাক্যে শ্রীগৌরতত্ত্ব।

শ্রীচৈতন্যোপণিষদে শ্বেত রক্ত শ্যাম পীত চারিবর্ণ কথিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে করভাজন বাক্যে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে এবং ১০ম স্কন্ধে গর্গবাক্যেও ইহার বিলক্ষণ পোষকতা আছে। কিন্তু শাস্ত্র বিশেষের কতিপয় বচনে দ্বাপর ও কলি যুগাবর্তারের বর্ণ বৈপরীত্য দেখা যায়। যথা—

সত্যত্রেতাদ্বাপরযুগেচ সিতরক্তপীতাভঃ।
কৃষ্ণঃ কিল কলিকালে সএব নারায়ণোজয়তি।

ইতি বেদ রামায়ণীয়ং।

কৃতে শ্বেত হরিং বিন্দ্যাত্রেতায়াং রক্তমেবচ।
দ্বাপরে গৌরবর্ণস্তু নীলবর্ণং কলৌযুগে॥

ইতি স্কন্দপুরাণীয় গীতাসারীয়ং।

দ্বাপরেচ তথা গৌরো নীলবর্ণঃ কলৌ যুগে।

ইতি শ্রীমদুত্তর গীতা সারীয়ং।

এই শ্লোকত্রয়ে সহসা প্রতিকূলভাবই পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার করিলে ইহা শ্রীগৌরাবতারের অনুকূল প্রমাণ বলিয়াই বোধ হয়। প্রাচীন টীকাকারগণ ইহার অনুকূল ভাব গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকত্রয় করভাজনোক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" শ্লোকের পোষকতায় শ্রীগৌরপক্ষে শ্রীরূপ গোস্বামিউক্তির পোষকে গ্রহণ করিয়াছেন। বাদীগণ ইহার প্রতিকূল ভাব লইয়া বিতণ্ডাপর হন। তাঁহারা বলেন, এ সকল প্রমাণে কলিযুগাবতারের কৃষ্ণবর্ণত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে, অতএব করভাজন ও গর্গ-বাক্যের গৌরবাদ নিরস্ত হইয়াছে। কিন্তু গোস্বামিগণের ও প্রাচীনগণের বিচারে বাদীগণ

এরূপ ভ্রান্তমীমাংসা স্থির রাখিতে সমর্থ হন না। কেন না ইহাতে চারি যুগের চারি বর্ণ প্রকাশ ভাবে উক্ত হইয়াছে, সুতরাং এক দ্বাপরাবতারকে দ্বাপর ও কলি উভয় যুগাবতার বলিবার উপায় নাই এবং দ্বাপরেই বা পীত বর্ণ অবতার কি, কলিরই বা কৃষ্ণ বর্ণ অবতার কি, ইহাও কিছু দেখাইতে পারেন না, কাজেই ইহার মীমাংসায় তাঁহাদের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি কুণ্ঠভাব ধরিতে বাধ্য হয়। শ্রীপাদ গোস্বামিগণ এবং প্রাচীন বৈষ্ণব টীকাকারগণ বলেন, এই সকল প্রমাণের সহিত করভাজন ও গর্গ বাক্যের অসামঞ্জস্য নাই। নীল ও কৃষ্ণ এক পর্য্যায়ভুক্ত, (১) অতএব গৌরাবতারেই কৃষ্ণাবতার সিদ্ধ। (এই পরিচ্ছেদে করভাজন বাক্যের "কৃষ্ণ বর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" অংশের ব্যাখ্যায় ইহা বিশেষ রূপ বিচারিত হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন) এবং দ্বাপরে যে পীতাবতার কথিত হইয়াছে, তাহা যুগান্তরীয়। কিম্বা বর্ত্তমান চতুর্যুগে দ্বাপরে পীত ও কলিতে নীলাবতার অসম্ভাব হেতু ঐ উভয় বর্ণই যুগান্তরীয়। এই মীমাংসাই সুসঙ্গত, কেন না যখন শ্যামবর্ণ দ্বাপরাবতারকে করভাজন বাক্যার্থে বসুদেব নন্দন বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন যুগে যুগে আদ্যব্যূহ বাসুদেবেরই যুগাবতার গ্রহণ ইহাই যুক্তিসঙ্গত। এই যুগাবতারান্তর্গত শ্যামাবতারকে আদ্যব্যূহ বাসুদেব বলিয়া বহুশাস্ত্র-ভাবার্থবিদ্ শ্রীপাদ রূপগোস্বামী স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

> ব্যূহ প্রাদুর্ভবেদাদ্যো গৃহেম্বানকদুন্দুভেঃ।
> গোষ্ঠেতু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ॥
> গত্বা যদুবরোগোষ্ঠং তত্র সূতীগৃহং বিশন্।
> কন্যামেব পরংবীক্ষ্য তামাদায় ব্রজেৎপুরং।
> প্রাবিশদ্বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমে।
> এতচ্চাতিরহস্যত্বাৎ নোক্তং তত্র কথাক্রমে॥
>
> লঘুভাগবতামৃতং।

আদ্যব্যূহ বাসুদেব বসুদেবগৃহে প্রাদুর্ভূত হইলেন, তৎকালেই ব্রজে নন্দগৃহে, লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার সহিত প্রাদুর্ভূত হইলেন। বসুদেব যশোদার সূতীগৃহে প্রবেশ করিয়া কেবল যোগমায়া রূপিনী কন্যাকেই

(১) কৃষ্ণে নীলাসিতশ্যামকালশ্যামলমেচকাঃ॥ ইত্যমরঃ।

দেখিতে পাইয়া সেই কন্যামাত্র গ্রহণ করিয়া মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন। বাসুদেব শ্রীলীলাপুরুষোত্তমে আবিষ্ট হইয়া রহিলেন, অতি রহস্য হেতু শ্রীশুকাদি ইহা কথাচ্ছলে প্রকাশ করেন নাই। এখানে আদ্যব্যূহ বাসুদেবের শ্যামাবতারত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ হইল এবং শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যে বসুদেবের অক্ষিগোচর হইলেন না, ইহার কারণ গুণাতীত মূর্ত্তি প্রাকৃত দৃষ্টির গোচর হয় না। বাসুদেবের শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশের পর তিনি সর্ব্বজন গোচরীভূত হইয়া ব্রজে লীলা করিতে লাগিলেন, ইহাতে বাসুদেবই, স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় স্বত্বমূর্ত্তি ইহা প্রতিপন্ন হইল। শুক্ল, রক্ত, শ্যাম, পীত, এই চারিটী যুগাবতারের শ্যামের বাসুদেবত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় অপর বর্ণত্রয়েরও বাসুদেবত্ব সিদ্ধ হইল। এক বাসুদেবেরই সত্যে সত্বগুণাত্মক জ্ঞানময় শুভ্রবর্ণ এবং ত্রেতায় যজ্ঞরূপ বৈদিক-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হেতু রজোগুণাত্মক রক্তবর্ণ স্বীকার করা হইয়াছে। পাপের প্রাবল্য হেতু কার্য্যের গুরুত্ববশতঃ দ্বাপর ও কলিযুগে ঐ আদ্যব্যূহ বাসুদেবের নিত্যমূর্ত্তির পূর্ণ আবির্ভাব সুসঙ্গত। কারণ শাস্ত্রে তাঁহার নিত্যমূর্ত্তির নীল ও পীত উভয় বর্ণই স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—

কচিন্নবঘনশ্যামঃ কচিজ্জাম্বুনদপ্রভঃ।
মহা বৈকুণ্ঠনাথস্য বিলাসত্বেন বিশ্রুতঃ॥

লঘুভাগবতামৃতং।

শ্রীবাসুদেব মহাবৈকুণ্ঠনাথের বিলাসমূর্ত্তি, তাঁহার বর্ণ কখন নবঘন-শ্যাম কখন সুবর্ণদ্যুতি। শক্তির অল্পাধিক্য হেতু এই বাসুদেব দুই মূর্ত্তিতে ঐ বর্ণ-যুগল ধারণ করেন। যথা—

বাসুদেবো জগৎকর্ত্তা মহানীলাম্বুজদ্যুতিঃ।
সর্ব্বেষামবতারানাং দেবানামাদি কারণং॥
সর্ব্বেশ্বরো বাসুদেবঃ সুবর্ণপঙ্কজদ্যুতিঃ।

লঘুভাগবতামৃত টীকাধৃত শ্রীকাপিল হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বচনং।

সকল অবতারের এবং সকল দেবতার আদি কারণ স্বরূপ জগৎকর্ত্তা বাসুদেব অর্থাৎ যিনি সৃষ্ট্যাদিতে লিপ্ত তিনি মহানীল বর্ণ। আর যিনি সর্ব্বেশ্বর বাসুদেব তিনি সুবর্ণবর্ণ। দ্বাপর ও কলি যুগের পাপাদির গুরুতানু-

সারে, কোন দ্বাপরে পীত, কোন দ্বাপরে নীল বর্ণ বাসুদেবাবির্ভাব হয়, দ্বাপরে নীলাবতার হইলে কলিতে পীতাবতার অবশ্যম্ভাবী, কেন না যুগাবতারগণের ঐ চারিটী নিত্য বর্ণ, ইহার অন্যথা শুনা যায় না। এই বর্ত্তমান বৈবস্বতীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপর শেষে মহানীল বাসুদেবাবির্ভাব শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

বারাহ ভবিতা কল্পস্তস্মিন্মন্বন্তরে শুভে।
বৈবস্বতাখ্যে সম্প্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোকধৃক্।
দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন্নষ্টাবিংশতমং যদা।
তস্যান্তেচ মহানীলোবাসুদেবোজনার্দ্দনঃ॥
ভারাবতারণার্থস্তু ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি।
দ্বৈপায়নোমুনিস্তদ্বদ্রৌহিণেয়োথ কেশবঃ॥

মৎস্য পুরাণ।

শ্বেতবরাহকল্পে বৈবস্বতাখ্য সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরশেষে সপ্ত লোকধৃক্ মহানীল বাসুদেব ত্রিধামূর্ত্তিতে বেদব্যাস, বলরাম এবং কেশবরূপে "বিষ্ণু" অর্থাৎ সত্বগুণাশ্রয়ে ভূভার হরণার্থ অবতীর্ণ হইবেন। এই দ্বাপর বর্ত্তমান কলির পূর্ব্বে গত হইয়াছে, ইহাতে মহানীল বাসুদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, "সপ্তলোকধৃক্ এবং ভারাবতারণার্থস্তু" বাক্যে ইঁহার জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এবং "বিষ্ণু" এই নাম গ্রহণ হেতু সত্বগুণাশ্রয় প্রমাণিত হইয়াছে। যখন বর্ত্তমান চতুর্যুগের দ্বাপরে মহানীল বাসুদেব শ্যামাবতার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন বর্ত্তমান কলিতে সর্ব্বেশ্বর গৌরবাসুদেবাবির্ভাব নিশ্চিত, ইহাতে কি আর কোন সন্দেহ স্থান পাইতে পারে? সর্ব্বেশ্বরত্ব হেতু বরং শ্রীগৌরাবতারের বিশেষ গৌরব রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীগোবিন্দের যেমন কৃষ্ণ ও গৌর উভয় বর্ণই নিত্য, স্বয়ংরূপের আশ্রয়ভূত বাসুদেবেরও তেমনি নীল ও পীত উভয় বর্ণই নিত্য। শ্রীরাধাকৃষ্ণের একাঙ্গতাপ্রযুক্ত যেমন শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি পরিপূর্ণতম, তাঁহার আশ্রয় স্বরূপ স্বর্ণকান্তি বাসুদেবও তেমনি সর্ব্বেশ্বর। নীল অর্থাৎ শ্যামাবতার আশ্রয় করিয়া যেমন শ্রীকৃষ্ণ প্রকটিত হন, তদ্রূপ সর্ব্বেশ্বর পীতবাসুদেবাশ্রয়ে শ্রীগৌরগোবিন্দ প্রকটিত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই। যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটিত হন তৎকালে যেমন সকল ধামের সকল মূর্ত্তিই তাঁহাতে

প্রবিষ্ট হন, শ্রীনিত্যগৌরাঙ্গের প্রকটকালেও সেইরূপ সেই নিত্যবিগ্রহে সর্ব্ব-মূর্ত্তির সমাবেশ হইয়া থাকে, ইহাই গৌরাবতার। এই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বাবতার-সমাবেশ বলা হইয়া থাকে, অতএব তাঁহাতে শ্রীগৌর-বাসুদেবাশ্রয় অসঙ্গতোক্তি নহে। যথা—

চৈতন্য এব সঙ্কর্ষণোবাসুদেবঃ পরমেষ্ঠী রুদ্রঃ শক্রো বৃহস্পতিঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণিচ যৎকিঞ্চিৎ সদসৎ কারণং সর্ব্বং।

শ্রীঅথর্ব্ববেদান্তর্গতঃ চৈতন্যোপণিষৎ।

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, পরমেষ্ঠী, রুদ্র, ইন্দ্র, দেবগুরু বৃহস্পতি এবং সকল দেবতা, সকল ভূত, স্থাবরাদি চরাচার সদসৎ সকলেরই কারণ একমাত্র শ্রীচৈতন্য। অতএব শ্রীচৈতন্যে সর্ব্বসমাবেশ হেতু উহা পরিপূর্ণতম মূর্ত্তি, এই স্বরূপ মূর্ত্তির আশ্রয় বলিয়া এবং সর্ব্বেশ্বরত্ব হেতু শ্রীগৌরবাসুদেবও সর্ব্বাশ্রয় এবং সর্ব্বকারণের কারণ স্বরূপ। এই সকল শাস্ত্রবাক্যে বাসুদেবে উভয় বর্ণের নিত্যত্ব নিবন্ধন, নীল-পীতের বৈপরীত্যভাব বিরুদ্ধ নহে। অতএব এই সকল বচন গৌরবাদের আনুকূল্যই করিয়াছে।

ইতি শ্রীবাসুদেবে গৌরতত্ত্ব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীগৌরতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য গুরুতত্ত্ব অগ্রে অনুশীলন করা হইয়াছে। উহাতে তুরীয় গুরুতত্ত্বের সহিত পরমাত্মতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম বাসুদেব-তত্ত্বের একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঐ এক তত্ত্বই ভাবনাভেদে এবং অধিকারভেদে গুরু, পরমাত্মা এবং অধ্যাত্মবাসুদেব এই ত্রিবিধ নামে অভিহিত হন। অতএব গুরুতত্ত্ব ও গৌরতত্ত্বের সামঞ্জস্য বুঝিতে হইলে ঐ ত্রিবিধ তত্ত্বেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে শ্রীগৌরতত্ত্ব বিচার করা কর্ত্তব্য। শ্রীবাসুদেবে গৌরতত্ত্ব প্রদর্শিত হইল, এক্ষণে পরমাত্মতত্ত্বে গৌরতত্ত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। পরমাত্মা তুরীয় ধামে সূক্ষ্মরূপে নিরন্তর অবস্থিত, জীব সহসা তাঁহাকে জানিতে পারে না। যোগীগণ যোগসাধনের পরিপক্কাবস্থায় তাঁহার জ্যোতি অনুভব করেন, তাহারই নাম ব্রহ্মজ্যোতি বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার। এই পরমাত্ম-জ্যোতিকেই যোগীগণ তুরীয়চৈতন্য কহিয়া থাকেন। শ্রীপাদ কেশব ভারতী শ্রীগৌর চন্দ্রকে সন্ন্যাস প্রদানকালে তাঁহার নবীন বয়ঃক্রম দেখিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রদান করা বিধেয় কি না ভাবিতে ভাবিতে শ্রীগৌর মূর্ত্তিটী একদৃষ্টে দেখিতেছেন;

দেখিতে দেখিতে তাঁহার সন্দেহ হইল যে এটী কি বস্তু! এ বস্তু মনুষ্যে দুর্লভ, ইহাতে সমুদায় অপ্রাকৃত লক্ষণ বিরাজমান্! তবে এটী কি! মহাযোগী মহাভাগবৎ ভারতী গোস্বামী অন্তর্ম্মনা হইয়া যখন চিন্তা করিতে লাগিলেন; অন্তর বুঝিয়া প্রভু তখন আর নিজ স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রাখিলেন না; দিব্যচক্ষে ভারতী দেখিলেন—

জ্যোতিরভ্যন্তরে শান্তং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরং।

তখন আর তাঁহার কোন তত্ত্ব অবিদিত রহিল না। পরমতত্ত্বজ্ঞচূড়ামনি ভারতী শ্রীগৌরমূর্ত্তিতে দুইটী তত্ত্ব দেখিতে পাইলেন, একটী কৃষ্ণতত্ত্ব অপরটী চৈতন্যতত্ত্ব; এই দুইটী তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম দানান্তে প্রভুর নাম রাখিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ হরিভক্তিবিলাসের প্রথম টীকায় "চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রয়ে" এই অংশের চৈতন্যদেব সম্বন্ধে এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। যথা—

চৈতন্যস্য চিত্তস্য দেবোঽধিষ্ঠাতা শ্রীবাসুদেবস্তং। বা চৈতন্যং বিশুদ্ধং জ্ঞানং তদ্রূপোযোদেবোজগৎ পূজ্যস্তং॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস টীকা।

চৈতন্যদেব অর্থাৎ চিত্তাধিষ্ঠাতা শ্রীবাসুদেব বা চৈতন্যদেব বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ দেব। জ্ঞান শব্দে এখানে পরংব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলা হইয়াছে, যেহেতু বিশুদ্ধ জ্ঞানই ব্রহ্ম। যথা—

সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম। এতচতুষ্টয়ং যস্য লক্ষণং দেশ-কাল নিমিত্তেষ্বব্যভিচারি স তৎপদার্থঃ পরমাত্মা পরং ব্রহ্মেত্যু-চ্যতে ইতি।

সর্ব্বোপনিষৎসারঃ।

সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। এই বস্তু চতুষ্টয় যাঁহার লক্ষণ, তিনিই দেশ, কাল ও নিমিত্ত দ্বারা অব্যভিচারী তৎপদার্থ, পরমাত্মা ও পরং ব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে শ্রীকৃষ্ণ অন্তস্তত্ত্ব, শ্রীবাসুদেব তাঁহার আবরণ, ও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম তাঁহার কান্তি। অতএব তিনিই সত্যস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য। তিনিই বিশুদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব অর্থাৎ তাঁহার অতীত জ্ঞানগোচর আর কিছুই নাই। তিনিই অনন্ত অর্থাৎ ব্যাপক ব্রহ্ম। তিনিই আনন্দ অর্থাৎ অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ, তাঁহা অপেক্ষা অধিক আর আনন্দের বস্তু নাই। তিনি "তত্ত্বমসি" বাক্যের "তৎ" পদার্থ। তিনিই পরমাত্মা এবং পরংব্রহ্ম। যোগীগণ যোগের

পরিপক্কাবস্থায় তাঁহারই জ্যোতিঃকণা অনুভব করিয়া থাকেন, তাহারই নাম ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু তাঁহার স্বরূপ চিন্ময়রসবিগ্রহ প্রত্যক্ষ না হইলে পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দ লাভ হয় না, এই জন্যই প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দকে তুচ্ছ করে, আত্মারামগণও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। সেই পরমাত্ম জ্যোতিতে শ্রীগৌরবর্ণের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেই জ্যোতিতেই "ত্বিষা অকৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং" এই ব্যাখ্যা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই জ্যোতিই গৌরবর্ণের নিদান, তাহা নিত্য স্বর্ণবর্ণ। যথা—

প্রশাশিতারং সর্ব্বেষামণীয়াসমনোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধী গম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরং॥

মনুসংহিতা॥

সকলের শাস্তা অর্থাৎ সর্ব্ব নিয়ন্তা, মহত্তম ব্রহ্ম যাঁহা হইতে বৃহৎ আর কিছুই নাই। যিনি অণু হইতেও অণু অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে তুরীয় ধামে পরমাত্মা-স্বরূপে সর্ব্বজীবে বাস করেন। সেই স্বপ্নধীগম্য অর্থাৎ সমাধিগম্য স্বর্ণকান্তি পরমপুরুষকে জানিবে, অর্থাৎ ধ্যান করিবে। উপনিষদেও পরমাত্মার রূপ এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, যাহা শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভৃতি শ্রীগৌরা-বতারের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্ম বর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

মণ্ডুকোপনিষৎ।

যে কালে বিদ্বান্ সাধক স্বর্ণবর্ণ, সকলের কর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্থানস্বরূপ পরমপুরুষকে দেখিতে পান, তৎকালে তিনি সমুদয় বন্ধনস্বরূপ পুণ্য ও পাপ হইতে বিমুক্ত, বিগতক্লেশ হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। অর্থাৎ যাঁহারা নিরাকার উপাসক তাঁহারা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, যাঁহারা ভক্ত, তাঁহাকে স্বরূপ মূর্ত্তিতে ভাবনা করেন, তাঁহারা তাঁহাকে স্বরূপে অর্থাৎ ভাব সিদ্ধদেহে প্রাপ্ত হন, নির্ব্বাণরূপ অগ্নি তাঁহাদের সেই ভাবসিদ্ধ

নিত্যদেহ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহাদের প্রেমাশ্রুতে সে অগ্নি শীতল হইয়া যায়।

হে পাঠক! এই স্বর্ণকান্তি পরমপুরুষ কে? শ্রীকৃষ্ণই এই পরমপুরুষ। এই স্বর্ণকান্তির অভ্যন্তরে যখন দেখা দেন তখন গৌরাঙ্গ এবং যখন এই স্বর্ণকান্তিকে অভ্যন্তরে রাখিয়া বা পৃথক্‌ভাবে বামে রাখিয়া দেখা দেন, তখন শ্যামগাঙ্গ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। দেখ পাঠক, একবার প্রাণ ভরিয়া এইরূপ ভাবিয়া দেখ কেমন শান্তি—কেমন তর্কাদি পরিশূন্য বিমল শান্তি সুধার আস্বাদ পাও কি না, একবার নির্ম্মলচিত্তে ভাবিয়া দেখ। দেখ একাধারে কৃষ্ণ ও গৌররূপের শোভা কত! দেখ, জীবন সার্থক কর। একবর্ণে উভয় মূর্ত্তির নিত্যতা, এক মূর্ত্তিতে উভয় বর্ণের নিত্যতা কেমন, একবার দেখ, একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর উভয়মূর্ত্তির অভেদ-তত্ত্ব বুঝিয়া লও।

ইতি পরমাত্মায় শ্রীগৌরতত্ত্ববিচার।

যখন যখন ভগবান অবতীর্ণ হন, তৎকালে তাঁহার সেই লীলাবিগ্রহে সকল ধামের সকল মূর্ত্তি সম্মিলিত হন। প্রতি অবতারেই ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য গুরুতত্ত্বও তাঁহাতে মিলিত থাকেন, এই গুরুতত্ত্ব হইতেই ধর্ম্মসংস্থাপন কার্য্য সংসাধিত হয়। দ্বাপরে শ্যামাবতারে শ্রীনরভ্রাতা নারায়ণ শ্রীবাসুদেবের অন্ত-র্নিবিষ্ট ছিলেন। তিনিই অর্জ্জুন ও উদ্ধবকে উপলক্ষ করিয়া বৈধীভক্তিযোগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই দ্বাপরযুগে ইহাঁর দ্বারাই যুগধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। শ্রীগৌরাবতার পরিপূর্ণতম, এই জন্য ইহাঁতে তুরীয় গুরুতত্ত্ব সম্মিলিত হইয়াছিলেন, এই তুরীয় গুরুতত্ত্বই তুরীয় চৈতন্যবিগ্রহ। ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে যিনি তুরীয় গুরু, তাঁহার বর্ণাকৃতি বিচার করিলেই ইহা উত্তম অনুভূত হয়। শ্রীহরিভক্তি বিলাসে তৃতীয় বিলাসে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামিকৃত ১৫শ টীকায় আগমোক্ত গুরুধ্যান যথা—

ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতে পদ্মে সহস্রদলশোভিতে।
শ্রীগুরুং পরমাত্মানং ব্যাখ্যামুদ্রা লসৎকরং।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদং॥ ইতি

ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল কমলে পরমাত্মারূপ সকল সিদ্ধিপ্রদ শ্রীগুরুকে ধ্যান করিবে। তাঁহার দুই নেত্র, ভুজদ্বয় ও পীতবর্ণ ধ্যান করিবে এবং হস্তভঙ্গী

করিয়া তত্ত্বব্যাখ্যা করিতেছেন এইরূপ চিন্তা করিবে। এই ধ্যানের তাৎপর্য্য, ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে অধিষ্ঠান হেতু তুরীয় এবং "শ্রীগুরুং পরমাত্মানং" এই উক্তিতে তাঁহাকে তুরীয় পরমাত্মা বলা হইয়াছে। অতএব তুরীয় পরমাত্মা ও তুরীয় গুরুতত্ত্ব এক, ভাবভেদে নামভেদ মাত্র, বস্তুতঃ, স্থানতঃ এবং বর্ণাকৃতিগত কোনই ভেদ নাই। ইহাঁকেই উপনিষৎ "যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাঁকেই মনু "রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং" বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দুই শ্লোক গোস্বামিগণ বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরতত্ত্বে প্রমাণস্বরূপ গণ্য করিয়াছেন, আমরাও সেই প্রমাণে এই গুরুতত্ত্ব ধ্যান শ্রীগৌরতত্ত্বে প্রমাণ করিতে সাহসী হইলাম। বৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুর এই পীতবর্ণ ধ্যানই স্বীকার করায় ইহা আরও অনুকূল বলিয়া গণ্য করা যায়। শ্রীধামবাসী সিদ্ধকৃষ্ণদাস সংগৃহিত পদ্ধতিধৃত যামলোক্ত গুরুধ্যান যথা—

কৃপামরন্দান্বিত পাদপঙ্কজং।
শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনং।
শন্দং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং।
স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিং॥

যাঁহার চরণপদ্ম হইতে কৃপামকরন্দ ক্ষরিত হইতেছে, গৌরকান্তি সনাতন অর্থাৎ নিত্যবিগ্রহ সুন্দর মাল্য ও সুন্দর আভরণে বিভূষিত এবং যিনি জীবের মঙ্গলদাতা সকল শুভগুণের আলয়, সেই সদ্ভক্তি অর্থাৎ উন্নত-উজ্জ্বল-রসাশ্রিতা ভক্তিময় বিগ্রহ গুরুরূপ, হরিকে স্মরণ করি। পাঠক বুঝিয়াছ কি? এই বিগ্রহটী কাহার? যিনি শ্রীনবদ্বীপে নিত্যলীলাময় শ্রীগৌরচন্দ্র, তিনিই চৈতন্যবপুতে জীবকে স্বগতি দেখাইবার জন্য তুরীয়ধামে সহস্রদল কমলে পরমাত্মা গুরুরূপে বাস করিতেছেন। শ্রীগৌরপার্ষদগণ যে অন্তরে বাহিরে শ্রীগৌরচন্দ্রকে দেখিতেন, সেই অন্তরের মূর্ত্তিই এই সনাতন বিগ্রহ। এই পরম নিগূঢ়তত্ত্ব বিচার করিয়াই শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে লিখিয়াছেন।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে তিনি তাঁহার প্রকাশ॥

এই পরমতত্ত্ব বিচার করিয়াই প্রভুপার্ষদগণ শ্রীগৌরচন্দ্রকেই গুরু ও উপাস্য উভয় তত্ত্বেই আশ্রয় করিয়াছেন।

যথা শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব দীপিকায়াং।
অতঃ প্রথমতোদেবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুং।
যষ্টব্যং গুরুরূপেণ কীর্ত্তনীয়ঃ সদা বুধৈঃ ॥

অতএব পণ্ডিতগণ পূজাকালে প্রথমে গুরু গৌরবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে পূজা করিবেন এবং পাঠ কীর্ত্তনাদিকালে প্রথমে তাঁহার নামাদি কীর্ত্তন করিবেন।

সংকীর্ত্তনৈক জনকঃ করুণৈক সিন্ধু-
রাচার্য্য চৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।
আদাবতঃ কলিযুগে সচ পূজনীয়ো।
ধ্যেয়ঃ সদা শরণদোভজনীয় সেব্যঃ ॥

চৈতন্যতত্ত্বদীপিকা।

যেহেতু তিনিই যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের একমাত্র প্রবর্ত্তক, করুণার সমুদ্র। তিনি প্রত্যক্ষে গুরুরূপে প্রকাশিত হইয়া এবং জীবের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে থাকিয়া স্বপদ প্রদর্শন করেন অতএব কলিযুগে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগৌরচন্দ্রই পূজনীয়, ধ্যেয়, সদা শরণাগত জনের আশ্রয়, ভজনীয় ও সেবনীয়।

এই মহাতত্ত্বের অনুবর্ত্তী হইয়া যাবতীয় গোস্বামিপাদগণ ও বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ গ্রন্থারম্ভে নান্দী স্বরূপে গুরুগৌরবে তাঁহার শরণাগত হইয়াছেন। প্রাচীন ভক্তসংগৃহিত বৈষ্ণবকৃত্য পদ্ধতিতে তিনি অগ্রে পূজ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। আবহমান কাল হইতে কীর্ত্তনীয়াগণ শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তনের পূর্ব্বে গৌরচন্দ্রিকা গান ও বৈষ্ণব পাঠকগণ পাঠ বা ব্যাখ্যাকালে অগ্রেই তাঁহার স্তুতিগান করিয়া আসিতেছেন। শ্রীপ্রভুপার্ষদগণ শ্রীগৌর পশ্চাৎ করিয়া বা শ্রীগৌর পূজা না করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। শ্রীপুরুষোত্তমে গৌরীয়া ভক্তগণের গমন, অগ্রে শ্রীগৌর দর্শন, বন্দন, পরে শ্রীজগন্নাথ দর্শনাদি ইহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। এই গুরুতত্ত্ব বিচারই ইহার নিদান। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিয়াছেন, যথা—

প্রভুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং তং নতোঽস্মি গুরূত্তমং।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্যস্য প্রাকৃতোঽপ্যুত্তমোভবেৎ ॥ ১বি ৯০ শ্লোক।

যাবতীয় গুরুগণের মধ্যে যিনি উত্তম সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুকে প্রণাম করি। কেন না যে কোন প্রকারেই হউক কথঞ্চিৎরূপে যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে প্রাকৃত ব্যক্তিও উত্তম হয়। শ্রীপাদের এই বাক্যের সারত্ব কত শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিতগণের দর্শনেই তাঁহা অনুমিত হয়, শ্রীচৈতন্যাশ্রিত ভিন্ন অনর্গল প্রেমাশ্রুপ্লাবিত মুখ, শাহারবের প্রার্থনা অন্যে দেখা দুষ্কর। শ্রীনরোত্তম প্রভু এই জন্য বলিয়াছেন "গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ" অতএব ইহার সারত্ব প্রত্যক্ষ, ইহাতে তর্কাদি নাই। শ্রীপাদ ভট্ট গোস্বামী শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাপাত্র বলিয়া বিখ্যাত, যদি কেহ মনে করেন তিনি নিজ গুরুর গৌরব করিয়া ইহা লিখিয়াছেন, এই জন্য আবার লিখিলেন॥

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুং।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২য় বিলাস ১ম শ্লোক॥

জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবকে বন্দনা করি, যাঁহার কৃপায় কুক্কুর তুল্য অস্পৃশ্য ব্যক্তিও শ্রীহরিভক্তির অধিকারী হইয়া সুখে সংসার-সাগর পার হয়। এই শ্লোকে তাঁহাকে জগদ্গুরু বলায় অখিল জীবের উপাস্য গুরুতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, কারণ তিনি ভিন্ন ধর্ম্মবিপ্লবকালে বিকৃতবুদ্ধি জীবে যুগধর্ম্ম স্থাপন অন্যের অসাধ্য। শ্রীচৈতন্য কলিযুগধর্ম্ম হরিনাম প্রচার হেতু সর্ব্বপ্রাণীর গুরু। বিশেষ উজ্জ্বল রসাশ্রিতা রাগানুগা ভক্তির তিনিই একমাত্র প্রবর্ত্তক, শিক্ষক, এবং দাতা; অতএব রাগমার্গীয় সাধকের তিনিই একমাত্র গতি এবং পরম গুরু।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস টীকারম্ভে শ্রীসনাতন বাক্যং, যথা—

সুদুষ্করে কর্ম্মনি প্রবর্ত্তমানোগ্রন্থকারস্তৎসংসিদ্ধয়ে প্রথমং পরমগুরুরূপং শ্রীমদিষ্টদৈবতং শরণত্বেনাশ্রয়তি। ইতি

"সুদুষ্কর কার্য্যে প্রবর্ত্তমান গ্রন্থকার কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত প্রথম পরমগুরুরূপ শ্রীমৎ ইষ্টদেব শরণ গ্রহণ করিতেছেন।" এখানে "ইষ্টদেব" বাক্যে উপাস্যরূপে স্বীকার করা হইয়াছে, এবং পরমগুরু বাক্যে রাগমার্গীয় সাধকের আদিগুরু স্বীকার করাইয়াছে। শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের সকল গুরুপ্রণালী সেই মূল গুরু শ্রীচৈতন্যদেব হইতেই নিসৃত ও প্রসারিত হইয়াছে, সকল শাখারই মূল স্থান

তিনিই অতএব জগতের গুরু, নিত্য-সনাতন মূর্ত্তি, কেবল জগতের হিতের জন্যই প্রকটিত হইয়াছিলেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস টীকারম্ভে শ্রীসনাতন কৃত নান্দী, যথা—

ব্রহ্মাদি শক্তি প্রদমীশ্বরং তং
দাতুং স্বভক্তিং কৃপয়াবতীর্ণং।
চৈতন্যদেবং শরণং প্রপদ্যে
যস্য প্রসাদাৎ স্ববশেহর্থ সিদ্ধিঃ।

যাহার প্রসাদে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি করতলগত হয়, যিনি নিজ উজ্জ্বল রসাশ্রিতা ভক্তি দিবার নিমিত্ত কৃপা করিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ, ব্রহ্মাদি শক্তিপ্রদ সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমার আশ্রয় হউন। বিদগ্ধমাধব নাটকারম্ভে শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ কৃত নান্দী। যথা—

অনর্পিতচরীঃ চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃপুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।

চিরকালেও অর্থাৎ অন্যান্য কোন অবতারে যাহা কখন কাহাকেও প্রদান করেন নাই, সেই অতি উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রসাশ্রিতা ভক্তিরূপা নিজসম্পত্তি জীবকে দিবার জন্য অতি করুণাবশতঃ যিনি কলিযুগে অবতীর্ণ, সেই সুন্দর স্বর্ণকান্তি-জাল-প্রদীপ্ত শ্রীশচীনন্দন রূপ সিংহ তোমাদের হৃদয়কন্দরে উদিত হউন।

শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম কৃত শ্লোক, যথা—
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজংযঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য নামা।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।

"কালসহকারে বিলুপ্ত নিজ মধুর-রসাশ্রিত ভক্তিযোগ সংস্থাপন জন্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামে যিনি প্রকট, তাঁহার চরণপদ্মে আমার মনোভৃঙ্গ নিপুণভাবে লীন

হউক।" অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এই তিন শ্লোকেই বিশেষ প্রমাণ হইতেছে শ্রীপাদগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে রাগমার্গ প্রবর্ত্তক গুরুতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, যিনি যে ধর্ম্ম প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন তিনি তাহার আদিগুরু; অতএব রাগমার্গোপাসকের গুরুতত্ত্বে উপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বতত্ত্ব সমষ্টি, সর্ব্বতত্ত্বাত্মক সর্ব্বতত্ত্বাভিন্ন মূর্ত্তি অতএব এই মহাপ্রভুর উপাসনা সর্ব্বার্থসিদ্ধির নিদান ইহাতেও সন্দেহ নাই। যথা—

মন্ত্রগুরুর্দেবতাচ ভাবনীয়ং মনীষিভিঃ।
রেতেষামৈক্যরূপেণ যচ্চোক্তং তান্ত্রিকৈরিতি।
তত্ত্বং সদৈব গৌরাঙ্গে সাম্প্রতং সম্প্রতীয়তে॥
শক্তিশক্তিমতোর্যচ্চ জ্বালাপাবকয়োর্যথা।
শ্রীমতী শ্রীমতোর্যচ্চ যথাবন্নাম নাম্নিনোঃ।
তদ্বৎ তথৈব গৌরাঙ্গে সাম্প্রতং সম্প্রতীয়তে।

শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব দীপিকা।

"মন্ত্র গুরু ও দেবতাকে ঐক্যরূপে ভাবনা করিবে," এই তন্ত্রোক্ত বাক্য যেন নিত্যমূর্ত্তিমান্ হইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গে সম্প্রতি প্রতীয়মান্ হইতেছে। শক্তি—শক্তিমান্, অগ্নি—অগ্নিকণা, শ্রীরাধা—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণনাম যেমন অভেদ-তত্ত্ব, সেইরূপ মন্ত্র, গুরু ও উপাস্যদেবতা, এই তত্ত্বত্রয় যেন শ্রীগৌরাঙ্গে নিত্য সম্যগ্ রূপে প্রতীয়মান্ হইতেছে। প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞগণ এই সকল দুর্জ্ঞেয় নিগূঢ়তত্ত্ব সম্যগ্ রূপ অনুশীলন করিয়া আমার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে নামতত্ত্বে, গুরুতত্ত্বে এবং উপাস্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্বে সর্ব্বতত্ত্বসার স্বরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। হে পাঠক! ৪র্থ পরিচ্ছেদে এবং ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে "শ্রীগৌরচন্দ্রে গুরুতত্ত্ব" এই একটী বাক্য উল্লেখ করা হইয়াছিল, এতদূরে তাহার মীমাংসা শেষ হইল এবং এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য যে গৌরবর্ণের নিত্যত্ব বিচার, শ্রীবাসুদেব, পরমাত্মা ও গুরুতত্ত্বে গৌরবর্ণ স্থাপিত হওয়ায় তাহাও সিদ্ধ হইল। শ্রীভগবন্মূর্ত্তি সকলেও যে ঐ গৌরবর্ণের নিত্যত্ব আছে তাহাও পরে দেখান হইতেছে। সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে যে পীতবর্ণ গুরুধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে, কি জানি অজ্ঞতা বা তর্কনিষ্ঠতা হেতু তাহা কেহ নূতন বিষয় মনে করেন, কেননা অধিকাংশ তন্ত্রে শুক্লবর্ণ গুরু ধ্যান-দৃষ্ট হয়, অতএব সন্দেহ নিরসন নিমিত্ত চলিত শক্তিতন্ত্রসার প্রাণতোষিণী গ্রন্থ

হইতে একটী জামলোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইতেছে, ইহার দ্বারা গুরুর গৌরবর্ণত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে কি না, সংশয়ীগণ ন্যায্য বিচার করিবেন।

প্রাণতোষিণীতন্ত্রধৃত জামলে, যথা—
শিরঃস্থিতঃ সুপঙ্কজে তরুণকোটিচন্দ্রপ্রভং
বরাভয়করাম্বুজং সকলদেবতারূপিণং।
ভজামি বরদং গুরুং কিরণচারুশোভোজ্জ্বলং।
প্রকাশিত পদদ্বয়াম্বুজমলক্তকোটিপ্রভং॥

মস্তকস্থিত সুন্দর পদ্মাসনে আসীন, কোটি তরুণচন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, যিনি করযুগল দ্বারা ভক্তগণকে বর এবং অভয় দান করিতেছেন, যিনি সর্ব্বদেবময়, বরদাতা, যিনি সুচারু কিরণে উজ্জ্বল শোভাময় এবং ভক্তগণের নিমিত্ত যাঁহার অলক্তপ্রভা-বিনিন্দিত অরুণ চরণপদ্ম প্রকাশিত, সেই গুরুদেবকে ভজনা করি।

তাৎপর্য্য যথা—শিরঃপদ্মে অবস্থান হেতু এবং সর্ব্বদেবময় বলায় তুরীয় পরমাত্মা, বরাভয়-করাম্বুজ বলায় দ্বিভুজ, সুচারু কিরণে উজ্জ্বল শোভাময় বলায় স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় বলা হইয়াছে এবং কোটি তরুণ চন্দ্রের ন্যায় প্রভা বলায় গৌরবর্ণ স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ তরুণচন্দ্রের অর্থ নবোদিত চন্দ্র, নবোদিত চন্দ্রের গৌরত্ব প্রত্যক্ষ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে রাস পঞ্চাধ্যায়ে শ্রীশুকদেব বাক্যে ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয় যায়, যথা—

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণং,

"রমা অর্থাৎ শ্রীরাধার নবকুঙ্কুমরাগরঞ্জিত আননের ন্যায় অখণ্ডমণ্ডল চন্দ্রদর্শন করিয়া," অতএব নবোদিত চন্দ্রের গৌরবর্ণত্ব শ্রীমদ্ভাবত মতে স্বীকৃত হওয়ায় তরুণচন্দ্র প্রভ গুরুর গৌরবর্ণত্ব প্রতিপন্ন হইল। ইহাতে আর কি তর্ক হইতে পারে? প্রত্যক্ষ বস্তুর দর্শন দ্বারায় সকল মীমাংসা সুশেষ হইয়া রহিয়াছে। অতএব গুরুর গৌরবর্ণের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইল। কিন্তু তান্ত্রিক মতে শুক্লবর্ণও প্রসিদ্ধ থাকায় উভয় বর্ণেরই নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে; ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ কিছুই নাই, কেননা উপনিষৎ মতে

প্রমাণ পাওয়া যায় পরব্রহ্মের রুক্মবর্ণই নিত্যকান্তি, শুক্লবর্ণ অনুকিরণ অর্থাৎ কিরণের কিরণ অতএব বাহ্যপরিমণ্ডল, যথা—

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্মনিষ্কলং।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদোবিদুঃ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ॥

"বিরজ, নিষ্কলব্রহ্ম হিরণ্ময়পরমকোশে প্রতিষ্ঠিত। তিনিই শুভ্র, যাবতীয় সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণের প্রকাশক। যাঁহারা আত্মতত্ত্ববিদ তাঁহারাই তাঁহাকে জানিতে পারেন।" ব্রহ্মের প্রথম পরিধি হিরণ্ময় যেহেতু তাহা পরমমণ্ডল, জ্যোতিঃঘন। দ্বিতীয় পরিধি শুভ্র, কারণ তাহা ঐ ঘনজ্যোতির অনুকিরণ এবং সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণের প্রকাশক। অতএব ঐ রুক্ম পরিধিপরিমণ্ডিত রূপই তাঁহার নিত্য। যেহেতু "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং" এই মুণ্ডকোক্ত মন্ত্রে রুক্মজ্যোতিই সাধকের সিদ্ধিস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এই গৌরজ্যোতিঃ তাঁহার নিত্য এবং স্নিগ্ধহেতু সাধকের সুখদ। গৌর ও শুভ্র উভয় বর্ণই তাঁহার সিদ্ধ হইলেও গৌরবর্ণকেই নিত্যবর্ণ বলা হইল, ইহার যুক্তি এই, যেমন সূর্য্যের তপ্তকাঞ্চনজ্যোতিঃ ও রজত শুভ্রজ্যোতিঃ দুইটীই প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু যখন তাঁহার রূপ চিন্তা করা যায় তখন "জবাকুসুম সঙ্কাশং" বলিয়া তাঁহার তপ্তকাঞ্চন-শান্তজ্যোতিকেই গ্রহণ করা হয়, ইহাও সেই প্রকার। যাঁহারা উপনিষদাদি বহু বহু তত্ত্বগ্রন্থ প্রজ্ঞাচক্ষুতে পরিদর্শন করিয়া তত্ত্বানুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহা স্বীকার করিবেন যে এই হিরণ্য পরিধির নাম আনন্দময় কোশ এবং এই রজতপরিধি জ্ঞানময় কোশ। বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনার প্রথম প্রতিপাদ্য জ্ঞান। জ্ঞান, শাস্ত্রালোচনার সীমা, জ্ঞানালোচনার সীমা আনন্দ, জ্ঞানালোচনার পর যে আনন্দ লাভ হয় তাহার নাম ব্রহ্মানন্দ ইহার অন্তে নির্ব্বাণ থাকায় ইহাকে নিত্যানন্দ বলা যায় না, কারণ নির্ব্বাণ ইহার সীমা, ভক্তির পরিপাকে যে আনন্দ লাভ হয় তাহার নাম প্রেমানন্দ, স্বরূপ সান্নিধ্যনিবন্ধন এ আনন্দ অসীম, নিত্য নূতনত্বজনক, এইজন্য ইহাকেই নিত্যানন্দ বলা হইয়া থাকে। ভক্ত সাধনসিদ্ধ নিত্যবিগ্রহে নিত্যকাল এই নিত্যানন্দ উপভোগ করেন। এ আনন্দ ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ করে, কেননা ইহার মাধুর্য্য উত্তরোত্তর সুমধুর। অতৃপ্ত প্রেমিকভক্ত এই মধুরাস্বাদের বিঘ্নকারক বলিয়া নির্ব্বাণকেও অতি ঘৃণা করিয়া থাকেন। জ্ঞান হইতে এই প্রেমানন্দ লাভ হয় না, কারণ জ্ঞান হইতে শুষ্ক

বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া সাধকের চিত্ত কঠোর করিয়া ফেলে, কঠোরচিত্তে প্রেমাঙ্কুর সঞ্জাত হয় না। এই জন্য ভক্ত সাধক জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতা প্রেমজননী ভক্তিদেবীর আশ্রয় প্রথম হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের এ প্রসঙ্গে জ্ঞানের বিচার অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, কেবল জ্যোতিস্তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ইহার কিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক হইতেছে।

যখন প্রথম লভ্য জ্ঞান, জ্ঞানলভ্য আনন্দ, তখন জ্ঞানময় শুভ্র জ্যোতি আনন্দময় কৃষ্ণ জ্যোতির বাহ্যমণ্ডল ইহাতে সংশয় নাই। জ্ঞানমার্গে লভ্য হইলে তাহাকে ব্রহ্মানন্দ কহে, ভক্তিমার্গে লভ্য হইলে তাহাই প্রেমানন্দ। এই জন্য জ্ঞানার্থিগণ জ্ঞানময় গুরুর শুক্লবর্ণ ধ্যান করেন এবং ভক্তগণ গুরুর আনন্দময় গৌরকান্তি চিন্তা করেন। ইহার একটী সুগম উদাহরণ এই, সত্যযুগে ভগবান্ যখন জ্ঞানযোগ প্রচার করিতে আসিলেন, তখন শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ; আবার যখন তিনিই প্রেমানন্দে জীবকে ভাঁসাইতে আসিলেন, তখন সেই স্বর্ণকান্তিপরিমণ্ডিত হইয়া আমার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর রূপে আসিলেন। যখন জ্ঞানগুরু তখন মহাতেজস্বী ভাব, যখন প্রেমানন্দপ্রদাতা গৌরচন্দ্র তখন কত শান্ত, কত করুণ, কত যেন বিদেশাগত প্রিয়বন্ধুর ন্যায় সদয়। ইহাতে শ্রীগুরুর জ্ঞানাত্মক শুক্ল বিগ্রহ অপেক্ষা আনন্দময় গৌরবিগ্রহেরই অধিক ভক্তবাৎসল্য দেখা যায়। এইরূপ মিমাংসায় দুইজন গুরু বলা হইল, কেহ ইহা না মনে করেন। যেমন এক সূর্য্য যখন শান্তমূর্ত্তি তখন স্বর্ণকান্তি, সুখদর্শন, স্নিগ্ধভাবময় আবার যখন উগ্রমূর্ত্তি তখন দুষ্প্রেক্ষ্য রজতকান্তি, ইঁহাও তদ্রূপ। যে সাধক জ্ঞানপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মানন্দ চাহেন, বা যাঁহারা চতুর্ব্বিধা মুক্তিকামী, তাঁহারা শুক্লবর্ণ জ্ঞানময় সদাশিবরূপী গুরু চিন্তা করুন, কিন্তু যাঁহারা সুশান্ত প্রেমময় রসরাজ মূর্ত্তির উপাসক, যাঁহারা জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতা বিশুদ্ধা রাগময়ী ভক্তির চরমফল প্রেমানন্দ লাভে ইচ্ছা রাখেন, তাঁহারা যেন ভ্রমেও এই আনন্দময় গৌরকান্তি গুরু চিন্তা ত্যাগ না করেন। শ্রীপাদ গোস্বামিগণ নানাতন্ত্রানুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের জন্য গুরুর যে গৌরবর্ণ ধ্যান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, গোস্বামিশিষ্যগণ যেন ভ্রমেও তাহা বিস্মৃত না হন, কি কাহারও ভ্রান্ত উপদেশে অভ্রান্ত গোস্বামিমতবিরুদ্ধ অন্য বর্ণ গুরু ধ্যান না করেন। অন্যথা করিলে নিশ্চয় স্বার্থে বঞ্চিত হইয়া অন্য বৈধিগতি লাভ করিবেন। যদি কেহ অজ্ঞতা বশতঃ গুরুর শুভ্রবর্ণ ধ্যান গ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি অবিলম্বে গুরুসমীপে গমন

করিয়া বা উপযুক্ত কোন তত্ত্বজ্ঞ শিক্ষাগুরুর নিকট গোস্বামী ও বৈষ্ণবপদ্ধতি-সম্মত গৌরবর্ণ গুরুধ্যান গ্রহণ করিবেন। ভ্রান্ত হইলে নিশ্চয় সিদ্ধি হানি হইবে। কেননা, গুরুর জ্ঞানমূর্ত্তি ভাবনায় তাঁহার উগ্রতেজ সাধকদেহে প্রবর্ত্তিত হইয়া, চিত্তের কোমলতা বিশুষ্ক করিয়া দিলে, কঠোর চিত্তক্ষেত্রে প্রেমাঙ্কুর লাভের ব্যাঘাৎ করিবে। এই জন্য জ্ঞানাঙ্গ ও যোগাঙ্গ সাধন সমূহ ভক্তিমার্গে নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। যদি কাহারও গুরু কোন প্রাচীন পদ্ধতি হইতেও এইরূপ শুক্লবর্ণ গুরুধ্যান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা প্রাচীন হইলেও পরিত্যক্ত। কেননা, ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীরূপ ও সনাতন মতই গ্রাহ্য, ইহাঁদের প্রতিকূল মত অগ্রাহ্য। শ্রীসনাতনপাদ হরিভক্তিবিলাস টীকায় যে গুরুধ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন, গোস্বামিসম্প্রদায়ের অবনতমস্তকে তাহা স্বীকার্য্য। এবং তাঁহারা যাঁহাকে এই রাগানুগাভক্তির আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরের আনন্দময় তনুই আমাদের সেই ধ্যানের লক্ষ্য বস্তু হউন। যাঁহারা এই মিমাংসা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা বহু তন্ত্রানুশীলন করিয়া দেখিবেন, মন্ত্র ও উপাস্য ভেদে প্রতি তন্ত্রের প্রতি অধিকারে গুরুধ্যান পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। অতএব বৈষ্ণবগণের সঠিক বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উপদেশই অনুকূলভাবে গ্রহণীয়, তর্কাদি বৃথা।

ইতি শ্রীগুরুতত্ত্বে গৌরতত্ত্ব।"

শ্রীভগবানের মূর্ত্তি সকলের শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত এই চারিটী মূলবর্ণ এবং এই চারি বর্ণের মিশ্রণে আরও কএক বর্ণ হয়। যথা—শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ, তিনের মিশ্রণে নীল বর্ণ হয়। মিশ্রণের তারতম্যে নীলের ক্বচিৎ নবঘনশ্যাম, ক্বচিৎ ইন্দিবরশ্যাম এই দুই ভেদ হয়। এই নীলের ঘনত্ব মহানীল, মহানীলের নিবিড়ত্ব কৃষ্ণ। অতএব কৃষ্ণের অতীত আর বর্ণ নাই, কারণ কৃষ্ণবর্ণেই সকল বর্ণের অবশান কিন্তু কোনও বর্ণ হইতে কৃষ্ণবর্ণের অবশান নাই। আর একটী মূলবর্ণ পীত, পীতের মিশ্রণেও কএকটী বর্ণ হয়, যথা—নীল ও পীতের মিশ্রণে দুর্ব্বাদলশ্যাম (শ্রীরামচন্দ্র), শ্বেত ও পীতের মিশ্রণে কষিতকাঞ্চন বর্ণ (গৌর), পীত ও রক্তের মিশ্রণে গলিতকাঞ্চন (হয়গ্রীব), এইরূপ শ্বেত ও রক্তের মিশ্রণে পাটলবর্ণ হয় (বুদ্ধ)। অচিন্ত্যশক্তিসহযোগে এই মিশ্রণ সংসাধিত হয়, অনন্ত মূর্ত্তিতে ভগবান্ এই সকল বর্ণ ধারণ করেন। কিন্তু সূক্ষ্মতত্ত্বে বিচার করিলে

দুইটী বর্ণকেই মূল বলিয়া গণ্য করা হয়। কেন না কৃষ্ণবর্ণ, নীলের ঘনত্বহেতু শ্বেত ও রক্ত কৃষ্ণেরই অন্তর্ভূত কৃষ্ণবর্ণ বিশ্লেষণ করিলে শ্বেত ও রক্তবর্ণ পাওয়া যায় কিন্তু পীতবর্ণ পাওয়া যায় না, এই জন্যই কৃষ্ণ ও পীত দুই বর্ণকেই নিত্যবর্ণ বলা যায়। ওতঃপ্রোতভাবে এই দুই বর্ণ মিলিত রহিয়াও আপন সাতন্ত্র্য রক্ষা করে। এই জন্যই "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" বাক্যের উৎপত্তি। কৃষ্ণবর্ণ নিত্যবিগ্রহ, গৌরবর্ণ তাঁহার কান্তি অতএব মণিকিরণ ন্যায়ানুসারে দুইটী অভিন্ন। আমরা এক্ষণে এক মূর্ত্তিতে ঐ উভয় বর্ণের নিত্যত্ব দেখাইব। বক্ষমান্ মূর্ত্তিসমূহের কৃষ্ণবর্ণত্বপ্রসিদ্ধ, ইহাতে গৌরবর্ণের নিত্যত্ব দেখাইবার জন্য ঐ সকল মূর্ত্তির গৌরবর্ণ কএকটী ধ্যান উদাহরণ স্বরূপ লিখিত হইতেছে।

গৌরগোবিন্দ ধ্যান যথা—

অষ্টপত্রং বিকশিতং হৃৎপদ্মং তত্র সংস্থিতং।
দিব্যধ্বজাতপত্রৈস্ত চিহ্নিতং চরণদ্বয়ং॥ ৬০॥
শ্রীবৎসলাঞ্ছনং হৃৎস্থং কৌস্তুভং প্রভয়াযুতং।
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রসার্ঙ্গপদ্মগদান্বিতং॥ ৬১॥
সুকেয়ূরান্বিতং বাহুং কণ্ঠং মালাসুশোভিতং।
দ্যুমৎকিরীটবলয়ং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলং॥ ৬২॥
হিরণ্ময়ং সৌম্যতনুং স্বভক্তায়াভয়প্রদং।
ধ্যায়েন্মনসি মাং নিত্যং বেণুশৃঙ্গধরং তু বা॥ ৬৩॥

গোপালতাপনী।

এই ধ্যান দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ উভয় মূর্ত্তির হিরণ্ময়বর্ণ লিখিত হওয়ায় গৌরত্ব প্রতিপাদিত হইল। কারণ তাঁহার হিরণ্ময়বর্ণ যে স্বর্ণবর্ণ ইহা উপনিষৎ সম্মত।

শ্রীমদনগোপাল ধ্যান।

শৃণু দেবি প্রবক্ষামি রহস্যং ভুবনেশ্বরী।
তবৈব পৌরুষং রূপং গোপিকাবদনামৃতং॥
সদা নিষেবিতং রাগান্তরদ্বিরহভীরুণা।

সত্যভামাদিরূপাভির্মায়ামূর্ত্তিভিরষ্টভিঃ ॥
ধ্যায়েন্মদনগোপালং সংজ্ঞয়া ভুবনত্রয়ে।
ধ্যানং তস্য প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনং ॥
সর্ব্বরোগোপশমনং সৎপুত্রাবাপ্তিকারকং।
সৌভাগ্যদায়কং নৃণাং স্ত্রীণাঞ্চৈব বিশেষতঃ ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন ধ্যানেনানেন ভামিনি।
যদযদিচ্ছতি তৎসর্ব্বং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ং ॥
শ্রীমদ্বালার্কসঙ্কাশং পদ্মরাগারুণপ্রভং।
বন্ধূকবন্ধুরালোকং সন্ধ্যারাগোপমদ্যুতিং ॥
মুকুটানেকমাণিক্যপ্রভাপল্লবিতাম্বরং।
কিরীটোপান্তবিন্যস্ত বর্হিবর্হাবতংসকং ॥
কুস্তূরিতিলকাক্রান্ত কমনীয়ালকস্থলং।
স্মরকোদণ্ডবিন্যস্ত সুশাস্ত্রকুটিলভ্রুবং ॥
স্মেরগণ্ডস্থলং শ্রীমদুন্নতোন্নতনাসিকং।
করুণালহরীপূর্ণ কর্ণান্তায়তলোচনং ॥
কর্ণাবলম্বিসৌবর্ণকর্ণিকারাবতংসিনং।
নিস্তুলস্থূলমাণিক্য চারুমৌক্তিককুণ্ডলং ॥
দন্তাংশু সুসমাশ্লিষ্ট কোমলাধরপল্লবং।
অসাধারণসৌভাগ্য চিবুকোদ্দেশশোভিতং ॥
শশাঙ্কবিম্বাহঙ্কার শ্লাঘানন্দকরাননং।
অনর্ঘ্যরত্নগ্রৈবেয়বিলসৎ কম্বুকন্ধরং ॥
সৌরভালোলৈরালম্বৈঃ শুভৈর্মন্দারদামভিঃ।
তদংশুমৌক্তিকৈর্হারৈর্বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া ॥
শ্রীবৎসকৌস্তুভাভ্যাঞ্চ পরিষ্কৃত ভুজান্তরং।

রত্নকঙ্কণকেয়ূরৈর্ভূষিতৈর্দ্দশভির্ভুজৈঃ।
চক্রং পুষ্পশরং পদ্মঃ শূলং সখেন্দুকার্ম্মুকং॥
গদাং পাশং চ মুরলীং বিভ্রাণং মোহনাকৃতিং।
নিম্ননাভিং রোমরাজিবলিমৎ পল্লবোদরং॥
বিশঙ্কটকটীদেশং বাচালমণিমেখলং।
স্ফুরৎ সৌদামিনীচ্ছায়াদায়াদকনকাম্বরং॥
মণিমঞ্জীরকিরণৈঃ কিঞ্জল্কিতপদাম্বুজং।
শালোল্লীঢ়মণিশ্রেণীরম্যাঙ্ঘ্রি নখমণ্ডলং॥
আপাদকণ্ঠমামুক্তভূষাশত মনোহরং।
কল্পবৃক্ষ মহারামে সহিতে রত্নমণ্ডপে॥
চিন্তামণি মহাপীঠে মধ্যে হৈমসরোরুহে।
কর্ণিকোপরি সংদীপ্তে শ্রীমচ্চক্রাসনে শুভে॥
তিষ্ঠন্তং দেবদেবেশং ত্রিভঙ্গী ললিতাকৃতিং।
বামাংশশিখরোপান্তে ব্যালোলমণিকুণ্ডলং॥
উদঞ্চিতভ্রুবং কিঞ্চিৎ সুশোণাধরপল্লবং।
গান ব্যাজামৃতরসৈর্ব্যঞ্জিতশ্রুতিবৈভবৈঃ॥
তত্তৎ স্বরানুগুণ্যেন বেণুরন্ধ্রাণ্যনুক্রমাৎ।
আবৃন্বন্তং বিবৃন্বন্তং মুহুরঙ্গুলিপল্লবৈঃ॥
উপাস্যমানমানন্দং সদারৈর্দিবিষদ্গণৈঃ।
কৃতদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্মুক্তপ্রসববৃষ্টিভিঃ॥
ধ্যায়েন্মদনগোপালং মন্ত্রী শুচিরলঙ্কৃতঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি দুর্ল্লভানপ্যযত্নতঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস টীকাধৃত সম্মোহনতন্ত্র।

এই ধ্যানে বালার্কবর্ণ বলায় তপ্তকাঞ্চনবর্ণ স্বীকৃত হইয়াছে। আর যে পদ্মরাগারুণ বলা হইয়াছে উহা কচিৎ; কেন না ঐ উভয় বর্ণে প্রভেদ আছে।

দশভুজ, অস্ত্রাদি, মুরলী ও ত্রিভঙ্গললিতাকৃতি উল্লেখে ইহা বৈভবমূর্ত্তি বুঝাইতেছে, শ্রীনন্দনন্দনের রসরাজমূর্ত্তি নহে। এই বৈভবমূর্ত্তি কচিৎ বালার্কদ্যুতি ত্রিভঙ্গ মুরলীধর, কচিৎ পদ্মরাগারুণ, দশভুজ, অস্ত্রাদিপরিমণ্ডিত। নচেৎ এক সময়ে এক বিগ্রহে বিরুদ্ধভাব সমাবেশ সঙ্গত হয় না।

নারায়ণ ধ্যান যথা—

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুঃ ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

শিষ্টপদ্ধতি।

এই ধ্যানে সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বলায় নিজ জ্যোতিরভ্যন্তরস্থ নারায়ণ মূর্ত্তি (১) এবং হিরণ্ময় বলায় স্বর্ণবর্ণ স্বীকৃত হইয়াছে।

গৌর বিষ্ণু ধ্যান যথা—

বিষ্ণুং ভাস্বৎ কিরীটাঙ্গদবলয়গণা কল্পহারোদরাঙ্ঘ্রি-
শ্রেণীভূষং সুবক্ষো মণি মকরমহাকুণ্ডলং মণ্ডিতাংসং।
হস্তোদ্যচ্চক্রশঙ্খাম্বুজগদমমলং পীতকৌশেয় বাসং
বিদ্যুদ্ভাসং সমুদ্যদ্দিনকরসদৃশং পদ্মহস্তং নমামি॥

নারদপঞ্চরাত্র, ৪র্থ রাত্র, ৩য় অধ্যায়।

প্রকারান্তরং যথা—

উদ্যৎ প্রদ্যোতন শতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং
পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টং।

---

(১) বৈকুণ্ঠসদৃশং স্থানং নাস্তি জ্ঞানে চ মামকে।
অত্র মধ্যে তথা বাহ্যে জ্যোতিষং পরিপশ্যতি॥

নির্ব্বাণতন্ত্র।

নানারত্নোল্লসিতবিবিধা কল্পমাপীতবস্ত্রং
বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমোদকীচক্রপাণিং ॥

ক্রমদীপিকা।

প্রকারান্তরং যথা—

উদ্যদাদিত্যশঙ্কাশং তপ্তজাম্বুনদপ্রভং।
কমলা বসুধাশোভি পার্শ্বদ্বন্দ্বং পরাৎপরং ॥
বিচিত্ররত্নবিহিত নানালঙ্কারভূষিতং।
পীতবস্ত্রপরিধানং শঙ্খকৌমোদকীকরং ॥

গৌতমীয়তন্ত্র, ২য় অধ্যায়।

এই কএকটী ধ্যানের ১মটীর "বিদ্যুদ্ভাষং সমুদ্যদ্দিনকরসদৃশং" অর্থাৎ বিদ্যুৎ এবং বালতপনসদৃশ এই বাক্যে ও ২য়টীর "উদ্যৎ প্রদ্যোতন শতরুচিং" অর্থাৎ উদয়কালীন শত সূর্য্যের ন্যায় কান্তি এই বাক্যে এবং ৩য় ধ্যানের "উদ্যদাদিত্যশঙ্কাশং" অর্থাৎ উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় এই বাক্যে বিষ্ণুতেও গলিত-কাঞ্চনবর্ণ আরোপ করা হইয়াছে। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীবাসুদেবেরও নীল ও পীত উভয় বর্ণ স্বীকৃত হইয়াছে, যথা—

ত্রিপাদপাদবিভূত্যোশ্চ নানারূপ ইব স্থিতঃ।
উন্মীলদ্বালমার্ত্তণ্ডপরার্দ্ধমধুরদ্যুতিঃ ॥ ২ ॥
ক্বচিন্নবঘনশ্যামঃ ক্বচিজ্জাম্বূনদপ্রভঃ।
মহাবৈকুণ্ঠনাথস্য বিলাসত্বেন বিশ্রুতঃ ॥ ৩ ॥

লঘুভাগবতামৃত।

এই বাসুদেব পরার্দ্ধসীমা পর্য্যন্ত উদয়শীল বালসূর্য্যের ন্যায় মধুরকান্তি-বিশিষ্ট। ইনি ত্রিপাদবিভূতি ও পাদ-বিভূতিতে অধিকারানুরূপ নানারূপে অবস্থিত হয়েন ॥ ২ ॥

অপর ইনি কখন নবঘনশ্যামরূপ এবং কখন স্বর্ণবর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করেন, শাস্ত্রে ইহাঁকে মহাবৈকুণ্ঠনাথের বিলাসমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃতানুবাদ।

লঘুভাগবতামৃত টীকায়াং যথা—

বাসুদেবোজগৎকর্ত্তা মহানীলাম্বুজদ্যুতিঃ।
সর্ব্বেষামবতারাণাং দেবানামাদিকারণং।
সর্ব্বেশ্বরোবাসুদেবঃ সুবর্ণপঙ্কজদ্যুতিঃ॥

কাপিল হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র।

ভগবানের আদ্যব্যূহ শ্রীবাসুদেবের নীল ও পীতবর্ণদ্বয়ের নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইল, তৃতীয়ব্যূহ প্রদ্যুম্নেরও এইরূপে নীল ও পীত উভয় বর্ণের নিত্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে। যথা—

ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নোবিলাসোযস্য বিশ্রুতঃ।
যঃ প্রদ্যুম্নোবুদ্ধিতত্ত্বে বুদ্ধিমদ্ভিরুপাস্যতে॥
স্তুবত্যা চ শ্রিয়াদেব্যা নিবেব্যত ইলাবৃতে।
শুদ্ধজম্বুনদপ্রখ্যঃ কচিন্নীলঘনচ্ছবিঃ॥ ৯॥

লঘুভাগবতামৃতং।

তৃতীয়ব্যূহ প্রদ্যুম্ন উক্ত শঙ্কর্ষণদেবের বিলাস মূর্ত্তি বলিয়া বিশ্রুত, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ইহাঁকে বুদ্ধিতত্ত্বে উপাসনা করিয়া থাকেন, ইলাবৃতবর্ষে লক্ষ্মীদেবী স্তবসহকারে ইহাঁর উপাসনা করিতেছেন, ইনি কখন বিশুদ্ধ স্বর্ণবর্ণ এবং কখন নবঘন-শ্যামবর্ণ হয়েন॥ ৯॥

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃতানুবাদ।

পুরুষাবতার মহাবিরাট মূর্ত্তির স্বর্ণবর্ণ উক্ত হইয়াছে, যথা—

হিরণ্ময়ঃ স পুরুষঃ সহস্রপরিবৎসরান্।
অণ্ডকোষ উবাসাপ্সু সর্ব্বসর্ব্বোপবৃংহিতঃ॥ ৬॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্ক, ৬ষ্ঠ অ।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে অষ্টাদশাক্ষর ও দশাক্ষর মন্ত্রের প্রয়োগে বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বিরাট মূর্ত্তির একটী গৌরবর্ণ ধ্যান লিখিত আছে। যথা—

বিশ্বরূপধরং প্রোদ্যদ্ভাস্বৎকোটিসমপ্রভং ॥ ৭৫ ॥
দ্রুতচামীকরনিভমগ্নীসোমাত্মকং হরিঃ।
অর্কাগ্নিদ্যোতদস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং দিব্যভূষণং ॥ ৭৬ ॥
নানায়ুধধনং ব্যাপ্তং বিশ্বাকাশাবকাশকং।
রাষ্ট্রপুগ্রামবাস্তূন্মুং শরীরস্য চ রক্ষণে ॥ ৭৭ ॥
প্রজপেন্মন্ত্রয়োরেকতরং ধ্যাত্বৈবমাদরাৎ।

নারদপঞ্চরাত্র, ৫ম রাত্র, ৩য় অ।

বিশ্বরূপধারী প্রদীপ্ত কোটিসূর্য্য-সমপ্রভাশালী তপ্তকাঞ্চনবর্ণ অগ্নি-সোমাত্মক অর্থাৎ সান্ত্বোগ্র-তেজময় হরি, যাঁহার সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট চরণ-পদ্মে দিব্য ভূষণ সকল শোভা পাইতেছে। নানাবিধ অস্ত্রধারী বিশ্বাবকাশ পরিব্যাপ্ত বিরাট্ দেহ ভগবান্ বিশ্বরক্ষণ নিমিত্ত অবতীর্ণ। আদরের সহিত এইরূপ ধ্যান করিয়া উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের একটী মন্ত্র অর্থাৎ দশাক্ষর বা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। এখানেও বিরাট্ মূর্ত্তি ভগবান্ বাসুদেবের গৌরবর্ণ স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু অচ্যুতানন্দকে দশাক্ষর মন্ত্র ও নির্দ্দিষ্ট ধ্যানানুসারে যে শ্রীগৌরবিবাহ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এই ধ্যানেই তাহার নিদান বলিয়া বোধ হয়, কারণ শ্রীগৌরচন্দ্র বিরাট্ মূর্ত্তির বিকাশ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহার অন্যতম নিদানভূত আরও একটী দশাক্ষর মন্ত্রের ধ্যান পরে লিখিত হইবে। শ্রীবীজ ও শক্তিবীজসহ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের যোগে বিংশত্যক্ষর মন্ত্র হয়, এই মন্ত্রের প্রয়োগে শ্রীরুক্মিণীবল্লভের গলিত-কাঞ্চনবর্ণ উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—

বক্ষ্যেঽক্ষয়ধনাবাপ্ত্যৈ প্রতিপত্তিং শ্রিয়ঃ পতেঃ।
সুযুপ্তাং ধননাথাদ্যৈর্ধান্যৈর্বা ক্রিয়তে সদা ॥ ১ ॥
দ্বারবত্যাং সহস্রার্কভাস্বরৈর্ভবনোত্তমৈঃ।
অনল্পৈঃ কল্পবৃক্ষৈশ্চ পরীতে মণিমণ্ডপে ॥ ২ ॥
জ্বলদ্রত্নময়স্তম্ভ দ্বারতোরণকুড্যকে।
ফুল্লস্রগুল্লসচ্চিত্র বিতানালম্বিমৌক্তিকে ॥ ৩ ॥

পদ্মরাগস্থলী রাজদ্রত্ননদ্যশ্চ মধ্যতঃ।
অনারতগলদ্রত্ন সুমধ্যস্রস্তবন্ধনৈঃ ॥ ৪ ॥
রত্নপ্রদীপাবলিভিঃ প্রদীপিতদিগন্তরে।
উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশ মণিসিংহাসনাম্বুজে ॥ ৫ ॥
সমাসীনোঽচ্যুতো ধ্যেয়ো দ্রুতহাটকসন্নিভঃ।
সমানোদিতচন্দ্রার্কতড়িৎকোটিসমদ্যুতিঃ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ সৌম্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
পীতবাসাশ্চক্রশঙ্খগদাপদ্মোজ্জ্বলভুজঃ ॥ ৭ ॥
অনারতোজ্জ্বলদ্রত্নধারৌঘ কলসং স্পৃশন্।
বামপাদাম্বুজাগ্রেণ মুষ্ণতাপন্নবচ্ছবিং ॥ ৮ ॥
রুক্মিণীসত্যভামেঽস্য মূর্দ্ধ্নি রত্নৌঘধারয়া।
সিঞ্চন্ত্যৌ দক্ষবামস্থে স্বদোঃস্থ কলসোত্থয়া ॥ ৯ ॥
নাগ্নজিতী সুনন্দা চ দিশন্ত্যৌ কলসৌ তয়োঃ।
তাভ্যাঞ্চ দক্ষবামস্থে মিত্রবিন্দা সুলক্ষণে ॥ ১০ ॥
রত্ননদ্যোঃ সমুদ্ধৃত্য রত্নপূর্ণঘটৌ তয়োঃ।
জাম্ববতী সুশীলা চ দিশন্ত্যৌ দক্ষবামগে ॥ ১১ ॥
বহিঃ ষোড়শসাহস্রসংখ্যাতাঃ পরিতঃ প্রিয়াঃ।
ধ্যেয়াঃ কনকরত্নৌঘৈর্ধারাযক্‌কলসোজ্জ্বলাঃ ॥ ১২ ॥
তদ্বহিশ্চাষ্টনিধয়ঃ পূরয়ন্ত্যো ধনৈর্দ্ধরাং।
তদ্বহির্বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে পুরোবচ্চ সুরাদয়ঃ ॥ ১৩ ॥
ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং বিংশত্যন্তং মনুং জপেৎ।
চতুর্ল্লক্ষং হুনেদাজ্যৈশ্চত্বারিংশৎ সহস্রকং ॥ ১৪ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র, ৩য় রাত্র, ১৫শ অ।

এই ধ্যানের ৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের গলিত-কাঞ্চন তুল্য বর্ণ এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও

তড়িৎসম কান্তি বর্ণন করা হইয়াছে। নারদপঞ্চরাত্রের পঞ্চমরাত্রের প্রথমাধ্যায়ে কৃষ্ণের চতুরক্ষর মন্ত্রপ্রয়োগে গৌরবর্ণ এক ধ্যান নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

শ্রীমৎ কল্পদ্রুমূলোদ্যতকমললসৎ কর্ণিকাসংস্থিতোঽয়ং
তচ্ছাখালম্বিপদ্মোদরবিষবদসংখ্যাতরত্নাভিষিক্তঃ।
হেমাভঃ স্বপ্রভাভিস্ত্রিভুবনমখিলং ভাসয়ন্ বাসুদেবঃ
পায়াদ্বঃ পায়সাদোঽনবতনুবনিতাম্নগশিরসি সঃ॥ ৮৫॥

নারদপঞ্চরাত্র, ৫ম রাত্র ১ অ।

এই ধ্যানে "হেমাভঃ স্বপ্রভাভিঃ" এই বাক্যার্থে স্বর্ণবর্ণ নিজপ্রভা অর্থাৎ তাঁহার স্বর্ণকান্তি স্বীকৃত হইয়াছে। নারদপঞ্চরাত্রে।

পঞ্চমরাত্রের ২য় অধ্যায়ে দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রয়োগে আরও একটী গৌরবর্ণ ধ্যান আছে। যথা—

বন্দে কুন্দেন্দুগৌরং তরুণমরুণপাথোজ পত্রাভনেত্রং
শঙ্খং চক্রং গদাব্জে নিজভুজপরিঘৈরায়তৈরাদধানং।
দিব্যৈর্ভূষাঙ্গরাগৈর্নবনলিনলসন্মালয়া চ প্রদীপ্তং
দ্যোতৎ পীতাম্বরাঢ্যং মুনিভিরভিবৃতং পঙ্কজস্থং মুকুন্দং॥
এবং ধ্যাত্বা পুমাংশং স্ফুটহৃদয়সরোজাসনাশীনমাদ্যং।
সান্দ্রাম্বোজচ্ছবিং বা দ্রুতকনকনিভং বা যো জপেদর্কলক্ষং॥

কুন্দ ও ইন্দুর ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট গৌরবর্ণ, তরুণ-অরুণ পদ্মদলের ন্যায় নেত্র, পরিঘতুল্য আয়ত ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি দিব্য ভূষণ, অঙ্গরাগ ও নব-নলিন-মালায় প্রদীপ্ত, সেই উজ্জ্বল পীতাম্বরধারী পদ্মাসীন, মুনিজনপরিবৃত মুকুন্দকে বন্দনা করি। সাধক প্রস্ফুটিত হৃদয়-পদ্মে আসীন আদি পুরুষকে এইরূপ ধ্যানে বা ঘন অম্বোজচ্ছবি (ইন্দিবর) বা গলিত-কনকাভ চিন্তা করিয়া, দ্বাদশলক্ষবার এই দুই মাত্র অর্থাৎ দশাক্ষর বা অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রের কোন এক মন্ত্র জপ করিবে ইত্যাদি। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর দশাক্ষর মন্ত্রে গৌরার্চ্চন ব্যবস্থার ইহাও অন্যতম নিদান। শ্রীকৃষ্ণে উভয় বর্ণের

নিত্যত্ব হেতু কেহ কৃষ্ণমন্ত্রেই গৌরাঙ্গপূজা করিয়াছেন, কেহ অন্যান্য তন্ত্রোক্ত স্বতন্ত্র গৌরমন্ত্রে গৌরধ্যানে পূজা করিয়াছেন, ইহাতে যিনি এরূপ তর্ক করেন যে "যদি পৃথক্ গৌরমন্ত্র থাকিত তাহা হইলে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজার ব্যবস্থা করিবেন কেন" এরূপ তর্ককারিগণ এই কথাটী বিচার করিয়া দেখিবেন যে, যখন কৃষ্ণ ও গৌর উভয় বর্ণেরই নিত্যত্ব দেখা যাইতেছে এবং যখন কৃষ্ণ ও গৌর এক বিগ্রহেরই বাচক, তখন সবীজ চতুর্থ্যন্ত শ্যামলাঙ্গ বলিলে মন্ত্র হইল, সবীজ চতুর্থ্যন্ত গৌরাঙ্গ বলিলে তাঁহার মন্ত্র হইল না, এইরূপ বিশ্বাস কতদূর সঙ্গত। যখন ভগবদ্বিগ্রহে শ্যাম-গৌর উভয়বর্ণের নিত্যত্ব আছে, তখন কৃষ্ণমন্ত্র আছে গৌরমন্ত্র নাই, এরূপ বিশ্বাস কি হৃদয়ে স্থান দিতে আছে? এই জন্য সহসা কোন কিছুতেই অবিশ্বাস করা অপেক্ষা বিশ্বাস করাই ভাল। কারণ, শাস্ত্র অনন্ত, মনুষ্যও সর্ব্বজ্ঞ নহে, সন্দেহ স্থলে যুক্তির অবিরোধী ব্যবস্থায় কুতর্কক্ষেপণ পাপমধ্যেই গণ্য। শাস্ত্র আছে যে, "যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানি প্রজায়তে" শ্রীগৌরমন্ত্র শাস্ত্রসিদ্ধ এবং যুক্তিসিদ্ধ, অতএব ইহাতে কোন ব্যক্তির বিশ্বাস হানি করা পাপ এবং এই সকল গৌরবর্ণ ধ্যান বিদ্যমান থাকিতে ভগবানের গৌরবর্ণ লইয়া বিরোধ করাও নিতান্ত অযুক্তি। পণ্ডিতগণ এই পরিচ্ছেদের এই সকল ধ্যানতত্ত্ব ও অন্যান্য তত্ত্ব অনুশীলন করিয়া দেখিবেন গৌরবর্ণের নিত্যত্ব স্থাপিত হইল কি না। ইহাতে যদি তর্ক থাকে থাকুক, শ্রীগৌরচন্দ্র আমাদের বিশ্বাস অটল রাখুন ইহাই প্রার্থনা।

সপ্তমপরিচ্ছেদ, বর্ণতত্ত্ববিচার সম্পূর্ণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অবতারতত্ত্ব।

বিশ্বকার্য্য-সংশোধন জন্য ভগবান্ ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন্; ঐ সকল মূর্ত্তি পুরাতন হইলেও তৎকালে লোকে নূতন বলিয়া মনে করে। শক্তির তারতম্যে এবং কার্য্যের গৌরবহেতু এই অবতার সকলের ত্রিবিধ ভেদ আছে। যথা—পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার। পুরুষাবতার ত্রিবিধ, যথা—মহৎ-

স্রষ্টা অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু বা সঙ্কর্ষণ, দ্বিতীয় অণ্ডসংস্থিত অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্ন। তৃতীয় সর্ব্বভূতস্থ অর্থাৎ জীবান্তর্যামী পুরুষ বা ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ। গুণাবতার তিন, যথা—বিষ্ণু, ব্রহ্মা, হর। লীলাবতার বহু, ইহার মধ্যে কল্পাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার, এই ত্রিবিধ ভেদ আছে। চতুঃশন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্ত, হয়শীর্ষ, হংস, ধ্রুবপ্রিয়, ঋষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরী, মোহিনী, বামন, ভার্গব, রাঘবেন্দ্র রাম, ব্যাস, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী এই কয়টী কল্পাবতার এবং যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, আর যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু, এই কয়টী মন্বন্তরাবতার। শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও পীত এই চারিটী যুগাবতার। ইহার বিশেষ বিবরণ লঘুভাগবতামৃতে দ্রষ্টব্য। ইহার মধ্যে বৈবস্বতমন্বন্তরে শ্যাম ও পীতের বিশেষত্ব আছে, যথা—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার এক দিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগ জানি। সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর। সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস। চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥
দাস সখা পিতা মাতা প্রেয়সীগণ লঞা। ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
যথেষ্ট বিহারি কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান্। অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান॥
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥
সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি। বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য। সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নামসঙ্কীর্ত্তন। চারিভাবভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই ত সিদ্ধান্ত পিতা ভাগবতে গায়॥

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥
তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥

অন্যান্য কলিযুগে যুগাবতার কর্ত্তৃক যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রের প্রকট বিহার সকল কলিতে হয় না। ব্রহ্মার প্রতি অহোরাত্রের মধ্যে তাঁহার প্রকটবিহার একবার হয়। চারিযুগে এক দিব্যযুগ, একসপ্ততি অর্থাৎ একাত্তর দিব্য যুগে এক মন্বন্তর, সাত মন্বন্তরে এক কল্প, দুই কল্পে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হয়। ইহার প্রথম কল্প ব্রহ্মার দিবা, দ্বিতীয় কল্প রাত্রি। দিবাভাগে সৃষ্টিকাল, রাত্রিভাগ প্রলয় কাল। এই ব্রহ্মার অহোরাত্রের মধ্যে দিবাভাগের শেষসন্ধ্যায় অর্থাৎ সপ্তমমন্বন্তরেব অষ্টাবিংশচতুর্যুগের দ্বাপর শেষে ব্রজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রকট বিহার হয়, কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় নিত্যনবদ্বীপ সহ শ্রীগৌরের প্রকটবিহার হয়। বর্ত্তমান কল্পের নাম শ্বেতবরাহকল্প, বর্ত্তমান মন্বন্তরের নাম বৈবস্বতীয় মন্বন্তর, এই সপ্তমমন্বন্তর ব্রহ্মার সন্ধ্যাকাল। ইহার সপ্তবিংশতি দিব্যযুগ অতীত, সম্প্রতি অষ্টাবিংশতি দিব্যযুগ বর্ত্তমান। ইহার দ্বাপর শেষে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটবিহারং হইয়াছে, কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকট বিহার হইয়াছে। যে কালে স্বয়ংরূপ প্রকট হন্, তৎকালে সকল ধামের সকল মূর্ত্তি এবং অবতার সকল তাঁহাতে সম্মিলিত হন্। এই জন্যই কৃষ্ণাবতার ও গৌরাবতার এইরূপ বলা হইয়া থাকে। বাস্তব ঐ উভয় মূর্ত্তিই স্বয়ংরূপ এ সকল বিবরণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে অবতার প্রয়োজনাদির আলোচনা করিব।

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য নমন্দোহি প্রবর্ত্ততে।"

প্রয়োজন ব্যতীত মন্দ কর্ম্মও প্রবর্ত্তিত হয় না, সকল কার্য্যেরই কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। প্রয়োজন দুই প্রকার, মুখ্য ও গৌণ; গৌণ প্রয়োজনকে আনুষঙ্গ প্রয়োজন কহে। শ্রীগৌরাবতারেরও মুখ্য ও আনুষঙ্গ ভেদে কতকগুলি উদ্দেশ্য আছে। শ্রীরাধিকার প্রেমমাধুরী আচ্ছাদনেচ্ছাকেই যে মুখ্য উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে, ইহা নিত্য উদ্দেশ্য; এই বাঞ্ছা পূরণ জন্যই শ্রীনবদ্বীপের নিত্যলীলা নিত্য গৌরবিগ্রহ। অবতার কালে ইহার একটী বিকাশমাত্র অতএব এই মূলপ্রয়োজন নিত্য, ইহার আরম্ভ-বিনাশ নাই। অবতারের মুখ্য প্রয়ো-

জন নিজ প্রেমভক্তি প্রচার; আনুষঙ্গ উদ্দেশ্য, ভক্তবাৎসল্য, ভূভারহরণ ও যুগধর্ম্মপ্রচার। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এই পরিচ্ছেদে প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ ইহা হইতে ঐ সকল উদ্দেশ্য অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন এবং "শ্রীগৌরাবতার শাস্ত্রসিদ্ধ কি না" যাঁহাদের মনে এরূপ সন্দেহ হইয়াছে, তাঁহারাও ইহার দ্বারা মহা উপকার পাইবেন।

শ্রীচৈতন্যরহস্যধৃত বৃহৎ বামনপুরাণে যথা—

ব্রূহি তাত কৃপাসিন্ধো ভক্তানুগ্রহকারক।
পরিত্রাণায় সাধূনাং হেতুং কলুষচেতসাং॥
ন তপশ্চ ন চেজ্যা চ ন ধ্যানং জ্ঞানমব্যয়ং।
ন দানং সত্বসংযুক্তং কলৌ ন দীর্ঘজীবনং॥
কেনোপায়েন নিস্তারো ভবিষ্যতি কলৌ যুগে॥

গৌতম উবাচ॥

সাধুপৃষ্টং ত্বয়া পুত্র গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং মম।
সমাহিত মনোভূত্বা শৃণু তৎপরমানসঃ॥
এতৎ সূক্ষ্মতমং বাচং ব্রহ্মা চাপি পিতামহঃ।
বৈকুণ্ঠনগরং গত্বা সেন্দ্রের্দেবগণৈঃ সহ॥
পৃষ্টা বৈ লোকনাথঞ্চ তং করুণাময়মব্যয়ং॥

সতানন্দ উবাচ॥

কথং বৈ ব্রহ্মণা তাত পৃষ্টং শ্রীমধুসূদনঃ।
কারণং তত্র বা কিং বৈ কথ্যতাং মুনিপুঙ্গব॥

গৌতম উবাচ॥

শৃণু পুত্র প্রসন্নো বৈ কলৌ কল্মষসঙ্কুলে।
সর্ব্বে পাপরতা লোকাশ্চণ্ডা মিথ্যাভিবাদিনঃ॥

স্বাধ্যায়দানরহিতা দেবতাতিথিবঞ্চকাঃ।
পরস্বলোলুপাঃ কেচিৎ পরদারপরায়ণাঃ॥
ইতি বীক্ষ্য সমুদ্বিগ্না ধরণী ভারসঙ্কুলা।
গত্বা বৈ ব্রহ্মসদনং রোদমানা পুনঃ পুনঃ॥
সগদ্গদবচো ভূত্বা স্তুত্বা ব্রহ্মাণমীশ্বরং।
সর্ব্বে কলিমলৈর্যুক্তা লোকাঃ পাপিষ্ঠ তৎপরাঃ॥
মহাপাতকসংযুক্তা দেবদ্বিজবিনিন্দকাঃ।
গঙ্গাবিষ্ণুবৈষ্ণবানাং প্রেমানন্দপরাঙ্মুখাঃ॥
তেষাং পাপপ্রহারেণ কল্পতে মামকী তনুঃ।
তস্মাল্লোকপরিত্রাণং পৃথিব্যাং কেন জায়তে॥
তদেব কৃপয়া ন্যূনং তেন শান্তির্ভবেন্মম।
ইত্যুক্ত্বাধোমুখী ভূত্বা স্থিতা ভূরস্থরাকুলা॥
ততঃ সঞ্চিন্ত্য দেবেশং ব্রহ্মা চাপি পিতামহঃ।
বৈকুণ্ঠনগরং গত্বা সংস্তৌৎ পুরুষোত্তমং॥
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় বৈকুণ্ঠনায়ক।
জয়দেব কৃপাসিন্ধো জয় লক্ষ্মীপতে প্রভো॥
জয় নীলাম্বুজশ্যাম জয় জীমূতসৌভগ।
কন্দর্পকোটিসৌন্দর্য্য জয় শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
জয় পীতাম্বরধর জয় কৌস্তুভভূষণ।
জয় পদ্মপলাশাক্ষ বিনতাসুতবাহন॥
জয় চক্রগদাপদ্মশঙ্খবাহো চতুর্ভুজ।
সংসারমত্তমাতঙ্গনাশবিক্রমকেশরী॥
জয় পদ্মাধরিত্রীভ্যাং নিষেবিতপদাম্বুজ॥

শ্রীগৌতম উবাচ ॥
ইতি সংস্তূয়মানোঽপি তানাহ ভগবান্ হরিঃ।
কিমর্থমাগতাঃ সর্ব্বে কথয়ধ্বং সমাহিতাঃ ॥
ইত্যুক্তঃ পদ্মযোনিশ্চ প্রোবাচ শ্রীগদাগ্রজং।
কলৌ পাপরতালোকাঃ স্বাধ্যায়বিধিবর্জ্জিতাঃ ॥
শূদ্রতুল্যা দ্বিজাঃ শূদ্রা ব্রাহ্মণদ্বেষকারকাঃ।
অসৎপথরতাঃ সর্ব্বে অগম্যাগামিনস্তথা ॥
ত্যক্ত্বাচাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ দেবদ্বিজবিনিন্দকাঃ।
ইতি তদ্ভাবমগ্নানাং ধরণী রুদতী পুনঃ ॥
কেন শোকপরিত্রাণং পৃথিব্যা দেব জায়তে।
তৎ কুরুস্ব জগন্নাথ দীনদুর্গতিনাশন ॥
শ্রীগৌতম উবাচ ॥
ইতি সংযাচিতো দেবো ব্রহ্মণা প্রভুরচ্যুতঃ।
স দেবনাহ ভগবান্ গুহ্যাদ্গুহ্যতমং বচঃ ॥
দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥
স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপে জনালয়ে।
তত্র দ্বিজকুলে প্রাপ্তে জনিষ্যামি নিজালয়ে ॥
ভক্তিযোগপ্রদানায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসিরূপমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধৃক্ ॥
আনন্দাশ্রুকণাপূর্ণঃ পুলকাবলিবিহ্বলঃ।
ভক্তিযোগং প্রদাস্যামি হরিকীর্ত্তনতৎপরঃ ॥
তেনৈব সর্ব্বলোকানাং নিস্তারো বৈ ভবিষ্যতি।
মন্নামস্মরণাৎ কিঞ্চিৎ কলৌ নাস্ত্যেব বৈদিকং ॥

মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠাম্যহং ধ্রুবং।
তৎস্বয়ং ভুবি ভক্তা বৈ জায়ধ্বং কৃষ্ণতৎপরা॥
যেন লোকস্য নিস্তারস্তৎকুরুধ্বং মমাজ্ঞয়া।
ধরিত্রী ভবিতা নাভি মমৈব দ্বিজদেহিনঃ॥

ভূদেবদেহমাদায় মদ্ভক্তিরসলালসা।
সদ্যস্তত্র মমোপাস্যং কর্ত্তব্যং কমলালয়া॥

নাম্না গদাধর ইতি বিখ্যাতো ধরণীতলে।
বলরাম মমৈবাংশঃ সোঽপি তত্র ভবিষ্যতি।
নিত্যানন্দ ইতি খ্যাতো ন্যাসিচূড়ামণিঃ ক্ষিতৌ॥

নৈষ্ঠীং তনুঃ সমাস্থায় লোকশিক্ষার্থমাত্মভূঃ।
বিখ্যাতো হরিদাসেতি মম ভক্তিং করিষ্যতি॥

রুদ্রোঽবতীর্য্য ভগবান্ শ্রীমদদ্বৈতসংজ্ঞকঃ।
অনুগ্রহিষ্যতি লোকান্ যত্নতঃ করুণানিধিঃ॥

নারদ শ্রীনিবাসেতি রামানন্দেতি তুম্বুরুঃ।
ইন্দ্রোঽবতীর্য্য মতিমান্ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ॥

প্রতাপরুদ্রো বিখ্যাতো মদ্ভক্তানাং সমাহিতাঃ।
সর্ব্বে সমাগমিষ্যামো স্বস্থানঞ্চাদ্য গচ্ছত॥

গৌতম উবাচ॥

ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মালোকপিতামহঃ।
প্রণম্য দেবদেবেশং গন্তারং স্বপুরং ততঃ॥

চৈতন্যরহস্যধৃত জৈমিনিভারতে, যথা—

একদা নৈমিষারণ্যে ভগবৎপ্রিয় উদ্ধবঃ।
পপ্রচ্ছ নারদং কিঞ্চিৎ মুনিবৃন্দৈঃ সমাবৃতং॥

উদ্ধব উবাচ ॥
শ্রীনারদ মহাবাহো কিঞ্চিৎ পৃচ্ছামি তে প্রভো।
দীনোহমিতি মাং জ্ঞাত্বা কৃপয়া যদি কথ্যতে ॥
সর্ব্বাগমপুরাণানাং তত্বং জানাসি বৈ প্রভো।
ত্বদৃতে ভগবন্ কোহপি ন হি জানাতি নিশ্চিতং ॥
অত্যন্ত কলিদুর্নীতাঃ সৎকর্ম্মবিমুখা জনাঃ।
পাষণ্ডাশ্চ ভবিষ্যন্তি শিশ্নোদরপরায়ণাঃ ॥
উচ্যতাং কারণং তেষাং কলৌ কেন গতিঃ শুভা ॥
ইত্যুদ্ধব বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্নারদো মুনিঃ।
প্রেমানন্দমদোন্মত্তঃ পপাত ধরণীতলে ॥
ইতি সর্ব্বে সমালোক্য মুনেরদ্ভুতচেষ্টিতং।
অন্যোন্য মুখমালোক্য বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ॥
উদ্ধবস্য প্রবোধার্থং তত্র যত্নৈর্মনোভৃশং।
পরমং সুস্থিরীকৃত্য রহস্যং কথ্যতে বহু ॥
নারদ উবাচ ॥
সাধু সাধু কৃতঃ প্রশ্নো ভবতা ভগবৎপ্রিয়।
কিন্তু সাধুস্বভাবোহয়ং লোকানুগ্রহকাতরঃ ॥
কিং বক্তব্যং পরং চিত্রং মহিমা চ ভবাদৃশঃ।
তীর্থানি চ পরিত্রাণি যস্য পর্য্যটনাদিভিঃ ॥
অহো কলিযুগো ধন্যো ধন্যাস্তৎসম্ভবা জনাঃ।
যত্র রুদ্রাদয়ঃ সর্ব্বেহবতরিষ্যন্তি তত্র বৈ ॥
উদ্ধব উবাচ ॥
শ্রুত্বা দৈবতব্যাখ্যানমাশ্চর্য্যমিহ দৃশ্যতে।
প্রাদুর্ভাব কথং তেষাং রুদ্রাদীনাং কলৌ যুগে ॥

যত্র ধর্ম্মাদয়ো গুপ্তা মুনয়শ্চ সুগোপিতাঃ।
তত্র রুদ্রাদয়ো ব্রহ্মন্ সংভবিষ্যন্তি বৈ কথং॥
নারদ উবাচ॥
মহিমানং কলেরস্মাৎ পিতাপি চতুরাননঃ।
শক্নোতি কথিতুং নৈব ময়া কিং কথ্যতে হি সঃ॥
পৃথিব্যাং বহবঃ সন্তি মূর্খা পণ্ডিতমানিনঃ।
তস্মান্নজ্ঞায়তে সর্ব্বৈর্দুর্জ্ঞেয়মিদমদ্ভুতং॥
অন্যাবতারা বহবঃ সর্ব্বে সাধারণোদ্ভটাঃ।
কলৌ কৃষ্ণাবতারোঽপি গূঢ়ঃ সন্ন্যাসরূপধৃক্॥
সর্ব্ববেদে পুরাণে চ বাক্যং ভগবতো হরেঃ।
স্বভক্তিং ভক্তরূপেণ বোধয়ামি যুগে ক্বচিৎ॥
একান্তভগবদ্ভক্তস্ত্বমেব মম সম্মতঃ।
তস্মাৎ পরমিদং গোপ্যং তুভ্যমেব প্রকথ্যতে॥
বৈকুণ্ঠনায়কঃ শ্রীমান্ জগতাং জীবনো হরিঃ।
যন্নাম সকৃদুচ্চার্য্য স্থানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতং॥
তদেবং পরমং বীজং বেদানাং সারমুত্তমং।
দানং ব্রতং তপস্তীর্থং স্বধর্ম্মাদয় এব চ॥
সর্ব্বতদ্ধি কৃতং যেন হেলয়া হরিরুচ্যতে।
ধ্যায়ন্তি মানবাঃ সর্ব্বে ভক্তিমালম্ব্য সর্ব্বদা॥
তদগুহ্যজ্ঞাপিতং লোকে লোকানুগ্রহকারণাৎ।
স এব ভবকূপস্থ প্রাণিসন্ত্রাণহেতুনা॥
ভগবান্ কমলানাথঃ কাষায় রুচিরাম্বরঃ।
অবতীর্ণঃ কলৌ সত্যং সত্যমীশাদিদুর্ল্লভঃ॥
জগতাং নিশ্চিতং স্বামী স্বয়ং কারুণ্যবারিধিঃ।

কটিসূত্রকৃতগ্রন্থী স্বনামজপসংখ্যয়া ॥
জিতকন্দর্পলাবণ্যস্ত্যক্তসর্ব্বজনাকুলঃ।
জিতকোটিনিশাবন্ধু বদনাম্বুজসুন্দরঃ ॥
কুঙ্কুমাগুরুকস্তূরী স্বর্ণনিন্দিতদেহধৃক্।
সমস্তভুবনধ্যেয়ঃ পূজ্যো নাস্তি ততঃ পরং ॥
স্তূয়মানঃ সদা দেবৈর্ব্রহ্মাদ্যৈর্নতকন্ধরৈঃ।
নীলাচলপতিঃ কৃষ্ণচৈতন্যো জগতাং পতিঃ ॥
গোপীজনমনোভৃঙ্গলালসশ্রীপদাম্বুজঃ।
কামী কামদ নিষ্কামী মাধবো ভক্তবৎসলঃ ॥
অজঃ শম্ভুঃ সুরেশাদির্যন্মায়াপরিমোহিতঃ।
মায়ামানুষভাবেন জগৎসু বিহরিষ্যতি ॥
দয়ালুর্দুর্গতিত্রাতা সমস্তানাং পরা গতিঃ।
কথিতং পরমং গুহ্যং ভগবৎ প্রিয় উদ্ধব ॥
য ইদং শ্রাবয়েৎ স্তোত্রং যদি বেচ্ছা সকৃদ্ভবেৎ।
শ্রীচৈতন্যমহীস্তোত্রং মহাপাতকনাশনং।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥
মন্ত্রহীনঃ ক্রিয়াহীনঃ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
শৃণোতি সততং ভক্ত্যা সোমৃতত্বায় কল্পতে ॥
লভতেপ্যচলাং ভক্তিং শ্রীকৃষ্ণে জগদীশ্বরে ॥
ইদমুপনিষদং ত্বং গোপ্যমাত্যন্তিকন্তে
প্রকথিতমিহমত্বাপ্রাণনাথাত্মনোহপি।
ন খলু ন খলু কস্মৈ ভক্তিহীনায় বাচ্যং
ব্রজপুরবনিতানাং বল্লভে বৈ কথঞ্চিৎ ॥
ইতি শ্রুত্বোদ্ধবং প্রীত্যা বিহ্বলোহর্ষমানসঃ।

নিশ্চেষ্টশ্চরণোধৃত্বা বক্তুং শক্তিবিবর্জ্জিতঃ ॥
উদ্ধব উবাচ ॥
কিমেতৎ কথিতং ব্রহ্মন্নাশ্চর্য্যমিহ দৃশ্যতে।
ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভঃ কৃষ্ণঃ কলৌ স বিদিতো ভুবি ॥
কিমিদমিদমপূর্ব্বং দৃশ্যতে সর্ব্বলোকৈঃ
কিমুত কিমুত রে রে কিন্নু হো কিং বিচিত্রং।
জগতি কলিযুগেঽস্মিন্ রাজসন্ন্যাসমূর্ত্তি-
স্ত্রিভুবনপরিব্রাজদ্রূপলাবণ্যলক্ষ্মীঃ ॥
যৎপুণ্যচিত্রচরিতং বিবিধৈব লীলা-
নামামৃতং শ্রুতিগণৈঃ পরিগীয়তে চ।
কিন্তু স্বয়ং কলিযুগে জগতঃ শিবায়
দৃগ্‌গোচরো হরিরহো কলয়ে নমোস্তু ॥
ইত্থং পরং সকলবেদনিগূঢ়গাথা
সংশ্রাব্য ধাতৃতনয়ো হরিদাসবর্য্যঃ।
সন্তোষ্য চোদ্ধবমতীব মুদা মুনীন্দ্রো
লীলালপন্মধুরিপোরগমৎ স্বধাম ॥
চৈতন্যরহস্যধৃত উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রেঽপি, যথা—
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎকৃতং যুগং।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরং ॥
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতাযুগমিহোচ্যতে।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরং ॥
সহস্রদ্বয়মানেন দ্বাপরঃ পরিচক্ষতে।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরং ॥
একং সহস্রং কথিতং ঘোরং কলিযুগে মুনে।

তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরং ॥
দেবমানেন সংখ্যেয়ং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
যুগসন্ধৌ সদা বিষ্ণুর্জনিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
সত্যে বরাহোজাতশ্চ নৃসিংহশ্চ ততঃ পরং।
ত্রেতাযুগে মুনেঃ পশ্চাদ্দ্বাপরে রামসংজ্ঞকঃ ॥
সন্ধৌ কৃষ্ণো বিভুঃ পশ্চাদ্দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
কলৌ পুরন্দরাৎ শচ্যাং গৌররূপো বিভুঃ স্মৃতঃ ॥
মহাপ্রভুরিতিখ্যাতঃ সর্ব্বলোকৈকপাবনঃ।
কল্কিরূপী চ ভগবান্ কলিনাশং করিষ্যতি ॥
শ্রীদেব্যুবাচ ॥
কেন রূপেণ ভগবান্ পূজিতঃ স্যাৎ সুখাবহঃ।
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে তন্মে বদ দয়ানিধে ॥
শ্রীনারদ উবাচ ॥
কৃষ্ণরূপেণ ভগবান্ কলৌ পাপবিনাশকৃৎ।
গৌররূপেণ ভগবান্ ভাবিতঃ পূজিতস্তথা ॥
মহাপাতকরাশীংশ্চ দহত্যাশু ন সংশয়ঃ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমুক্তং ন চানৃতং ॥
গৌরাঙ্গরূপী ভগবান্ ভবিতা লোকপুণ্যদঃ।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য গৌরাঙ্গং ভাবয়ন্ জনঃ।
মুক্তিং প্রাপ্স্যতি কালেন স্বল্পেনাত্র ন সংশয়ঃ ॥ ইতি ॥

ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রোক্ত যে প্রমাণ গুলি শ্রীচৈতন্যরহস্যে সংগৃহিত হইয়াছে। উহা ঊর্দ্ধাম্নায় সংহিতাতেও এইরূপই লিখিত আছে। কিঞ্চিৎ পার্থক্য।

মাহেশতন্ত্রে, যথা ॥
ব্রূহি তাত কৃপাসিন্ধো ভক্তানুগ্রহকারক।

কলৌ কৃষ্ণাবতারং হি সূচিতং যৎ পুরানঘ॥
ঈশ্বর উবাচ॥
কলৌ ম্লেচ্ছাদিভিঃ পাপৈর্যদা ভূমিরুপদ্রুতা।
তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ পুরস্কৃত্য বৃষধ্বজং॥
শরণং যযুরীশান্যা গৌরীলোকে সমাহিতা।
স্তুত্বা তাং পরমেশানীং স্তোত্রৈর্ব্বহুবিধৈঃ সুরাঃ॥
প্রাহুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে পদান্তে পরমাত্মিকাং।
মহিষাসুরশুম্ভাদ্যৈরসুরৈর্ব্বহুভিঃ পুরা॥
বিদ্রুতা ভয়সংত্রস্তা বয়ং মাতঃ সুরক্ষিতাঃ।
ত্বয়াস্মাকং হিতার্থায় নানামূর্ত্ত্যা মহেশ্বরি॥
কলৌ দেবেশি পাষণ্ডা দুর্ব্বারা পৃথিবীমিমাং।
ব্যাপ্তা ইদানীং জননি বয়ং তেভ্যঃ পরাজিতাঃ॥
ভারাক্রান্তা ভূমিরিয়ং গৌর্ভূত্বা দুঃখিতা স্বয়ং।
সুস্থং যাতি মহাভাগা অকালে প্রলয়োন্মুখাঃ॥
রক্ষন্ সর্ব্বাংশ্চ লোকাংশ্চ কৃত্বা তেষাং ক্ষয়ং স্বয়ং।
শ্রীদেব্যুবাচ॥
নাহং শক্নোমি বিবুধাঃ কর্ত্তুং তেষামপক্রিয়াং।
তাড়িতা শম্ভুনাথেন শুম্ভেনাথ দুরাত্মনা॥
হ্রিয়া মে ক্ষোভমাপ্নোতি চেতঃ সত্যং বদামি নঃ।
আকর্ণ্য বাক্যং তদ্ধাতা বিবর্ণশ্চতুরাননঃ॥
বক্ত্রং রুদ্রস্য দেবস্য সমীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ।
ততো বিহস্য রুদ্রাণীং রুদ্রঃ প্রাহ মহেশ্বরঃ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বমেব রাধিকা স্বয়ং।
কথং স্ত্রীভাবমাপন্না কা হ্রীস্তে বদ সুন্দরি॥

স্বয়ং সম্মোহনোভূত্বা দেবি শচ্যাং পুরন্দরাৎ।
সুরম্যে জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে জনালয়ে॥
সম্মোহয় জগৎ সর্ব্বং গৌরশ্চৈতন্যনামধৃক্।
অদ্বৈত ইতি নাম্নাহমপি চাদৌ মহেশ্বরি॥
ভবিষ্যামি ন সন্দেহঃ কার্য্যার্থং তব ভামিনি।
তত্তথৈব প্রতিজ্ঞায় রাধিকা গৌরবিগ্রহা।
প্রাদুর্ভবিষ্যতি কলৌ হরিকীর্ত্তনতৎপরা॥ ইতি॥

অত্র রাধায়া যদবতারত্বমুক্তং তৎ শক্তিশক্তিমতোরভেদত্বাৎ। রাধাভাব-স্বীকারেণ বিরুদ্ধমিতি জ্ঞাতব্যমিতি চৈতন্যরহস্যং।

ইহা ব্যতীত শ্রীগৌরাবতারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুতর প্রমাণ পুরাণ, তন্ত্র ও বেদাদি-শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও নিম্নে লিখিত হইতেছে, যথা—

শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে গর্গবাক্যং॥
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ইতি।
শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ইতি।
শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—
ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোহথ স ত্বং॥ ইতি।
চৈতন্যরহস্যধৃত বৃহন্নারদীয়পুরাণে, যথা—
অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ

ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষ্যামি সর্ব্বদা।

চৈতন্যরহস্যধৃত ব্রহ্মপুরাণে যথা—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥

চৈতন্যরহস্যধৃত কূর্ম্মপুরাণে, যথা—

কলিনা দহ্যমানানামুদ্ধারায় তনূভৃতাং।
জন্ম প্রথমসন্ধ্যায়াং ভবিষ্যতি দ্বিজালয়ে॥

গরুড়পুরাণে বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে, যথা—

অগ্রজশ্চৈব গৌরশ্চ সর্ব্বশুচিরভিষ্টুতঃ।
সন্ন্যাসী চৈব সন্ন্যাসজ্ঞপ্তিশ্চৈতন্যরূপকঃ॥
যতিরূপী চ যোগী চ যোগীধ্যেয়ো হরিস্মৃতিঃ।
ধূম্রবর্ণঃ পীতবর্ণো নানাবর্ণো হ্যবর্ণকঃ।
সুবর্ণবর্ণবাংশ্চৈব সুবর্ণাভস্তথৈব চ।
ভক্তপ্রিয়স্তথা ভর্ত্তা ভক্তিমদ্ভক্তিবর্দ্ধনঃ॥
ভক্তরূপস্তথা ভক্তো ধর্ম্মাণাঞ্চ প্রবর্ত্তকঃ॥

শ্রীচৈতন্যরহস্যং।

গরুড়পুরাণে যথা—

শুদ্ধগৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীরসমুদ্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥

তত্রৈব॥

মুণ্ডো গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গো গঙ্গাতীরসমুদ্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥

চৈতন্যচরিতামৃতটীকাধৃত গারুড়ে যথা—

কলিনা দহ্যমানানাং পবিত্রায় তনূভৃতাং।

জন্ম প্রথমসন্ধ্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতিষু॥

গারুড়ে, চরিতামৃতটীকায়াং যথা—

যদ্গোপী কুচকুম্ভসম্ভ্রমভরারম্ভেণ সম্বর্দ্ধিতঃ।
যদ্বা গোপকুমারসারকলয়া রঙ্গী সুভঙ্গীকৃতঃ॥
যদ্বৃন্দাবনকাননে প্রবিলশৎ শ্রীদামদামাদিভিঃ।
তৎপ্রেমপ্রকটঙ্কার ভগবান্ চৈতন্যরূপঃ প্রভুঃ॥

চৈতন্যরহস্যধৃত সৌরপুরাণে, যথা—

স্বর্ণগৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোতস্তীরসম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥

চৈতন্যরহস্যধৃত দেবীপুরাণে যথা—

করিষ্যতি কলৌ দেবো ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
ব্রাহ্মণস্য কুলে জন্ম সাম্প্রতং পুরুষোত্তমঃ॥ ইতি।

চৈতন্যরহস্যং।

ভবিষ্যপুরাণে ষষ্ঠাধ্যায়ে॥

মহেন্দ্রস্তু সুরৈঃ সার্দ্ধং দেবপূজ্যমুবাচহ।
মহীতলে কলৌ প্রাপ্তে ভগবন্ দানবোত্তমাঃ॥
বেদধর্ম্মসমুল্লঙ্ঘ্য মম নাশন তৎপরাঃ।
অতো মাং রক্ষ ভগবন্ দেবৈঃ সার্দ্ধং কলৌ যুগে॥

জীব উবাচ॥

মহেন্দ্র তব যা পত্নী শচীনাম্না মহোত্তমা।
দদৌ তস্যৈ বরং বিষ্ণুঃ ভবিতাস্মি সুতঃ কলৌ॥
তদাজ্ঞয়া চ সা দেবী পুরীং শান্তিময়ীং শুভম্।
গৌড়দেশে চ গঙ্গায়াঃ কুলে লোকনিবাসিনাম্॥
প্রত্যাগত্য দ্বিজো ভূত্বা কার্য্যসিদ্ধিং করিষ্যতি।

ভবান্ বৈ ব্রাহ্মণো ভূত্বা দেবকার্য্যং প্রসাধয়।
ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং রুদ্রৈরেকাদশৈঃ সহ।
অষ্টাভির্বসুভিঃ সার্দ্ধমশ্বিভ্যাং সং চ বাসবঃ॥
তীর্থরাজমুপাগম্য প্রয়াগঞ্চ রবিপ্রিয়ম্।
মাঘে তু মকরে সূর্য্যে সূর্য্যদেবমতোষয়ৎ।
বৃহস্পতিস্তদাগত্য সূর্য্যমাহাত্ম্যমুত্তমং।
ইন্দ্রাদীন্ কথয়ামাস দ্বাদশাধ্যায়মাপঠন্॥

বোম্বাইয়ের ছাপা গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

ভবিষ্যপুরাণে॥
আনন্দাশ্রুকলা রোমহর্ষপূর্ণং তপোধনং।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি কলৌ সন্ন্যাসিরূপিণং॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ইতি কেচিৎ।

চৈতন্যরহস্যধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে চ॥
অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥
চৈতন্যরহস্যধৃত বিষ্ণুপুরাণে চ॥
হরাম্যঘং হি স্মর্তৄণাং হবির্ভাগং ক্রতুষ্বহং।
বর্ণশ্চ মে হরিশ্চেষ্ট তস্মাদ্ধরিরহং স্মৃতঃ॥ ইতি॥

হরিৎ—চ—ইষ্টং। হরিৎ হরিদ্রা। ইতি রাজনির্ঘণ্ট। (স্ত্রীং) শব্দকল্পদ্রুম।

বিষ্ণুপুরাণে যথা—
ভবিষ্যতি কলৌ কালে ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
দ্বিজাতীনাং কুলে জন্ম গ্রাহকঃ পুরুষোত্তমঃ॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত অগ্নিপুরাণে, যথা—
শান্তাত্মা লম্বকণ্ঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত বাঁয়ুপুরাণে, যথা—
দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥
বায়ুপুরাণ শিবপুরাণয়োঃ॥
পুরা গোপাঙ্গনা আসিদিদানীং পুরুষো ভবেৎ।
যাভির্বস্মাৎ কলৌ কৃষ্ণস্তদর্থে পুরুষাঙ্গনাঃ॥
চৈতন্যচরিতামৃত টীকা।

বায়ুপুরাণে যথা—
অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্॥
বায়ুপুরাণে যথা—
স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপে জনালয়ে।
তত্র দ্বিজকুলে প্রাপ্তে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥
শ্রীচরিতামৃত টীকাধৃত পদ্মপুরাণবচনং॥
কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে।
ভাগীরথিতটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥ (১)
বামনপুরাণে যথা—
কলিঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচারবর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সংভূয় তারয়িষ্যামি নারদ॥
শ্রীনৃসিংহপুরাণে যথা—
সত্যে দৈত্যকুলাধিনাশসময়ে স্ফূর্জ্জন্নখঃ কেশরী।

(১) সনাতন ইতি কেচিৎ।

ত্রেতায়াং দশকন্ধরং পরিভবন্ রামাভিনামাকৃতিঃ।
গোপালং পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে ভারং হরন্ দ্বাপরে।
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা হরিঃ।

বরাহপুরাণে যথা—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
ব্রহ্মরূপং সমাশ্রিত্য সম্ভবামি যুগে তথা॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণে যথা—

গোলোকঞ্চ পরিত্যজ্য লোকানাং ত্রাণকারণাৎ।
কলৌ গৌরাঙ্গরূপেণ লীলালাবণ্যবিগ্রহঃ॥

শ্রীচৈতন্যরহস্যধৃত বাশিষ্ঠে পুরাণে চ॥

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽসৌ মহীতলে।
ভাগীরথিতটে ভূম্নি ভবিষ্যতি সনাতনঃ॥

মহাভারতে বিষ্ণো সহস্রনামাখ্যস্তোত্রে যথা—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত জৈমিনিভারতে চ॥

অন্যাবতারা বহবঃ সর্ব্বসাধারণোদ্ভটাঃ।
কলৌ কৃষ্ণাবতারোঽপি গূঢ়ঃ সন্ন্যাসিরূপধৃক্॥

জৈমিনিভারতে॥

স্বর্ণদিধীতিমাস্থায় নবদ্বীপে জনালয়ে।
তত্র দ্বিজাব্যাপ্তরূপে জনিষ্যামি দ্বিজালয়ে॥

জৈমিনিভারতে॥

ভক্তিযোগঃ প্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসাশ্রমনাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধৃক্॥

ব্রহ্মরহস্যে ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইতি নাম মুখ্যতমং প্রভোঃ।
হেলয়া সকৃদুচ্চার্য্য সর্ব্বনাম ফলং লভেৎ ॥

চৈতন্যরহস্যধৃত ব্রহ্মজামলে, যথা—

নমস্যামি শচীপুত্রং গৌরচন্দ্রং জগদ্গুরুং।
কলিপাপবিনাশার্থং হরিনামপ্রদায়কং ॥
কৃষ্ণং কমলপত্রাখ্যং নবদ্বীপনিবাসিনং।
শত্রৌ মিত্রেঽপ্যুদাসীনে সর্ব্বত্র সমদর্শিনং ॥
নমশ্চৈতন্যরূপায় পুরন্দরসুতায় চ।
বৈষ্ণবপ্রাণদাত্রে চ গৌরচন্দ্রায়তে নমঃ ॥

ব্রহ্মজামলে তত্রৈব কালিন্দিস্তোত্রে ॥

নমোস্তু তে পাপবিনাশকারিণে
নমোস্তু তে দেবী শচীসুতপ্রিয়ে।
নমোস্তু তে দেবগণাদিসেবিতে
নমোস্তু তে কৃষ্ণবিহারিণীপ্রিয়ে ॥

চৈতন্যরহস্য।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত ব্রহ্মজামলে ॥

হরেঃ কারণমুদ্দিশ্য দশাবতার উচ্যতে।
যুগাবতারশ্চত্বারো যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ ॥

হরের্বহবোঽবতারাঃ সন্তি সর্ব্বে ন যুগাবতারাঃ কিন্তু যুগাবতারাশ্চত্বারো যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তনাদিতি যস্মিন্ যুগে যো ধর্ম্ম তং প্রবর্ত্তনার্থং ভগবান্ স্বয়ং যুগাবতারো ভবতীতি তাৎপর্য্যং। ইতি শ্রীব্রজনাথ বিদ্যারত্নকৃত কারিকা।

যুগধর্ম্মো বিষ্ণুপুরাণে, যথা—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।

যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং ॥
তথা শ্রীমদ্ভাগবতে একদশস্কন্ধে ॥
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্ব স্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥
তথা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥
এতৎ সমাপিকা শ্রুতিঃ শ্রীলঘুভাগবতামৃতটীকায়াং ॥
কৃতত্রেতাদ্বাপরেষু ধ্যানযজনসেবাভির্যদশ্নুতে
তৎ কলৌ কৃষ্ণ কীর্ত্ত্যেতি।
তথা হর্য্যাখ্যানোপনিষদি ॥
দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং প্রতিজগাম
কলিং পর্য্যটয়ন্ কথং ভবরোগং সন্তরেয়ং।
সহোবাচ ॥
সাধু পৃষ্টোঽস্মি। যৎ সর্ব্বং শ্রুতিরহস্যং তৎশৃণু।
ভগবদাদিবিষ্ণোর্নারায়ণস্য নাম্নেতি।
নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছেতি। কিং নামেতি।
সহোবাচ ॥
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকং নাম কলিকলুষনাশনং।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥ ইতি ॥

কারিকা, যথা—

অতঃ কলিযুগধর্ম্ম হরিনামৈব তদ্রক্ষকঃ শ্রীশচীনন্দন এব নান্য ইতি। তথা

যুক্তিরপি শ্রীশচীনন্দন এব কলিযুগাবতার ইতি জ্ঞাপয়তি। ইতি শ্রীব্রজবিদ্যারত্নকৃত কারিকা। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত ব্রহ্মযামলে, যথা—

সন্তুষ্টো ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্তোত্রেণানেন ব্রহ্মণঃ।
উবাচ স্বমতং বাক্যং দেবানাং মধুসূদনঃ॥
শ্রুত্বা নাথোঽব্রবীদ্বাক্যং যূয়ং শৃণুত মদ্বচঃ।
কেচিদ্‌যূয়ং দেবগণা জায়ধ্বং পৃথিবীতলে॥
অথবা ত্রিদশা যান্তু ভূত্বা মদ্ভক্তরূপিণঃ।
ভবিষ্যামি চ চৈতন্যঃ কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে॥
হরিনামপ্রদানেন লোকান্নিস্তারয়াম্যহমিতি॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত কৃষ্ণযামলে, যথা—

কলৌ নষ্টদৃশাং নৈব জনানাং কুত্রচিদ্গতিঃ।
ইতিমত্বা কৃপাসিন্ধুরংশেন কৃপয়া হরিঃ॥
প্রসন্নো ভক্তরূপেণ কলাববতরিষ্যতি।
তস্য কর্ম্মাণি মনুজাঃ কীর্ত্তয়িষ্যন্তি কেচন॥
বহিরন্তর্নমংস্তন্তে প্রচ্ছন্নং পরমেশ্বরং।
গৌরাঙ্গো নাদগম্ভীরঃ স্বনামামৃতলালসঃ॥
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যতি শচীসুতঃ। ইতি॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত কৃষ্ণযামলে, যথা—

তাভির্ব্রজস্ত্রিভিরুদারচেষ্টিত-
শ্চকার কেলিং কলকুলকূজিতং।
যথা নভঃ শ্যামতমালবাহঃ
প্রকাশি বিদ্যুন্নিকরৈর্নভঃস্থলে॥
তত্রাপি দীপ্তবান্ দেবো ভগবান্ নন্দনন্দনঃ।
অন্তরে হেমরত্নানি ইন্দ্রনীলমণির্যথা॥

ইতি বচনেনাপি শ্রীকৃষ্ণস্য গৌরাঙ্গত্বং সুস্পষ্টমভিহিতং। অতএব এতদ্বচনানুসারেণ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞেন শ্রীধরস্বামিনা কাপিলতন্ত্র কৃষ্ণযামলাদি মহাতন্ত্রদর্শিনা কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিতাত্র ত্বিষা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলমিত্যুক্তং অন্যথা অকৃষ্ণশব্দেন ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলমিতি লিখিতুং কদাপি সমর্থো ন স্যাৎ অকৃষ্ণশব্দেন কৃষ্ণত্বাবচ্ছিন্নভেদবন্মাত্রে বাচকত্বেন ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলবোধকতা ন সম্ভবতীতি বিবেচনীয়মিতি। পূর্ব্বোক্তবচনৈকবাক্যতাং বিনা কথং শ্রীধরস্বামিনা অকারপ্রশ্লেষঃ কৃত ইতি চ চিন্তনীয়ং। নম্ন কৃষ্ণবর্ণস্য গৌরাদিত্বিষোঽভাবাৎ কৃষ্ণবর্ণাত্বিষা কৃষ্ণমিতি পুনরুক্তিভিয়া অকার প্রশ্লেষঃ ইতি চেন্ন তথাপি কৃষ্ণবর্ণস্য স্বত্বিষা নকৃষ্ণবর্ণত্বাসম্ভবাৎ পরত্বিষা অবশ্যং বাচ্যং তদা কাপিলতন্ত্রেণৈকবাক্যত্বাৎ রাধাকান্ত্যা আচ্ছাদিতশরীরতয়া অকৃষ্ণং গৌরমিত্যর্থঃ।

শ্রীপাদ রজনাথ বিদ্যারত্ন, নবদ্বীপ।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত কৃষ্ণযামলে, যথা—

গৌরাঙ্গো নাদগম্ভীরঃ স্বনামামৃতলালসাঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যতি শচীসুতঃ।
মত্বা তন্ময়মাত্মানং পঠন্ দ্ব্যক্ষরমুচ্চকৈঃ।
গতত্রপো মদোন্মত্তো গজবৎ বিহরিষ্যতি।
ভুবং প্রাপ্তে তু গোবিন্দে চৈতন্যাখ্যো ভবিষ্যতি।
অংশেন তত্র যাস্যন্তি তত্র তৎ পূর্ব্বপার্ষদাঃ।
পৃথক্ পৃথক্ নামধেয়াঃ প্রায়ঃ পুরুষমূর্ত্তয়ঃ।
সর্ব্বে প্রচ্ছন্নরূপাস্তে স্বেচ্ছয়াচ্ছন্নশক্তয়ঃ।
কৃষ্ণপ্রেমমদোন্মত্তা ভবিষ্যন্তি পুরং সদা॥

বিষ্ণুযামলে, যথা—

কৃষ্ণচৈতন্যনামানি কীর্ত্তয়ন্তি সকৃন্নরাঃ।
নানাপরাধযুক্তাস্তে পুনন্তি সকলং জগৎ॥

শ্রীচরিতামৃতটীকাধৃত যামলে, যথা—

অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।

মায়াপুরে নবদ্বীপে বারমেকং শচীসুতঃ ॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত ঊর্দ্ধাম্নায়সংহিতায়াং ॥
সন্ধ্যৌ কৃষ্ণো বিভুঃ পশ্চাদ্দেবক্যাং বসুদেবতঃ।
কলৌ পুরন্দরাৎ শচ্যাং গৌররূপবিভুঃ স্মৃতঃ ॥
শব্দকল্পদ্রুমধৃত অনন্তসংহিতায়াং ॥
অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনীপরিবারিতে ॥
অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন প্রকাশ্যং বহির্মুখে।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং ভক্তং ভক্তিপ্রদং স্বয়ং ॥
মন্মায়ামোহিতাঃ কেচিন্নজ্ঞাস্যন্তি বহির্মুখাঃ।
জ্ঞাস্যন্তি মদ্ভক্তিযুতাঃ সাধবো ন্যাসিনোহমলাঃ ॥
কৃষ্ণাবতারকালে যাস্ত্রিয়ো বা পুরুষাঃ প্রিয়াঃ।
কলৌ তেহবতরিষ্যন্তি শ্রীদাম সুবলাদয়ঃ ॥
অনন্তসংহিতায়াং যথা—
অস্মিন্ দ্বীপে মহাক্ষেত্রে যদাহং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ।
অবতীর্য্য দ্বিজাবাসে হনিষ্যে কলিজং ভয়ং ॥
অগ্নিসংহিতায়াং যথা—
স্বর্ণদীতীরমাশ্রিত্য নবদ্বীপে দ্বিজালয়ে।
সম্প্রদাতুং ভক্তিযোগং লোকস্যানুগ্রহায় চ ॥
ঈশানসংহিতায়াং যথা—
যুগে যুগে তনুং গৃহ্য হরিরব্যয়মৈশ্বরং।
চতুর্ব্বর্গপ্রদোবিষ্ণুঃ কলৌ মানুষবিগ্রহঃ ॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ধৃত সাধনোল্লাসতন্ত্রে ॥
শচীসুতচ্ছলাৎ কৃষ্ণঃ কলাববতরিষ্যতি।

যা কলী সৈব তারা স্যাৎ যা তারা ত্রিপুরা হি সা ॥
ত্রিপুরা যা মহাদেবী সৈব রাধা ন সংশয়ঃ।
যা রাধা সৈব কৃষ্ণঃ স্যাৎ যঃ কৃষ্ণঃ স শচীসুতঃ ॥
তত্রৈব মুক্তিশঙ্কলিনীতন্ত্রে চতুর্থ পটলে ॥
ভক্তরূপধরো ব্রহ্ম ছন্নত্বাৎ প্রকৃতের্গুণৈঃ।
স্বয়ং ব্রহ্ম চ ভক্তোহহমিতি বুদ্ধ্যা চ সাধয়েৎ ॥
তত্রৈব বিশ্বসারতন্ত্রে উত্তরখণ্ডে একাদশ পটলে ॥
গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে।
কলিপাপবিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনি।
জনিষ্যামি প্রিয়ে মিশ্রপুরন্দরগৃহে স্বয়ং।
ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্যাঞ্চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ ॥
শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে ॥ (১)
পুরাণপুরুষঃ প্রত্যক্ চৈতন্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
তত্রৈব গোপালসহস্রনামস্তোত্রে ॥
সংন্যাসকৃৎ সতাং ভর্ত্তা সাধুচ্ছিষ্টকৃতাশনঃ।
সাধুপ্রিয়ঃ সাধুগম্যো সাধ্বাচারনিষেবকঃ ॥
তত্রৈব গোপালসহস্রনামস্তোত্রে ॥
স্বর্ণবর্ণো ন্যাসধারী দ্বিভুজো বহুবাহুকঃ ॥ ৫৪ ॥
তত্রৈব ষষ্ঠপঞ্চাশৎ শ্লোকে যথা—
সুবর্ণবর্ণোহেমাভঃ ইত্যাদি
তত্রৈব গোপালসহস্রনামস্তোত্রে ॥
ইন্দ্রদর্পহরোঽনন্তো নিত্যানন্দচিদাত্মকঃ ॥ ১১৬ ॥

(১) কলিকাতা চিৎপুর ২৮৫ নং শোভাবাজার বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ও বেণীমাধব দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১২৮১ সাল।

চৈতন্যরূপশ্চৈতন্যশ্চেতনাগুণবর্জ্জিতঃ।
অদ্বৈতাচারনিপুণোঽদ্বৈতঃ পরমনায়কঃ॥ ১১৭॥
শিবভক্তিপ্রদো ভক্তো ভক্তানামন্তরাশয়ঃ।
বিদ্বত্তমো দুর্গতিহা পুণ্যাত্মা পুণ্যপালকঃ॥ ১১৮॥

তত্রৈব॥
অকিঞ্চনধনং শ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃক্।
মহাপ্রলয়কারী চ শচীসুতোজয়প্রদঃ॥ ১১৫॥

মণ্ডুকোপনিষদি, যথা—
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণমিত্যাদি॥

আথর্ব্বণস্য তৃতীয়কাণ্ডে ব্রহ্মবিভাগে যথা—

"ইতোঽহোং কৃতসন্ন্যাসোঽবতরিষ্যামি সগুণোনির্ব্বেদো-নিষ্কাম ভূগীর্ব্বাণাস্তীরস্থোঽলকনন্দায়াঃ কলৌ চতুঃসহস্রাব্দো-পরিপঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণঃ দীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্বলক্ষণযুক্তঃ ঈশ্বরপ্রার্থিতো নিজরসাস্বাদো ভক্তরূপো মিশ্রাখ্যো বিদিত যোগোঽস্যাং।" ইতি।

আথর্ব্বণস্য পুরুষবোধিনীসূক্তে।

সপ্তমে গৌরবর্ণো বিষ্ণুরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈতন্যমেত্য-প্রান্তে প্রাতরবতীর্থ সহস্বৈঃ স্বমনুং শিক্ষয়তি।

লঘুভাগবতামৃতটীকাধৃত শ্বেতাশ্বতরাণামুপনিষদি॥
মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্বস্যৈব প্রবর্ত্তক ইতি॥

শ্রীচৈতন্যরহস্যধৃত সামবেদান্তর্গত ব্রহ্মভাগপরে॥

তথাহং কৃতসন্ন্যাসো ভূগীর্বাণোঽবতরিষ্যে তীরেঽলক-নন্দায়াঃ পুনঃ পুনরীশ্বরপ্রার্থিতঃ সপরিবারো নিরালম্বো নির্ধূত কলিকল্মষকবলিতজনাবলম্বনায়। ইতি।

উত্থাপিতবেদবচনং সর্ব্বোপরিবিরাজমানং ভবতীত্যলমতিবিস্তরেণ প্রমাণ-বচনসংগ্রহেণেতি শিবং।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগৃহীত হইল, ইহার মধ্যে কতকগুলি শ্রীচৈতন্যরহস্য হইতে, কতকগুলি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় হইতে, কতকগুলি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত টীকা ও লঘুভাগবতামৃত টীকা হইতে, কতকগুলি কোন কোন মূলগ্রন্থ হইতে, অবশিষ্ট গুলি বিবিধ সংগ্রহ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের পরিচয় কিঞ্চিৎ প্রদত্ত হই-তেছে। শ্রীচৈতন্যরহস্য প্রাচীনগ্রন্থ, ইহাতে গ্রন্থকারের এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

নবদ্বীপে চ গৌরাঙ্গচন্দ্রোদ্ভূদ্দোষবর্জ্জিতে।
শুচিপক্ষে তদ্রহস্যং ভাদ্রে শ্রীনগরে কৃতং॥

ইতি শ্রীরাধানন্দাত্মজাঙ্ঘ্রিরাজীবমধুব্রত প্রসিদ্ধাষ্টাদশভাষা পদ্মিনীনায়কা-নন্তগুণালঙ্কৃতাত্মজ শ্রীল শ্রীবেদাদিপ্রসিদ্ধ গৌরাবতারচরিত প্রচারধ্বজ মুঞ্জুল-প্রকাশকারি চৈতন্যাঙ্ঘ্রিসরোজসুধাপানরত কশ্চিদকিঞ্চনবিরচিতং।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়গ্রন্থ শ্রীনবদ্বীপধাম নিবাসি শ্রীল ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন কৃত। ইহার প্রমাণ সকল মূল গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও বহু বহু পণ্ডিতাগ্রগণ্যগণ কর্ত্তৃক বিচারিত। শোভাবাজারাধিপতি রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুরের প্রশ্নানুসারে বিদ্যারত্ন মহাশয় নানা পুরাণ, তন্ত্র ও সংহিতাদি বহু প্রাচীন জীর্ণ গ্রন্থ হইতে বহু পরিশ্রমে শ্রীনদেগৌরাঙ্গসম্বন্ধীয় প্রমাণাবলি সংগ্রহ করিয়া তাৎপর্য্যাদি ব্যাখ্যা সহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাম দিয়া প্রকাশ করিয়া-ছেন। তিনি যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে এই প্রমাণাবলি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট গমন করিলে সকলকে সেই সেই গ্রন্থ দেখাইবেন, ইহা তাঁহার পুস্তকে স্বয়ং লিখিয়াছেন। অতএব এই সকল প্রমাণ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও লঘুভাগবতামৃতোক্ত প্রমাণ গুলির সত্যতাসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। মূলগ্রন্থ হইতে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার বিশেষ পরিচয় তত্তৎ শ্লোকের নিম্নে দেওয়া হইয়াছে, সন্দেহ হইলে পাঠকগণ উক্ত গ্রন্থ সকল সন্ধান করিয়া ইহার যাথার্থ্য অবগত হইবেন। ভগবানের ভগবত্তা তাঁহার নাম, রূপ, লীলাদি দ্বারা তৎকৃপাস্বরূপ পরিব্যক্ত রহিয়াছে, উপাসনা দ্বারা তাহা অনুভূত

হয়। আমি অজ্ঞতাপ্রযুক্ত তাঁহার ভগবত্ত্বা প্রমাণ করিবার জন্য যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার অনন্ত মহিমাকে সীমায় আনিলাম, ইহাতে আমার মহা অপরাধ হইল সন্দেহ নাই, প্রভু তাহা ক্ষমা করুন, ভক্তগণও ক্ষমা করুন।

হে প্রিয়পাঠক! ভ্রান্তি ও ভ্রান্ত চিরদিন আছে। ভক্ত ভিন্ন ভগবান্ অন্যের দুজ্ঞেয়, অতএব কাহারও ভ্রান্তবাদে বিশ্বাস না করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই বিশ্বাস সহকারে ভজনা করা, তিনি প্রভু বটেন কি না সে পরীক্ষা তিনিই নিজভক্তকে প্রদান করেন, অন্যকে জানাইতে হয় না। সে পরীক্ষা আর কি, যে আমার প্রেমমূর্ত্তি মহাভাবমূর্ত্তি প্রভুর উপাসক, তাহার পবিত্রদেহ সর্ব্বদা তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবভূষণে ভূষিত। সে ভাবভূষণ কি জানিতে চাও, দেখ! তাহা আমার প্রভুর অঙ্গে কত শোভা করিয়া রহিয়াছে!

গৌরস্য নয়নে ধারা সগদ্গদবচোমুখে।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গো ভাবে লুণ্ঠতি ভূতলে॥

শ্রীচৈতন্যশতকং।

ভাবুক ভক্ত প্রভুর শরণাগত হও, তিনি এই নিজ সম্পত্তি স্বয়ং তোমাকে পরাইয়া সাজাইয়া দিবেন। আর কি চাও? ইহার অধিক আর কি পাই-বার আছে?

ইতি অষ্টমপরিচ্ছেদ অবতারতত্ত্ব বিচার সমাপ্ত।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বরূপতত্ত্ব বিচার।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীগৌরতত্ত্ব অভিন্ন, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিচারিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ প্রকাশ হইলেও শাস্ত্রে স্থানে স্থানে যেমন তাঁহাকে অবতার বলা হইয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গেও শাস্ত্র উক্তি সেইরূপ। এক মূর্ত্তিতে স্বয়ং-রূপ ও অবতার উভয় বাক্য প্রয়োগ বিরুদ্ধ ভাষ হয়, কিন্তু শ্রীগৌরগোবিন্দে সকলি সঙ্গত। শ্রীকৃষ্ণ ও গৌর উভয় রূপই স্বয়ংরূপ, তবে প্রকটবিহারকালে

সকল ধামের সকল মূর্ত্তি ও সকল অবতার তাঁহাতে সম্মিলিত হন বলিয়া, অবতার বলিলেও দোষ হয় না। শ্রীভগবানের অসংখ্য মূর্ত্তি আছে, কিন্তু একটী মূর্ত্তি সকলের মূল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানভেদে সেই এক মূল মূর্ত্তিকেই শাস্ত্র ও সাধক নানারূপে কল্পনা করেন। অধিকাংশ শাস্ত্র ও সাধক তাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া স্বীকার করেন, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত, কোন মতেই ইহার বিসম্বাদিতা নাই কিন্তু শাস্ত্র ও সাধকের দূরদর্শিতানুসারে ইহারও উত্তরোত্তর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুসন্ধিত হইয়াছে। কেহ এই জ্যোতিকে শুক্লবর্ণ সদাশিব কহেন, কেহ আবার ঐ সদাশিবকে শয্যা স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহার উপর চনকাকাররূপিণী হৈমজ্যোতিকে ত্রিপুরাদেবী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কেহ কেহ বা সেই হৈমজ্যোতিকে হিরণ্ময় ব্রহ্মজ্যোতি বলিয়া স্বীকার করেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বে বিচার করিলে ইহাতেই শাস্ত্র ও সাধকের দূরদর্শিতা ও অল্পদর্শিতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। তন্ত্র ও উপনিষদাদি শাস্ত্রানুসন্ধানে জানা যায়, ব্রহ্মের শুক্ল জ্যোতি বাহ্যাবরণ, কৃষ্ণজ্যোতি শুক্লজ্যোতির অভ্যন্তর-ভাগ। অতএব শুক্লবাদিগণ অপেক্ষা কৃষ্ণবাদিগণ সূক্ষ্মদর্শী। কিন্তু আবার শাস্ত্র ও সাধক বিশেষের তাত্ত্বিক লক্ষ্য আরও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্র ও সাধক এই জ্যোতিঃ স্বীকার রাখিয়া, তাহার আভ্যন্তরিক তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, যখন জ্যোতিঃ আছে, তখন তাহার উৎপত্তিনিদান কোন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আছেন। যেমন রৌদ্র দর্শনে সূর্য্যের অনুমান ও অনুসন্ধান হয়, আবার সূর্য্য দর্শনে যেমন সেই সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ মূর্ত্তির অনুমান ও অনুসন্ধান হয়। সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতিঃ হইতেই জ্যোতিষ্মান্ মূলপুরুষের অনুমান ও অনুসন্ধান হয়। এই জ্যোতির-ভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তিকে কেহ চতুর্ভুজ-রূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, কেহ সেই চতুর্ভুজকে দ্বিভুজের বিলাস মূর্ত্তি বলিয়া তাহারও ঊর্দ্ধে এক দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধানে এই সকল মীমাংসা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্রে ও সাধকের উত্তরোত্তর দূরদর্শি-তার মর্ম্মাবগত না হইয়া অনেকে বলেন "নানা মুনির নানা মত, হিন্দুশাস্ত্রের মীমাংসা নাই", একথাটী নিতান্ত ক্ষুদ্রদর্শিতার পরিচয়। হিন্দুশাস্ত্রের মীমাংসা নাই যাঁহারা বলেন, তাঁহাদেরই উত্তরোত্তর সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসার অনেক অভাব। আকাশে অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী,—কেহ চক্ষু সাহায্যে দেখিতেছে,

কেহ চক্ষু ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র উভয় সাহায্যে দেখিতেছে, ইহার মধ্যে কাহাকে দূরদর্শী বলা যায়? এখানে যন্ত্রহীন ব্যক্তি অপেক্ষা যন্ত্রী ব্যক্তি কি দূরদর্শী নহে! যন্ত্রী যন্ত্র সাহায্যে যাহা দেখিতেছে, তুমি চক্ষু সাহায্যে তাহা দেখিতে পাইতেছ না বলিয়া কি যন্ত্রীর দূরলক্ষ্যকে অলীক বলিবে? যন্ত্র সাহায্যে দেখ, তুমিও সেইরূপ দেখিবে।

ভগবান্ কেবল একমাত্র গুণ ও মহিমা দ্বারাই অনুভবের বিষয় হন্। তিনি এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, নিত্যবিগ্রহ; কিন্তু তাঁহার কার্য্যকারণাত্মিকা ও লীলাত্মিকা অনন্ত মূর্ত্তি আছে, এই জন্য তিনি এক হইলেও অনন্ত, তাঁহার গুণ অনন্ত, মহিমাও অনন্ত। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধদেশে কোন এক দুর্লক্ষ্য পবিত্র ধামে তাঁহার স্থিতি, কিন্তু তাঁহার অনন্ত গুণ, অনন্ত মহিমা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। জীব মহিমা দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে, ভগবদ্নানুভব হইতে জীব তাঁহার অনন্ত গুণ দেখিতে পায়, তদ্গুণ পক্ষপাতিত্বই ঈশ্বরানুরক্তি। সাধকজীব সাধনলব্ধ বিশুদ্ধবুদ্ধিসহযোগে ঈশতত্ত্বানুসন্ধান করিতে করিতে যতই ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, ততই তাঁহার অনন্ত মূর্ত্তির এক এক টীর আশ্রয় পায়। তখন শুদ্ধবুদ্ধি জীব সেই মূর্ত্তিতে তাঁহার সেই সকল অনন্ত গুণের অনুসন্ধান করে, সকল মূর্ত্তিতে সকল গুণ গুলি পায় না, তখন সেই পরিপূর্ণ সর্ব্বগুণাধার আত্মপ্রভুর অনুসন্ধানে আরও ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে গিয়া, অনন্ত ব্রহ্মজ্যোতিঃ পরিদর্শন করে। সকল মতেরই এই স্থানে অবসান। কিন্তু ভক্তিমার্গসেবী ভক্ত, ভগবানে অত্যাশক্তিহেতু তাঁহার নিত্য মূর্ত্তির অনুসন্ধান করেন, কারণ তাঁহাদের সেবারতির প্রাবল্যহেতু একত্ব বুদ্ধির হেয়ত্ব অনুভব হয়। সুতরাং নির্দ্ধর্ম্মক ব্রহ্মে তাঁহাদের তৃপ্তি হয় না। সর্ব্ব হেয়গুণবর্জ্জিত, সর্ব্ব কারুণ্যাদিগুণের একমাত্র আধার ভক্তবৎসল ভগবানকে নিরাকার জ্যোতির্ম্ময়রূপে নিরাকরণ করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হয় না। তাঁহারা ভগবানের যে যে উৎকৃষ্ট গুণ উপলব্ধি করিয়াছেন, নির্দ্ধর্ম্মক ব্রহ্মে তাহা নাই, কাজেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসার নিবৃত্তি হয় না। এই জ্যোতির উৎপত্তি স্থান কোথায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবৎ কৃপায় জ্যোতিরভ্যন্তরে ভগবানের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তাঁহাদের অনুভব হয়। সে মূর্ত্তির প্রথম লক্ষ্য চতুর্ভুজ, সকল বৈষ্ণবানুসন্ধান এই স্থানেই নিবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন কৃপা-

সিদ্ধ ভক্ত ইহাঁতেও সর্ব্বগুণ পরিপূর্ণরূপে না পাইয়া, আবার তদূর্দ্ধদেশ অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই অনুসন্ধানের চরমলক্ষ্য।

"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরং॥"

ইহার ঊর্দ্ধ আর কেহ যাইতে পারেন নাই, ইহাই সকল অনুসন্ধিৎসার শেষ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি, কেন না সকল গুণ ইহাঁতেই পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত। তবে এই মূর্ত্তিই স্বরূপতত্ত্বে যখন যাহা দেখাইয়াছেন, তাহাই দেখিয়াছেন। সর্ব্বাদি কালে তিনি একমাত্র দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি, লীলারম্ভে তিনিই দ্বিমূর্ত্তি, যখন দ্বিমূর্ত্তি তখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ। আবার যখন তিনি স্বমাধুর্য্যাস্বাদনে উন্মুখ হন্, তখন উভয় মূর্ত্তির যে সম্মিলন, তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গ। ইহাই সকল মীমাংসার পরিসমাপ্তি। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞ মীমাংসক ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরচন্দ্রকে স্বয়ংরূপ প্রকাশ বলিয়া উভয় মূর্ত্তিকে একতত্ত্বে গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই স্বরূপতত্ত্ব। অতএব এই মূলে বিগ্রহ এক, আবার কখন সেই মূর্ত্তিই দুই হন্, কখন আবার সেই দুই মিলিত হইয়া এক হন্, ইহাই তাঁহার নিত্যলীলা। এখন এরূপ লীলার নিদান কি অনুসন্ধান করা যাউক। এসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্বরূপ গোস্বামির করচার একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈকমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণস্য প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিঃ অস্মাৎ (শক্তি শক্তিমতোরভেদত্বাৎ) তৌ একাত্মানৌ। পুরা ভুবি (শ্রীবৃন্দাবনে) তৌ দেহ ভেদঃ গতৌ অধুনা তদ্বয়ং ঐক্যমাপ্তং চৈতন্যাখ্যং প্রকটং তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং কৃষ্ণস্বরূপং নৌমীত্যন্বয়ঃ।

শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তি অতএব একাত্মা। পূর্ব্বকালে শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহারা শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ এই দুই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই দুই দেহ এক হইয়া শ্রীচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন। সেই রাধাভাবকান্তি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপকে প্রণাম করি। অতএব শ্রীরাধা

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ তিনই একাত্মক, অর্থাৎ অভেদ একই স্বরূপবিগ্রহ ইহাই বলা হইল। এখন এই শ্লোকে এক শ্রীকৃষ্ণে তিনটী তত্ত্ব বিচার্য্য। যথা—

১ম। শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তি অতএব একাত্মা, ইহা কি?

২য়। পূর্ব্বকালে শ্রীবৃন্দাবনে সেই এক বিগ্রহ দুই অর্থাৎ শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন দেহে বিহার করিয়াছিলেন, ইহা কি?

৩য়। অধুনা সেই দুই দেহ এক হইয়া শ্রীরাধাভাবকান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে প্রকট হইয়াছেন, ইহাই বা কি? ক্রমে এই তিনটী বিচার্য্যের মীমাংসা করা যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব বিচার যথা—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং॥

ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চমাধ্যায়ে।

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন। সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৮ম।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বিগ্রহের পূর্ণ প্রকাশ দুই ধামে, গোলোকে ও বৃন্দাবনে। গোলোক, বৈভবধাম, সেখানে সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় সর্ব্বশক্তিমান্ বিগ্রহ, শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার অখিলরসামৃত (১) মূর্ত্তি, সেখানে ঐশ্বর্য্য গন্ধ নাই।

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন।
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥
নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥
শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিবর। অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর॥
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৮ম।

---

(১) অখিলরসামৃত মূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালী।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

সেই মূর্ত্তি খানি এতই মধুর, এতই সুন্দর, এতই লোভনীয় যে, তাঁহার সেই নিজের লাবণ্যামৃত নিজেই আস্বাদন করিতে ইচ্ছা হয়; এই ইচ্ছাই দেহ-ভেদের কারণ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই এক মূল নিত্যতত্ত্ব, সকল বেদ তাঁহাকে "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাতে ভেদ হইবার কি আছে? অনুশীলন করিলে জানা যায় সেই মূল তত্ত্বের অন্তর্নিবিষ্ট আরও একটী মূল নিত্যতত্ত্ব আছে, সেই নিত্যতত্ত্বের নাম শক্তিতত্ত্ব। ভেদ হন্ সেই মূলশক্তিতে আর মূল শক্তিমানে।

শক্তিতত্ত্ব বা শ্রীরাধার স্বরূপতত্ত্ব, যথা—

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৮ম।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তন্মধ্যে চিৎশক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি, এই তিনটী প্রধান। এই তিনের মধ্যে চিৎশক্তি অন্তরঙ্গা, মায়াশক্তি বহিরঙ্গা, জীবশক্তি তটস্থা অর্থাৎ চিৎ ও মায়া উভয় শক্তির মধ্যবর্ত্তিনী। ইহার মধ্যে অন্তরঙ্গা চিৎশক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এই এক স্বরূপশক্তির তিনরূপ, যথা—হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ। এই ত্রিবিধাশক্তির বিকাশ সৎ, চিৎ, আনন্দ। এই তিনের আধার বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।

স্বরূপশক্তির বিচার যথা—

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৮ম।

সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের সৎ অংশ হইতে সন্ধিনীশক্তির বিকাশ হয়। সন্ধিনীশক্তি ও সন্ধিনীর কার্য্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, আদি, ৪র্থে, যথা—

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম। ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর। এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥

চিদংশে সম্বিৎ, ইহার অপর নাম জ্ঞানশক্তি। সম্বিৎশক্তি ও সম্বিৎশক্তির কার্য্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, আদির, ৪র্থে, যথা—

কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী। হ্লাদিনীশক্তি ও হ্লাদিনীর শক্তিকার্য্য, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদিলীলার চতুর্থপরিচ্ছেদে, যথা—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী। সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

শ্রীরাধার স্বরূপতত্ত্ব যথা—

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। আনন্দ চিন্ময়রূপ রসের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমের ভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার। কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহ রূপ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৮ম।

তথাহি, আদি ৪র্থে।

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। সর্ব্ব গুণ খনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি॥
কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥

প্রথম বিচার্য্যের মীমাংসা, যথা—

জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নিতে জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥

শ্রীরাধামাহাত্ম্য যথা—

কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ। তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা। সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা॥
সর্ব্বলক্ষ্মী শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হয় অধিষ্ঠান॥
কিম্বা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য। তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্বশক্তি বর্য্য॥
সর্ব্ব সৌন্দর্য্য কান্তি বৈসয়ে যাহাতে। সর্ব্ব লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
কিম্বা কান্তিশব্দে কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ। সর্ব্ব কান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৪র্থ।

শ্রীরাধাস্বরূপং মাহাত্ম্যঞ্চ পঞ্চরাত্রে।
অপূর্ব্বং রাধিকাখ্যানং গোপনীয়ং সুদুর্ল্লভং।
সদ্যো মুক্তিপ্রদং শুদ্ধং বেদসারং সুপুণ্যদং॥
যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তথা ব্রহ্মস্বরূপা চ নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা॥
যথা স এব সগুণঃ কালে কর্ম্মানুরোধতঃ।
তথৈব কর্ম্মণা কালে প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা॥
তস্যৈব পরমেশস্য প্রাণেষু রসনাসু চ।
বুদ্ধৌ মনসি যোগেন প্রকৃতেঃ স্থিতিরেব চ॥
আবির্ভাবস্তিরোভাবস্তস্যা কালেন নারদ।
ন কৃত্রিমা চ সা নিত্যা সত্যরূপা যথা হরিঃ॥
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী রাধারূপা চ সা মুনে।
রসনাধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়মেব সরস্বতী॥
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী যা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
অধুনা যা হিমগিরেঃ কন্যা নাম্না চ পার্ব্বতী॥
সর্ব্বেষামপি দেবানাং তেজঃসু সমধিষ্ঠিতা।
সংহন্ত্রী সর্ব্বদৈত্যানাং দেববৈরিবিমর্দ্দিনী॥
স্থানদাত্রী চ তেষাঞ্চ ধাত্রী ত্রিজগতামপি।
ক্ষুৎপিপাসা দয়া নিদ্রা তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা তথা॥
লজ্জা ভ্রান্তিশ্চ সর্ব্বেষামধিদেবী প্রকীর্ত্তিতা।
মনোঽধিষ্ঠাত্রী দেবী সা সাবিত্রী বিপ্রজাতিষু॥
রাধাবামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা।
ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরস্যৈব হি নারদ॥
তদংশা সিন্ধুকন্যা চ ক্ষীরোদমথনোদ্ভবা।

মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ ॥
তদংশা স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে।
স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠশায়িনঃ ॥
সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ পত্নী ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে।
সরস্বতী দ্বিধা ভূতা পুরৈব সাজ্ঞয়া হরেঃ ॥
সরস্বতী ভারতী চ যোগেন সিদ্ধযোগিনী।
ভারতী ব্রহ্মণঃ পত্নী বিষ্ণোঃ পত্নী সরস্বতী ॥
রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা।
বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী ॥
রাসমণ্ডলমধ্যে চ রাসক্রীড়াং চকার সা।
কৃষ্ণচর্ব্বিততাম্বূলং চখাদ রাধিকা সতী ॥
রাধা-চর্ব্বিততাম্বূলং চখাদ মধুসূদনঃ।
একাঙ্গো হি তনোর্ভেদো দুগ্ধধাবল্যয়োর্যথা ॥
ভেদকা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।
তয়োর্ভেদং করিষ্যন্তি যে চ নিন্দন্তি রাধিকাং।
কুম্ভীপাকেন পচ্যন্তে যাবদ্বৈ ব্রহ্মণোবয়ঃ ॥

শ্রীরাধৈব সর্ব্বশক্তিবরীয়সী সর্ব্বলক্ষ্মীরূপিণী মহিমা সর্ব্বাধিকা চ যথা—নারদপঞ্চরাত্রে।

জগন্মাতুরুপাখ্যানং তুভ্যঞ্চ কথিতং ময়া।
সুদুর্ল্লভং সুগুপ্তঞ্চ বেদেষু চ চতুর্ষু চ ॥
পুরাণেম্বিতিহাসেষু পঞ্চরাত্রেষু পঞ্চষু।
অতীব পুণ্যদং শুদ্ধং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং ॥
সংক্ষেপেণৈব কথিতং রাধাখ্যানং মনোহরং।
কাপিলেয়ে পঞ্চরাত্রে বিস্তীর্ণমতিসুন্দরং ॥

নারায়ণেন কথিতং মুনয়ে কপিলায় চ।
সিদ্ধক্ষেত্রে পুণ্যতমে প্রত্যক্ষং মম সন্নিধৌ ॥
তত্রোক্তং হরিণা সার্দ্ধং শুশ্রাব কমলোদ্ভবঃ।
শুশ্রুবুর্মুনয় সর্ব্বে চেদমেব পরং বচঃ ॥
আদৌ সমুচ্চরেদ্রাধাং পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবং।
বিপরীতং যদি পঠেৎ ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্‌ধ্রুবং ॥
শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।
পিতুঃ শতগুণে মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী ॥
দৈবদোষেণ মহতা যে চ নিন্দন্তি রাধিকাং।
বামাচারাশ্চ মূর্খাশ্চ পাপিনশ্চ হরিদ্বিষঃ ॥
কুম্ভীপাকে তপ্ততৈলে তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মণঃ শতং।
ইহৈবং তদ্বংশহানিঃ সর্ব্বনাশায় কল্পতে ॥
ভবেদ্রোগী চ পতিতো বিঘ্নং তস্য পদে পদে।
হরিণোক্তং ব্রহ্মক্ষেত্রে ময়া চ ব্রহ্মণা শ্রুতং ॥
ত্রৈলোক্যপাবনীং রাধাং সন্তোহসেবন্ত নিত্যশঃ।
যৎপাদপদ্মে ভক্ত্যার্হর্ঘ্যং নিত্যং কৃষ্ণো দদাতি চ ॥
যৎপাদপদ্মনখরে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
সুস্নিগ্ধালক্তকরসং প্রেম্না ভক্ত্যা দদৌ পুরা ॥
রাধাচর্ব্বিততাম্বূলং চখাদ মধুসূদনঃ।
দ্বয়োশ্চৈকো ন ভেদশ্চ দুগ্ধধাবল্যয়োর্যথা ॥
শ্রীকৃষ্ণোরসি যা রাধা যদ্বামাংশেন সম্ভবা।
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে সা চ নারায়ণোরসি ॥
সরস্বতী সা চ দেবী বিদুষাং জননী পরা।
ক্ষীরোদসিন্ধুকন্যা সা বিষ্ণূরসি চ মায়য়া ॥

সাবিত্রী ব্রহ্মণো লোকে ব্রহ্মবক্ষঃস্থলস্থিতা।
পুরা সুরাণাং তেজঃসু সাবির্ভূত্বা দয়া হরেঃ॥
স্বয়ং মূর্ত্তিমতী ভূত্বা জঘান দৈত্যসঞ্জকান্।
দদৌ রাজ্যং মহেন্দ্রায় কৃত্বা নিষ্কণ্টকং পদং॥
কালেন সা ভগবতী বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
বভূব দক্ষকন্যা চ পরং কৃষ্ণাজ্ঞয়া মুনে॥
ত্যক্ত্বা দেহং পিতুর্যজ্ঞে মমৈব নিন্দয়া মুনে।
পিতৃণাং মানসী কন্যা মেনাকন্যা বভূব সা॥
আবির্ভূতা পর্ব্বতে সা তেনেয়ং পার্ব্বতী সতী।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী॥
বুদ্ধিস্বরূপা পরমা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
সম্পদ্রূপেন্দ্রগেহে সা স্বর্গলক্ষ্মীস্বরূপিণী॥
মর্ত্ত্যে লক্ষ্মী রাজগেহে গৃহলক্ষ্মীর্গৃহে গৃহে।
পৃথক্ পৃথক্ চ সর্ব্বত্র গ্রামেষু গ্রামদেবতা॥
জলে শৈত্যস্বরূপা সা গন্ধরূপা চ ভূমিষু।
শব্দরূপা চ নভসি শোভারূপা নিশাকরে॥
প্রভারূপা ভাস্করে সা নৃপেন্দ্রেষু চ সর্ব্বতঃ।
বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তি সর্ব্বশক্তিশ্চ জন্তুষু॥
সৃষ্টিকালে চ সা দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
মাতা ভবেন্মহাবিষ্ণোঃ স এব চ মহান্ বিরাট্॥
যস্য লোমসু বিশ্বানি তেন বাসুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্য দেবোঽপি শ্রীকৃষ্ণো বাসুদেব ইতীরিতঃ॥
মহতো বৈ সৃষ্টিবিধৌ চাহঙ্কারোঽভবন্মুনে।
ততো হি রূপতন্মাত্রং শব্দতন্মাত্র ইত্যতঃ॥

ততো হি স্পর্শতন্মাত্রমেবং সৃষ্টিক্রমং মুনে।
সৃষ্টিবীজস্বরূপা সা ন হি সৃষ্টিস্তয়া বিনা॥
বিনা মৃদং ঘটং কর্ত্তুং কুলালশ্চ ন চ ক্ষমঃ।
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্ত্তুমক্ষমঃ॥
এবং তে কথিতং সর্ব্বমাখ্যামমতিদুর্ল্লভং।
জন্মমৃত্যুজ্বরাব্যাধিশোকদুঃখহরং পরং॥
আরাধ্যং সুচিরং কৃষ্ণং যদ্যৎ কার্য্যং ভবেন্নৃণাং।
রাধোপাসনয়া তচ্চ ভবেৎ স্বল্পেন কালতঃ॥
তস্যাপি মায়য়া সার্দ্ধং সর্ব্বং বিশ্বং মহামুনে।
বিষ্ণুমায়া ভগবতী কৃপাং যং যং করোতি চ॥
স চ প্রাপ্নোতি কৃষ্ণঞ্চ তদ্ভক্তিদাস্যমীপ্সিতং।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং পরঞ্চ সুখমোক্ষদং।
নীতিসারঞ্চ শুভদং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥

দ্বিতীয় বিচার্য্যের মীমাংসা।

দেহভেদে কারণং যথা—

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৪র্থ।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীনারায়ণবাক্যং।

সৃষ্টেরাদৌ পুরা ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
দেবী বামাংশসম্ভূতা বভূব রাসমণ্ডলে॥
অতীব সুন্দরী রামা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা।
তথা দ্বাদশবর্ষীয়া শশ্বৎ সুস্থির যৌবনা॥
শ্বেতচম্পকবর্ণাভা সুখদৃশ্যা মনোহরা।
শরৎপার্ব্বণকোটীন্দুপ্রভাপ্রচ্ছাদিতাননা॥

শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং শোভামোচনলোচনা।
সা চ দেবী দ্বিধা ভূতা সহসৈবেশ্বরেচ্ছয়া॥
সমরূপেণ বর্ণেন তেজসা বয়সা ত্বিষা।
যশসা বাসসা মূর্ত্ত্যা ভূষণেন গুণেন চ॥
স্মিতেন বীক্ষিতেনৈব বচসা গমনেন চ।
মধুরেণ স্বরেণৈব নয়েনানুনয়েন চ॥
তদ্বামাংশা মহালক্ষ্মীর্দক্ষিণাংশা চ রাধিকা।
রাধাদৌ বরয়ামাস দ্বিভুজঞ্চ পরাৎপরম্॥
মহালক্ষ্মীশ্চ তৎপশ্চাচ্চকমে কমনীয়কম্।
কৃষ্ণস্তদ্গৌরবেণৈব দ্বিধারূপো বভূব হ॥
দক্ষিণাংশশ্চ দ্বিভুজো বামাংশশ্চ চতুর্ভুজঃ।
চতুর্ভুজায় দ্বিভুজো মহালক্ষ্মীং দদৌ পুরা॥
লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিশ্বং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা যয়ানিশম্।
দেবীচ্ছায়া চ মহতী মহালক্ষ্মীশ্চ সা স্মৃতা॥
দ্বিভুজো রাধিকাকান্তো লক্ষ্মীকান্তশ্চতুর্ভুজঃ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপশ্চ গোপৈর্গোপীভিরাবৃতঃ॥
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ পদ্মায়া সহ।
সর্ব্বাংশেন সমৌ দ্বৌ তৌ কৃষ্ণনারায়ণৌ পরৌ॥
তচ্চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে।
গোলোকো নিত্যবৈকুণ্ঠো যথাকাশো যথা দিশঃ।
যথা সঃ পরমাত্মা চ সর্ব্বেষাং জগতামপি॥
দ্বিভুজঃ সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে।
গোপবেশশ্চ তরুণো জলদশ্যামসুন্দরঃ॥
কোটীন্দুসদৃশঃ শ্রীমাংস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব।

অতীব সুখদৃশ্যশ্চ কোটিকন্দর্পনিন্দিতঃ ॥
দৃষ্ট্বা শূন্যং সর্ব্ববিশ্বং ঊর্দ্ধঞ্চাধসি তুল্যকং।
সৃষ্ট্যুন্মুখশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ সৃষ্টিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ ॥
এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ ॥
স্ত্রীজাত্যধিষ্ঠাতৃদেবীং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীং।
তৎপ্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবীং তদ্বামাঙ্গসমুদ্ভবাং ॥
রাসে সংভূয় তরুণীমাদধার হরেঃ পুরঃ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভিশ্চ নারদ ॥
কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা বভূব সুন্দরী পুরা।
যস্যাশ্চাংশাংশকলয়া বভূবুর্দেবযোষিতঃ ॥
রাশব্দোচ্চারণাদ্ভক্তো ভক্তিং মুক্তিঞ্চ রাতি সঃ।
ধাশব্দোচ্চারণেনৈব ধাবত্যেব হরেঃ পদং ॥

তৃতীয় বিচার্য্যে মীমাংসা।

শ্রীগৌরত্বে হেতুঃ। যথা—

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি। রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে কৈল অবতার। এই ত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার ॥
অবতরি প্রভু প্রচারিল সঙ্কীর্ত্তন। এহো বাহ্য হেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন ॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ। রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ ॥
অতিশয় গূঢ়হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার। দামোদর স্বরূপ হইতে যাহার প্রচার ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৪র্থ।

শ্রীস্বরূপগোস্বামি করচায়াং। যথা—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যঞ্চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ভদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

লোভত্রয়মাহ।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়স্য (প্রেম্নঃ) মহিমা (মাহাত্ম্যং) কীদৃশো বা ময়া জ্ঞাতব্য ইত্যর্থঃ। ১

যেন (প্রেম্না) অনয়া (রাধয়া এব নতু অন্যয়া) মদীয়ঃ (মৎসম্বন্ধীয়ঃ) অদ্ভুতমধুরিমা (আশ্চর্য্য মাধুর্য্যং) আস্বাদ্যঃ (আস্বাদিতুং শক্যঃ) তন্মাধুর্য্যং বা কীদৃশং ময়া জ্ঞাতব্যং। ২

মদনুভবতঃ অস্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) সৌখ্যং (সুখাতিশয্যং) বা কীদৃশং ময়া জ্ঞাতব্যং। ৩

ইতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ (শ্রীরাধায়াঃ ভাবযুক্তঃ সন্) হরীন্দুঃ (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ) শচীগর্ভসিন্ধৌ সমজনি (প্রাদুরভূৎ)।

শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কীদৃশ। ১

ঐ প্রেমের দ্বারা আস্বাদনযোগ্য যে আমার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য তাহাই বা কেমন। ২

আমার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদনে শ্রীরাধার যে আত্যন্তিক সুখ, তাহাই বা কিরূপ। ৩

এই ত্রিবিধ লোভহেতু শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধু হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই ত্রিবিধ লোভই শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপের নিদান। ইহার অনুশীলনেই শ্রীগৌরচন্দ্রের স্বরূপতত্ত্ব জানা যায়, পরবর্ত্তী কএকটী অনুশীলনীতে এই স্বরূপতত্ত্বের অনুশীলন করা হইতেছে। যথা—

১ম অনুশীলনী।

(শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা) তদ্‌যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, আদি, ৪র্থে।

এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন। যদ্যপি করিল রস নির্য্যাস চর্ব্বণ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ। তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন॥
তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান। কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান॥

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ। তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ ॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়। রাধা-প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্মময় ॥
রাধাপ্রেমা বিভু আর বাড়িতে নাহি ঠাঞি। তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥
যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত। তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব বর্জ্জিত ॥
যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর। তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার ॥
সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়। সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয় ॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ। আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। যত্নে নারি আস্বাদিতে কি করি উপায় ॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়। তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥
এতচিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী। হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম লোভ ধক্ধকি ॥

২য় অনুশীলনী।

(যেন প্রেম্না অনয়া মদীয় অদ্ভুতমধুরিমা আস্বাদ্যঃ মদীয়ং তন্মাধুর্য্যং কীদৃশং ?) তদ্যথা—শ্রীচরিতামৃতে, আদি, ৪র্থে।

এই এক শুন আর লোভের প্রকার। স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা। ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ। তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ।
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাঢ়ীতে অবকাশে। এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাঁসে ॥
মন্মাধুর্য্য রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি ॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী। আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি ॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়। রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥

৩য় অনুশীলনী।

(সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশো বা) তদ্যথা—শ্রীচরিতামৃতে, আদি, ৪র্থে।

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥

পরস্পর বেণু গীতে হরয়ে চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে। এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ। উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয় অন্ধ॥
তাম্বূলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে। আনন্দসমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ। শতমুখে বলি তবু না পাই তার অন্ত॥
তাতে জানি মোতে আছে কোন একরস। আমার মোহিনী রাধা তারে করে বস॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ। তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে। সেই সুখ মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ। বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার প্রেমদেহ অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধা-ভাব অঙ্গীকার ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥
সর্ব্বভাবে করিল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়। হেন কালে আইল যুগাবতার সময়॥
সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন। তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ॥
পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতরি। রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করি॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু। তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু॥

অদ্বৈত প্রভুর আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই তিন বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন এবং যুগাবতার রূপে যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিলেন। এরূপ ব্যাখ্যায় কেহ কেহ ভ্রান্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের নিত্যস্বরূপে, নিত্যধামে, নিত্যলীলায়, সন্দিহান হইতে পারেন কিন্তু বিশেষ অনুভব করিয়া বুঝিলে সন্দেহ থাকিবে না। এই পরিচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় বিচার্য্যের মীমাংসা যেমন অনাদি, তৃতীয় বিচার্য্যের মীমাংসাও তেমনি অনাদি। কারণ শ্রীগৌরাবতারের পূর্ব্বে ব্রজবিলাস কালেও সময়ে সময়ে শ্রীগৌরবিগ্রহের নিত্যত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীরাধার প্রেমমহিমা, নিজ অপূর্ব্ব রূপমাধুরী এবং শ্রীরাধার কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদ সুখ তাৎপর্য্য অনুভব করিবার জন্য লুব্ধ হইয়া শ্রীরাধার সহিত একীভূত হইতে ইচ্ছা করেন, শ্রীরাধাও তেমনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজ প্রেমগরিমা অনুভব করাইবার জন্য একাঙ্গতা লাভে অভিলাষ করেন। স্থূলতঃ রস দুই প্রকার, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। মিলন কালের বিলাসের নাম সম্ভোগ, অমিলা রসের নাম বিপ্রলম্ভ। উহা চারি প্রকার, যথা—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। প্রবাস দুই প্রকার সুদূরপ্রবাস ও অদূরপ্রবাস।

কালীয়দমন, গোষ্ঠ, নন্দমোক্ষণ ইত্যাদি অদূরপ্রবাস। সুদূরপ্রবাস তিন প্রকার যথা—ভাবী, ভবন, ভূত। ভাবিবিরহ গমনের পূর্ব্বকাল, অক্রূরাগমনাদি, ভবন্‌বিরহ গমনকাল অর্থাৎ অক্রূরের রথারোহণ করিয়াছেন সেই সময়, ভূত-বিরহ মথুরাগমনের পর বিরহাবস্থা। ইহাই বিপ্রলম্ভের এক শেষ। এই বিরহের পর যখন শ্রীরাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন হয়, তখনই বিপ্রলম্ভের সন্তাপ কেমন জানাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে রাধাভাববিভাবিত করিতে শ্রীরাধিকার অভিলাষ হয়, এই অভিলাষ কোন সময় শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বপ্নে রাধাভাববিভাবিত, রাধাকান্তিকলিত গৌরমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন।

কাপিলতন্ত্রে, নবমপটলে, যথা—

ক্বচিৎ সাপি কৃষ্ণমাহ শৃণু মদ্বচনং প্রিয়।
ভবতা চ সহৈকত্বমিচ্ছেহহং ভবিতুং প্রভো॥ ১॥
মমভাবান্বিতং রূপং হৃদয়াহ্লাদতৎপরং।
পরস্পরোরুমধ্যস্থং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলং॥
পরস্পরস্বভাবাঢ্যং রূপমেকং প্রকাশয়॥ ২॥
শ্রুত্বা তু প্রেয়সীবাক্যং পরমপ্রীতিসূচকং।
স্বস্বেচ্ছাসীদযথাপূর্ব্বমুৎসাহেন জগদ্গুরুঃ॥ ৩॥
প্রেমালিঙ্গনযোগেন চাচিন্ত্যশক্তিযোগতঃ।
রাধাভাবকান্তিযুতাং মূর্ত্তিমেকাং প্রকাশয়েৎ॥
স্বপ্নে তু দর্শয়ামাস রাধিকায়ৈ স্বয়ং প্রভুঃ॥ ৪॥
অজো দ্বিভাবমাপন্নং স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্বরূপতঃ।
অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দ্বয়োর্ভক্তিপরোদ্বিজঃ॥
প্রেমভাব সমাপন্নোনিরুপাধিঃ স্বয়ং হরিঃ॥ ৫॥ ইতি।

কোন সময় শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে প্রিয়! আমি তোমার সহিত এক মূর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করি॥ ১॥

আমার ভাবযুক্ত, হৃদয়ের আহ্লাদজনক, পরস্পরের উরুমধ্যস্থ অর্থাৎ উজ্জ্বলরসাত্মক, মঙ্গললীলাময়, পরস্পরের স্বভাবযুক্ত একটী রূপ প্রকাশ কর ॥২

জগদগুরু শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রীতিসূচক প্রিয়ার বাক্য শ্রবণে উৎসাহিত হইয়াও পূর্ব্ববৎ উপবিষ্ট রহিলেন, বাক্যের দ্বারা কোনই অভিমত প্রকাশ করিলেন না ॥ ৩ ॥

পরে প্রেমালিঙ্গনযোগে অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে শ্রীরাধা-ভাব-কান্তিযুক্ত এক মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন এবং তাহা স্বপ্নে রাধিকাকে দেখাইলেন ॥ ৪ ॥

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বরূপেই অন্তরে কৃষ্ণ, বাহিরে গৌর এই উভয় ভাবাপন্ন, অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রেমভক্তিপরায়ণ ভক্তরূপে ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইলেও, তিনি স্বয়ং নিরুপাধি হরি ॥ ৫ ॥

এই প্রমাণেই শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং রূপত্ব ও নিত্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে। কারণ স্বরূপবিগ্রহ ভিন্ন, রাধাভাবকান্তি ধারণ অন্য কোন বিলাসাদি বিগ্রহে হইতে পারে না। এই তাত্ত্বিক প্রমাণ যে প্রাচীন ভক্তজন সম্মত শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত স্বপ্নবিলাসামৃতের কয়েকটী শ্লোকই যাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা—

প্রিয় স্বপ্নে দৃষ্টা পরিদিনহ্যতৈবাত্র পুলিনঃ।
যথা বৃন্দারণ্যে নটনপটনস্তত্র বহবঃ ॥
মৃদঙ্গাদ্যং বাদ্যং বিবিধমিহ কশ্চিদ্দ্বিজমণিঃ।
স বিদ্যুদ্গৌরাঙ্গঃ ক্ষিপতি জগতিং প্রেমজলধৌ ॥

স্বপ্নবিলাসামৃত।

হে প্রিয়! স্বপ্নে দেখিলাম, এখানকার যমুনার ন্যায় কোন সরিৎ পুলিন, সেখানে বৃন্দাবনের ন্যায় বহুজন নৃত্যপরায়ণ এবং এখানকার ন্যায় মৃদঙ্গাদি বাদ্যে সে স্থান শব্দিত। সেই ব্রজতুল্য দেশে কোন এক বিদ্যুদ্গৌরাঙ্গ দ্বিজ-বিগ্রহ জগৎকে যেন প্রেমজলধিতে মগ্ন করিতেছেন।

কদাচিৎ কৃষ্ণেতি ব্রজপতি রুদন্ কর্হিচিদসৌ।
ক্বঃ রাধে হা হেতি স্বপতি পততি প্রোজ্ঝতি ধৃতিং ॥

নটত্যুল্লাসেন ক্বচিদপি গণৈঃ স্বৈঃ প্রণয়িভিঃ।
তৃণাদিব্রহ্মাণ্ডাং জগদতিতরাং রোদয়তি সঃ॥
স্বপ্নবিলাসামৃত।

"আরও দেখিলাম, সেই গৌরাঙ্গ দ্বিজমণি, কখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া, কখন রাধা রাধা বলিয়া রোদন করিতেছেন। কখন প্রলাপ, কখন বা হাহাকার করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, কখন অধৈর্য্য হইতেছেন, কখন বা মূর্চ্ছিত হইতেছেন, কখন বা নিজ প্রিয়পারিষদগণের সহিত অতি উল্লাসে নৃত্য করিতেছেন। এই সকল আশ্চর্য্য ভাব বিকাশ করিয়া তিনি আব্রহ্ম তৃণ পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎকে প্রেমে কাঁদাইতেছেন" এই সকল সিদ্ধ প্রমাণেই তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে এবং শ্রীপাদ জীব গোস্বামিবাক্যও এই স্বরূপের নিত্যত্বে প্রমাণ দিতেছে। যথা—

তদেবং যদা দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদেব কলৌ গৌরোঽপ্যবতরতি ইতি সারস্য লব্ধে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি॥ ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ॥

"যে সময় দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই কলিতেই গৌর অবতীর্ণ হন, এই সারলভ্য হেতু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ গৌরাঙ্গ, ইহাই বুঝাইতেছে।" এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের ন্যায় গৌরাবির্ভাবের নিত্যত্ব থাকায় এবং এক সমকালে উভয়াবির্ভাব নির্দ্দিষ্ট থাকায় উভয় মূর্ত্তিই অভেদ, নিত্য ও স্বরূপ-বিগ্রহ ইহাই বুঝাইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কাপিলবাক্যে কেহ এমন সন্দেহ করিতে পারেন যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের একত্র প্রকাশই শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ, তবে তাহা শ্রীরাধার অজ্ঞাত কেন? ইহাতেও সন্দেহের কোন কারণ নাই, যে হেতু লীলানুরোধে সর্ব্বজ্ঞে অজ্ঞতা প্রকাশ বিচিত্র নহে, সর্ব্বজ্ঞতা বিলোপই লীলার শক্তি, নহিলে লীলার অস্তিত্ব থাকে না। শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপতত্ত্ব নির্ণয় নিমিত্ত যে তিনটী বিচার্য্য স্থিরীকৃত হইয়াছিল, শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামিকৃত "শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি" এই শ্লোকের বিচারেই তাহা মীমাংসিত হইল। শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী ব্রজলীলায় শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা অষ্ট

সখী মধ্যে অতি অন্তরঙ্গা সাক্ষাৎ বিশাখা সখী, অতএব শ্রীমহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ গোস্বামীই এই স্বরূপতত্ত্ব মীমাংসার একমাত্র যোগ্যপাত্র, আমরা তাঁহার বাক্য প্রমাণেই এই দুর্ব্বোধতত্ত্বের মীমাংসা করিলাম।

তরঙ্গিণীর তরঙ্গমালার যেমন শেষ নাই, তার্কিকের তর্কবুদ্ধিও তেমনি অশেষ, একটী মিলাইতে না মিলাইতে আর একটী উঠিয়া থাকে। এই স্বরূপ-তত্ত্ব মীমাংসার শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল দেখিয়া কেহ এরূপ না ভাবেন যে, "পূর্ব্বে কেবল একমাত্র কৃষ্ণই ছিলেন, পরে সেই একদেহ দ্বিধা হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ হইলেন।" এরূপ হইলে শ্রীরাধামূর্ত্তি অনিত্য হইয়া যায়, অতএব ইহার সেরূপ ভাবার্থ নহে, ইহা কেবল প্রেমের অবস্থাভেদ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ যেমন চিন্ময়, অনাদি, নিত্যবিগ্রহ, শ্রীরাধারও তেমনি চিন্ময়, অনাদি, নিত্যবিগ্রহ। উভয় বিগ্রহই প্রেমঘন, প্রভেদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহটী প্রেমের বিষয়, শ্রীরাধা বিগ্রহ প্রেমের আশ্রয়। এই বিষয়ও আশ্রয়ের নিশ্চেষ্টভাব একাত্মকত্ব এবং ইহার সচেষ্টভাবই দেহভেদ অর্থাৎ লীলা। এক প্রেম অবস্থাভেদে নানা ভাব ধারণ করে, লীলা সেই সেই ভাবের বিকাশ। লীলা প্রেমের তরলাবস্থা, উহার ঘনত্বভাব, তাবের ঘনত্ব মহাভাব, মহাভাবের নিবিড় বিকাশ প্রেমবৈচিত্ত্য (১), তন্ময়ত্ব ইহার নিদান। এই তন্ময়ত্ব ঘনীভূত হইলে তাহাকে প্রলয় বা প্রেমসমাধি কহে। নিশ্চেষ্টতার নাম প্রলয়, ইহা প্রেমের চরম ঘনত্ব। এক সময়কালে উভয় বিগ্রহে এই সমাধিসজ্ঘটিত হইলে এই অবস্থা প্রকাশ পায়, ইহাতে তাঁহাদের আত্মসম্বন্ধানুভব বিলোপ হয় মাত্র, কিন্তু নিত্যদেহের বিলোপ নাই। প্রেমের ঘনত্ব কথঞ্চিৎ তারল্য প্রাপ্ত হইলে আবার প্রেমবৈচিত্ত্যাবস্থা প্রকাশ পায়, এই অবস্থায় কেবল স্বদেহ মাত্র লক্ষ্য হয়, এই জন্যই একা আমিই রহিয়াছি, দ্বিতীয় কেহ নাই, এইরূপ অনুমান হয়, এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমের বিষয় বলা হইয়া থাকে। এই প্রেমের বিক্ষোভ অর্থাৎ বিকৃতাবস্থা মহাভাব, শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী, প্রেমের আশ্রয়। প্রেমের আশ্রয় বলিয়াই তিনি অগ্রেই শ্রীকৃষ্ণের লক্ষীভূতা হন, পরে প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার লক্ষ্য হয়, ইহাই দেহভেদ। এই দেহভেদ হইতে সম্ভোগরসের উৎপত্তি, এই রাগাত্মক উজ্জ্বলরসসারামৃতাস্বাদনে

---

(১) প্রেমবৈচিত্ত্যং চিত্তস্যান্যথাভাবস্তন্ময়ত্বাত্তদোচ্যতে। ইতি।
উজ্জ্বলনীলমণি টীকা।

ক্রমেই নব নব ভাবোদ্গম হয়, এই ভাবোদ্গমের ক্রিয়া বিকাশের নাম লীলা। এইরূপ প্রেমাবস্থা অনুলোম বিলোম হেতু কখন একাত্মভাব, কখন যুগলভাব। একাত্মভাব আত্মার সম্মিলন, ইহাতে আত্মানুভবসত্তা বিলোপ হয় মাত্র, দেহের পার্থক্য বিলোপ হয় না, শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহই শ্রীরাধাকৃষ্ণের উভয় দেহের সম্মিলন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন দেহে যে বিলাস করেন, নিজ স্থায়ী প্রকাশস্বরূপ এই গৌরবিগ্রহে সেই স্ববিলাসামৃতরসাস্বাদন করেন। এই গৌরাঙ্গবিগ্রহটী যেন মূর্ত্তিমান্ ভাবোল্লাস, শ্রীগৌরচন্দ্রের নিত্যলীলা কেবল ভাবোল্লাসেরই প্রস্ফুরণ মাত্র। বিপ্রলম্ভের পরিপাকে ভাবোল্লাসের উদয় হয়, সেই ভাবোল্লাসে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া স্বপ্নবৎ স্বলীলা বিকাশ করেন, কিন্তু সেই ভাবোল্লাসে শ্রীরাধারই ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়, এই জন্যই শ্রীগৌরবিগ্রহে রাধাভাবেরই প্রাধান্য এবং এই জন্যই শ্রীগৌরস্বরূপটী রাধাকান্তিতে ঢাকা শ্রীকৃষ্ণ।

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতকী-
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
সদেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু। ইতি॥

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী।

ইতি স্বরূপতত্ত্ববিচার।

উপসংহার।

অপ্যগণ্যং মহৎপুণ্যমনন্যশরণং হরেঃ।
অনুপাসিতচৈতন্যং ন ধন্যং মন্যতে মতিঃ॥

এই প্রাচীন বাক্যেই শ্রীগৌরচন্দ্রোদয় গ্রন্থের নিদান। ইহার অর্থ এই, যদি কেহ শত শত পুণ্যকর্ম্মাচরণ করেন এবং যদি কেহ হরির একান্ত ভক্তও হন, কিন্তু যদি তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের উপাসনা না করেন, তাহা হইলে তাহাকে নধন্য বলিয়া মনে করা যায়। কারণ পুণ্যকর্ম্মের ফলভুক্তি, রাগবিহীন বিধি-মার্গসেবির ফল মুক্তি। এই ভুক্তি মুক্তি অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট প্রাপ্তি আছে, সে প্রাপ্তির নাম ব্রজগতি। এই ব্রজগতি রাগলভ্যা, রাগভক্তির যদি কেহ দাতা বা উপদেষ্টা থাকেন, তিনি সেই করুণাবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি কি, তাঁহার উপাসনা কি রূপ, তাঁহার মন্ত্র কি, এই গ্রন্থে এই সকল বিষয় যতদূর শক্তি সংগৃহীত, ব্যাখ্যাত ও মীমাংসিত হইয়াছে; এক্ষণে উপসংহারে তাহার সার মর্ম্ম ও মন্তব্য কিঞ্চিৎ পাঠকগণের নিকট নিবেদন করিব। শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক বিগ্রহ, অভিন্নতত্ত্বে উভয় বিগ্রহেই উপাস্য। অগ্রে গুরু, পরে পঞ্চতত্ত্ব সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ, তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা এবং ব্রজপরিকরাদির বাহ্যোপচার ক্রমে নিত্যপূজা, এই প্রাচীন পদ্ধতিরই আমরা সমাদর করিতে বলি। ইহার ব্যতিক্রম আমরা ভাল বোধ করি না, কারণ "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং" এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বিধি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ ও গৌর উভয় মূর্ত্তির উপাসনাই কলির উপাসকগণের আশ্রয়ণীয় রূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে এবং স্পষ্টতই হউক বা গূঢ়ভাবার্থেই হউক সমুদয় প্রাচীন বিধি ও পদ্ধতি এই বিধানেরই অনুসরণ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র যাঁহাদিগকে যেরূপ জানান, তিনি সেইরূপই জানেন, ইহাতে কাহারও কিছু বক্তব্য নাই, তবে যাঁহাদিগকে তিনি আমাদের আদর্শ স্বরূপে গঠিত করিয়া ভজনপথের নিদর্শন, রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পদানুসরণ করাই মঙ্গলজনক, তাঁহাদের উপরেও মত চালাইবার চেষ্টা না করাই ভাল। প্রাচীনগণের আচার পদ্ধতি যতদূর সাধ্য আমরা ইহাতে সন্নিবেশিত করিলাম, বিজ্ঞ সাধকগণ আরও অধিক অনুসন্ধান

করিতে পারিবেন, সেই সকলের অনুকূল অনুশীলন করিলে সুসত্যভাবে উপলব্ধি হইবে যে, শ্রীগৌরচন্দ্রের সম্প্রদায়ভুক্তগণ গৌর ছাড়িয়া কোন কিছুই করেন নাই। শ্রীগৌর ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজনতত্ত্বে ওতপ্রোতভাবে যেন সংযুক্ত রহিয়াছেন, একটীকে ছাড়িয়া একটীকে গ্রহণ করিলে কেবল তুষাবঘাতীর ন্যায় বিফল প্রয়াস হইবেন মাত্র। শ্রীগৌর ছাড়িয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনা যেন স্বামী ছাড়িয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন, ইহাতে প্রাচীনগণকে অতিক্রম করা হয় এবং তাঁহার প্রাকট্যের অনাদর করা হয়। আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণ ছাড়িয়া দিয়া শ্রীগৌরে একান্ত হইলে তাঁহার অবতার গ্রহণকে নিরর্থক করা হয়। শ্রীগৌরচন্দ্র প্রকট হইয়া ভক্তগণকে স্বরূপতত্ত্ব দেখাইলেন, নিজে যে সেই স্বয়ংরূপ তাহাও জানাইলেন, কিন্তু উপাসনা করিতে বলিলেন শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তির, উপদেশ দিলেন, সেই উজ্জ্বলরসাশ্রিতা ভক্তির এবং স্বয়ং সেই রাগানুগা ভক্তির আচরণ করিয়া পরবর্ত্তি জীবের জন্য আদর্শ রাখিলেন। কিন্তু ভক্তগণ দেখিলেন তিনিই শ্রীরাধাকৃষ্ণ, একমাত্র তাঁহার উপাসনা করিলেই সেই যুগলমূর্ত্তির উপাসনা হয়, অথচ অন্যান্য অবতারের ন্যায় আত্মপ্রকাশ না করিয়া গুরুগৌরবমাত্র প্রকাশ করিতেছেন। সুচতুর ভক্তগণ তাঁহার গৌর স্বরূপের এবং বাক্যের সমান গৌরব রক্ষা করিয়া রাগভক্তিপ্রবর্ত্তক গুরুগৌরবে অগ্রে শ্রীগৌরবিগ্রহ এবং উপাস্যতত্ত্বে পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সমভাবে পূজা করিতে লাগিলেন। যত দিন প্রভু প্রকট থাকিলেন, তত দিন সাক্ষাৎ ভাবেই পূজিত হইলেন, যখন অপ্রকট হইলেন তখন তন্ত্রাদি সম্মত ধ্যান মন্ত্রাদি বিধানানুসারে উদ্দেশে বা বিগ্রহ রূপে পূজিত হইতে লাগিলেন, সেই সরল-সুগম-পথ আমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, বক্রপথে গমন প্রয়াস কেন? শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রিয়পার্ষদগণের যে পথ, তাহাই তৎসম্প্রদায়ভুক্তগণের আশ্রয়, একথা যিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার চক্ষুতে অভিমানের ধূলা পড়িয়াছে ইহাই মনে করা উচিত; তাঁহাকে বরং সোজাপথে চলিতে বলা ভাল, কিন্তু তাঁহার সঙ্গী হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ বলেন "প্রভুপার্ষদগণ যে তাঁহার উপচার দ্বারা নিত্য পূজা করিয়াছেন ইহার প্রমাণ কি?" প্রমাণ দেখিতে চাহেন দেখুন, "কো দেই অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন, কো দেই মালতী মাল।" আবার কিরূপ উপচারে পূজা চাহেন? ব্রজলোকানুসারী পূজা এই প্রকারই, তাহাতে মন্ত্রাদি বৈধি অঙ্গের অপেক্ষা নাই। অতএব এ সকল প্রতিকূল, ভক্তি-

নাশক, কুতর্ক না তুলিয়া সাধুজনসেবিত সুপথে গমন করাই শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণ-পূজার অগ্রে শ্রীগৌরোপাসনার কেহ কেহ গোস্বামি যুক্তি চাহেন, যাঁহারা চাহেন তাঁহারা শ্রীপাদ জীবগোস্বামিকৃত এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামিকৃত স্তবাবলি। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী স্তবমালা গ্রন্থরূপে সজ্জিত করিবার ক্রমদেশিকায় লিখিয়াছেন। যথা—

পূর্ব্বং চৈতন্যদেবস্য কৃষ্ণদেবস্য তৎপরং।
শ্রীরাধায়াস্ততঃ কৃষ্ণরাধয়োর্লিখ্যতে স্তবঃ॥

স্তবমালা।

শ্রীমদ্ভাগবতে পূজাসম্ভার ও স্তুতি উভয়রূপ পূজার উল্লেখ আছে, অতএব স্তবের ক্রমানুসারেই পূজারও এইরূপে ক্রম ইহা আপনিই প্রতিপন্ন রহিয়াছে, ভূরি ভূরি গোস্বামি গ্রন্থ এই পন্থের প্রমাণ বহন করিতেছে। এত সকল যুক্তি ও শাস্ত্রসত্তেও কেহ বিরোধ করেন, তবে জানিব তাঁহার মতি অন্য প্রকার। যিনি যাহাই করুন ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র আমাদের বিশ্বাস অটল ও অবিকৃত রাখুন ভক্তজনের পাদপদ্ম ইহাই প্রার্থনা শ্রীগৌরচন্দ্রোদয় গ্রন্থখানি যিনি আমাকে এত দিন ধরিয়া লিখাইলেন, তিনিই ইহা জনসমাজে প্রমাণ করাইবেন, তবে শ্রীগৌরভক্তগণ এই গ্রন্থখানি লইয়া আলোচনা করিলে আমার লেখনী ধারণ সার্থক বোধ করিব। ভক্তগণের আজ্ঞা পালন করিলাম, এক্ষণে ইহার প্রচারাদি কার্য্যের ভার প্রার্থনা শুভাশীর্ব্বাদ॥

জয়তি জয়তি গৌরঃ সর্ব্বচিত্তৈকচৌরঃ
সকলনিগমসিদ্ধো রাধিকাভাবলুব্ধঃ।
প্রকটমধুরদেহঃ সর্ব্বলাবণ্যগেহঃ
কলিতকনকভাসঃ কৃষ্ণরূপপ্রকাশঃ॥
কথঞ্চিদাশ্রয়দেবস্য প্রাকৃতোঽপ্যুত্তমো ভবেৎ।
ইতি শাস্ত্রবচঃ সাক্ষাদ্গৌরচন্দ্রোদয়ো মম॥
মহিমা গৌরচন্দ্রস্য কুত্রচিদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি।
মূর্খোগ্রন্থপ্রণেতাহং কিমদ্ভুতমতঃ পরং॥

অতোঽহং সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুবাক্যং শুভোদয়ং।
বাঞ্ছাকল্পতরুং সাক্ষাদ্ভজ গৌরপদাম্বুজং॥

এয়োবিংশাধিক অষ্টাদশশত গণিতে শকে, শুভজ্যৈষ্ঠস্য পঞ্চদশ পরিমিতে, শুক্লে হরিবাসরতিথৌ শশিসুতে, সুপুণ্যে ভাগীরথীতীরে বহরমপুরাখ্যনগরে গোবরহাটীগ্রামবাসিনা শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষেণ কৃতঃ শ্রীগৌরচন্দ্রোদয়াখ্যো গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ। শ্রীগৌরতত্ত্ব ব্যাখ্যানে শুভমস্তু॥

শ্রীগৌরচন্দ্রোদয় গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

সন ১৩০৮ সাল, ১৩ ভাদ্র।

বহরমপুর, রাধারমণ প্রেসে,
শ্রীরাধাবল্লভ নন্দী প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
সাবদীয়া	৫	১৩	শারদীয়া
চক্রবত্তির	৬	৭	চক্রবর্ত্তীর
গোস্বামী শাস্ত্র	৭	১৭	গোস্বামি শাস্ত্র
গোস্বামী কৃত	„	১৮	গোস্বামি কৃত
গোস্বামী সাম্প্রদায়িক	„	২০	গোস্বামি সাম্প্রদায়িক
গোস্বামী বাক্য	„	২১	গোস্বামি বাক্য
গোস্বামী শিষ্য	৮	১৯	গোস্বামি শিষ্য
চক্রবর্ত্তী লিখিত	৯	৪	চক্রবর্ত্তি লিখিত
নিত্যবন্ধো	১৬	২৭	নিত্যগন্ধো
গোস্বামির	১৮	২৬	গোস্বামীর
মিমাংসা	২০	৫	মীমাংসা
তৈ সাকং	২৫	৬	তৈঃ সাকং
গোস্বামীগণ	৩২	১৭	গোস্বামিগণ
মিমাংসিত	৪১	১৯	মীমাংসিত
ভাগবতায়	৪৮	৩	ভাগবতীয়
জানূ	৭৪	২১	জানু
অবাঙ্মনসোগোচরঃ	৮০	২	অবাঙ্মনসগোচরঃ
ভিক্ষাশী	„	২৬	ভৈক্ষাশী
তদেকাত্মরূপ তদেকাত্মরূপ	৯২	১৩। ১৪	তদেকাত্মরূপ
নিমেষ	৯৮	২১	নিমেষে
মহিম	„	১৯	মহিমা
সিদ্ধ দেহে	৯৯	১৩	সিদ্ধদেহ
পর্য্যাযে	১০০	১৬	পর্য্যায়
যজ্ঞ	„	২০	যজ্ঞৈ
পাপির	১০১	১০	পাপীর

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
সম	১০২	২৭	শম
কারির	১০৮	১০	কারীর
মাংসে	১১৯	১৬	মাংস্থে
উপাসণীয়	১২৪	২৭	উপাসনীয়
ক্ষার	১২৫	১০	রক্ষার
তর্ক নাই	১৩৩	২৩	তর্ক নাই ইতি।
ইতি উপনিষৎ	”	২৪	উপনিষৎ
তনূঃ	১৩৫	১৬	তনুঃ
তদ্রূপা	১৫৩	২০	তদ্রূপ
সঠিক	১৫৪	১৭	সাধক
অবশান	”	২৫	অবসান
সুশান্ত্রং	১৫৬	১৪	সুসান্দ্রং
সঙ্খেন্দু	১৫৭	৩	শঙ্খেন্দু
শালোল্লীঢ়	”	৯	শানোল্লীঢ়
বামাংশ	”	১৫	বামাংস
মানন্দঃ	”	২০	মানন্দাৎ
শ্রেণী	১৫৮	১৬	শ্রোণী
জম্বুনদ	১৬০	১৩	জাম্বুনদ
শঙ্কর্ষণ	”	১৫	সঙ্কর্ষণ
সব্বসর্ব্বোপবৃংহিতং	”	২২	সর্ব্বসত্ত্বোপবৃংহিতং
৫ম রাত্র, ৩য় অ,	১৬১	৮	৩য় রাত্র, ১৪শ অ,
সান্তোগ্র	”	১০	শান্তোগ্র
শ্রীগৌরচন্দ্র	”	১৭	শ্রীগৌরচন্দ্রে
সুষুপ্তাং	”	২৩	সুগুপ্তাং
পন্নব	১৬২	১১	পল্লবং
রত্নোঘৈর্ধারাবক্	”	১৯	রত্নোঘৈর্ধারায়ুক্
পরিথৈ	১৬৩	১৪	পরিঘৈ
সরোজাসনাশীন	১৬৩	১৭	সরোজাসনাসীন

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
সান্দ্রাম্বোজ	১৬১	১৮। ২৩	সান্দ্রাম্ভোজ
মাত্র	,,	২৪	মন্দ্র
সংশোধন	১৬৪	২৩	সংসাধন
ত্রিবিধ	,,	,,	বিবিধ
পিতা	১৬৫	১০	গীতা
আচ্ছাদনেচ্ছাকেই	১৬৬	২৬	আস্বাদনেচ্ছাকেই
কালে	,,	২৮	কাল
কল্পতে	১৬৮	১০	কম্পতে
সংস্তোৎ	,,	১৫	সংস্তোত
দেবনাহ	,,	১৫	দেবানাহ
তনুঃ	১৭০	২১	তনুং
পরিত্রানি	১৭১	২০	গবিত্রানি
স্বীকারেণ বিরুদ্ধ	১৭১	১০	স্বীকারে ন বিরুদ্ধ
লালসাঃ	১৮৩	১৪	লালসঃ
সন্ধৌ	১৮৭	৪	সন্ধৌ
কলি	১৮৮	২	কালী
ইতোহহোং	১৮৯	১২	ইতোঽহং
সগুণো	,,	,,	সগুনো
করা	১৯১	৭	কর
মূলে	১৯৪	১৩	মূল
ভেদঃ	,,	২২	ভেদং
শৈত্য	২০১	১৬	শৈত্য
মাথ্যাম	২০২	৬	মাথ্যান
আরাধ্যাং	,,	৮	আরাধ্য
মাদধার	২০৪	৯	মাদ্দপাব
আত্যন্তিকং	২০৫	১৭	আত্যান্তিকং
এই	২০৬	৮	বই
পরিদিন স্বৈতে	২০৯	১৭	সরিদিন স্বৈতে

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
পুলিনঃ	২০৯	১৭	পুলিনং
পটন	,,	১৮	পটব
ব্রজপতি	,,	২৬	প্রেলশতি
ব্রহ্মাণ্ডাং	২১০	৩	ব্রহ্মান্তাং
বিষয়ও	২১১	১৩	বিষয় ও
বাকোই	২১৩	৪	বাক্যই
বিগ্রহেই	,,	১৪	বিগ্রহই
এইরূপে	২১৫	১১	এইরূপ
পাদপদ্ম	,,	১৫	পাদপদ্মে
কথঞ্চিদাশ্রয়দেবস্থ	২১৫	২৪	কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্দস্থ

পরিবর্ত্তন

২১৫ পৃঃ, ১৯ পুং সমস্ত

প্রচারাদি কার্য্যের ভার তাঁহাদের, আমার প্রার্থনা শুভাশীর্ব্বাদ মাত্র।

॥ ইতি ॥

অত্যন্ত ত্বরা ও অনবকাশ প্রযুক্ত গ্রন্থ খানির সংশোধন কার্য্যে বিশৃঙ্খলা হইয়াছে। উল্লিখিত ভুল গুলি পাঠকগণ সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। এক প্রকারের শব্দের ভুল একটী করিয়া সংশোধিত হইল। এইরূপ শুদ্ধ ভাগ দৃষ্টে অশুদ্ধ ভাগ সংশোধন করিয়া লইবেন। ইতি

শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ।